চিত্রপুরী

(রঞ্জন রুদ্র)

নমস্কার !

চিত্রপরিচয়ঃ দক্ষ যজ্ঞ (রাধা ফিল্ম কোম্পানী)

প্রধান ভূমিকায়ঃ অহীন্দ্র চৌধুরী ; ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ; শ্রীমতী চন্দ্রাবতী।

প্রযোজক—জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রাউন সিনেমায় চল্‌ছে।

*

যে প্রচলিত কাহিনীটিকে অবলম্বন ক'রে রাধা ফিল্ম এই ছবিটি তুলেছেন, দেখলাম মানব মনকে আকর্ষণ করবার মতো উপাদান তার মধ্যে আছে। "দক্ষ যজ্ঞ" দর্শকদের খুশী করেছে।

"দক্ষ যজ্ঞে"র মধ্যে একটি Climax আছে—সতীর মৃত্যুতে সেই Climaxএর পরিণতি। শেষের দিকে এই চরম দৃশ্যের যে সুচারু সুন্দর প্রকাশ দেখেছি ; সে জন্য "দক্ষ যজ্ঞে"র প্রয়োগশিল্পী অবিমিশ্র প্রশংসা পেতে পারেন।

*

"দক্ষ যজ্ঞে"র মধ্যে এর সংগঠন বিভাগের সকল ক্ষেত্রে কাজের সমতা ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছি। কোন বিভাগেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন নৈপুণ্য প্রকাশিত না হলেও, শব্দগ্রহণ, ফোটোগ্রাফী প্রভৃতি সকল বিভাগেই এর কর্ম্মিরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে সমগ্র ছবিকে একটি অখণ্ড রূপদান করতে সক্ষম হয়েছেন।

*

"দক্ষযজ্ঞে"র দৃশ্যগুলি ভাল লেগেছে। যজ্ঞ-সভায় এবং স্বয়ম্বর-সভায় প্রয়োগশিল্পীর আয়োজনের আড়ম্বর লক্ষ্য এড়ায় নি। দৃশ্যগুলিতে তাঁর চেষ্টার অনুরূপ আবহ সঞ্চারিত হয়েছিল।

কৈলাসের দৃশ্যে এই আবহের ভাবটি সব চেয়ে বেশী ক'রে পরিস্ফুট হয়েছিল বটে কিন্তু শিবনিবাসের কারুকার্য্যখচিত প্রবেশপথ এবং দেওয়ালগুলি বড় বিচিত্র মনে হল !

প্রযোজনার মধ্যে কতকগুলি Cheap Stunt ঢোকানো হয়েছে। সেগুলি তেমন ভালো লাগে নি। বরমাল্য নিয়ে শিবের আকাশপথে উড্ডীন হওয়ার ছবিটি তো রীতিমতো হাস্যোদ্রেক করেছে।

"দক্ষযজ্ঞে'র গানগুলি এর অন্যতম প্রধান সম্পদ। গান বাঁধতে সিদ্ধ-হস্ত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায় "দক্ষ যজ্ঞে"র গীতকার। গানগুলি ভালো হয়েছে। বিশেষ করে "রৌদ্ররাগের তাণ্ডবে হোক পূর্ণ নিখিল চিত্ত" এবং "জাগৃহি, জাগৃহি, মহামায়া" এই গানদুটী আমাদের অত্যন্ত ভালো লেগেছে, যদিও প্রথম গানখানি ভালো ভাবে গীত হয় নি।

সখীদের গান দুটী ছাড়া সুর-সংযোজনা মোটের ওপর ভালোই লেগেছে। সখীদের গান দুটী হয়েছে অতিশয় থিয়েটারী ধরণের ; সেই কারণে ভালো লাগে নি।

*

নারদের বেশে মৃণাল ঘোষ তাঁর গানগুলি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী ক'রে গেয়েছেন। "জাগৃহি মহামায়া" খুবই ভালো লেগেছিল।

শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর "ধ্যানের সাধনা তুমি" গানখানি মন্দ লাগে নি ; তবে তাঁর কণ্ঠে কিছু জড়তা আছে সেই কারণে গান গাইবার ভঙ্গিটী তত সাবলীল হয় নি। "কেমন করিয়া জীবন ভরিয়া" গানটি আগের চেয়ে ভালো লেগেছিল।

"প্রসূতি"-বেশী শ্রীমতী বীণাপাণির কণ্ঠ ভালোই, কিন্তু তাঁর গানের সময়কার expression তেমন ভাল নয়। গানগুলির সম্যক effect হয় নি।

*

"দক্ষযজ্ঞে"র মধ্যে সব চেয়ে বড়ো ভূমিকা হচ্ছে "সতী"র। কঠিন বা জটিল না হলেও এই ভূমিকাটিই হচ্ছে সমগ্র ছবির মেরুদণ্ড। শ্রীমতী চন্দ্রাবতীকে মানিয়েছিল ভালো ; তাঁর দুই চোখে ভক্তির ছায়াও দেখা গিয়েছিল ; শুধু শেষের দিকে তাঁর আবৃত্তি অতখানি দুঃসহরূপে অতি-নাটকীয় না হলেই আমরা তাঁর অভিনয়কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব'লে আনন্দ পেতে পারতাম।

*

দক্ষ বা শিব বা নন্দী-ভৃঙ্গী—এঁরা সকলেই প্রায় সমান করেছেন। তফাৎ যদি থাকে তো সে উনিশ আর বিশ। কোন ভূমিকাতেই যাকে বলে "দেখাবার তেমন কিছু" নেই।

দক্ষের বেশে অহীন্দ্রবাবু মন্দ অভিনয় করেন নি ; তবে তাঁর ঘন ঘন Grimace অর্থাৎ দাঁতখিচুনি বড্ড চোখে লেগেছিল।

শিবের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য্য সুঅভিনয় করেছেন। "দধীচি"র ক্ষুদ্র ভূমিকায় রবি রায়ের আবৃত্তি ভালো লেগেছে।

কৈলাসে গিয়ে পুরোহিতের ভূমিকায় কুমার মিত্র হাস্যরসের নামে যে ছ্যাবলামি করেছিলেন তা মোটেই ভালো লাগে নি। ঐ ধরণের হাস্যরসের মধ্যে আজকাল আর কোন আবেদন নেই—একথা "রাধা"র কর্ত্তারা জান্‌বেন আশা ছিল।

"বিষ্ণু"-বেশী জ্যোৎস্না মিত্র অচল ; সামান্য "বিশ্বজননী" কথাটাও তাঁর জিভ্ দিয়ে ভালো ভাবে বেরোয় নি।

*

"দক্ষযজ্ঞে"র dialogueএর মধ্যে অতিশয় দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করেছি ! 'আমার স্নেহ-সমুদ্রে তুই বড়বাগ্নি জেলেছিস"—এই ধরণের অতি নাটকীয় উক্তিগুলি নিম্নশ্রেণীর যাত্রার গন্ধ ব'য়ে আনছিল। সংলাপ আশানুরূপ ভাল হয় নি।

এই বিভাগের অক্ষমতা ছাড়া (এ বিভাগটি অন্য কোন বিভাগের চেয়েই ছোট নয়) অন্য সকল দিক থেকেই "দক্ষযজ্ঞ" উপভোগ্য ছবি।

*

বহু-নিনাদিত "কর্ম্ম" গত সপ্তাহে কলকাতায় দেখানো হয়ে গেল। একটা পুরাতন কথা আছে—পর্ব্বত মূষিক প্রসব করেছে। "কর্ম্ম" দেখ্‌তে গিয়ে বারবার সেই কথাটাই মনে পড়েছে। একমাত্র দেবিকা রাণী ব্যতীত সমগ্র ছবিখানি একান্ত অসহ্য। এর সমালোচনার এখন আর বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু "কর্ম্ম" দেখে যে মনস্তাপ পেয়েছি শীঘ্র তা ভুলব না ; ভাগ্যে দেবিকারাণী ছিল ; তবু কতকটা বাঁচোয়া !

দেবিকা রাণীর মধ্যে অসাধারণ প্রতিভার দীপ্তি দেখেছি। দেবিকা রাণীর অভিনয় দেখে যত না মুগ্ধ বা বিস্মিত হয়েছি তার চেয়ে গর্ব্বিত বোধ করেছি বেশী। চলনে-বলনে-ভাবে-ভঙ্গীতে চমৎকার অভিনয় করেছেন

দেবিকা রাণী। বিলাতের যে কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে পারি। দেবিকা রাণী বাঙ্‌লার মুখ উজ্জ্বল করেছেন (অন্যদিক থেকে অবশ্য সে মুখ পুড়েছে)।

হিমাংশু রায় মহাশয় কৃতী পুরুষ। তিনি নতুন ফিল্ম কোম্পানী গঠন করেছেন। আশা করা যায় এর পরে তিনি যে ছবি তুলবেন তার মধ্যে আর কোন খুঁত থাকবে না। কিন্তু তিনি কি আগের মতো অবাঙ্গালী অভিনেতাদের নিয়েই কাজ চালাবেন? বাঙালী অভিনেতৃ কি খুঁজে পাওয়া যায় না? যায়। আমরা হিমাংশু বাবুকে সেই দিকে দৃষ্টি ফেরাতে অনুরোধ করি।

*

Wild Cargo—রেডিও কোম্পানীর অরণ্য চিত্র। ম্যাডান থিয়েটারে চলছে। Frank Buck এর Bring 'Em Back Alive যাঁরা দেখেছেন এবং দেখে আনন্দ পেয়েছেন, তাঁরা তাঁর এই দ্বিতীয় ছবিখানি দেখেও প্রচুর আনন্দ পাবেন।

Wild Cargo আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্যে পরিপূর্ণ; বহুতর বন্যজন্তুর প্রাণান্তকর যুদ্ধের ছবি এর মধ্যে আছে।

*

Cleopatra ছবিখানি যে এত ভাল হবে তা আশা করি নি। সিসিল মি'ল মস্ত প্রযোজক, তাঁর অনেক ছবিই দেখেছি; কিন্তু "ক্লিওপেট্রা"য় তিনি যেন নিজেকে নিজেই অতিক্রম করেছেন। কী নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে, কী দৃশ্যসংস্থাপনের চমৎকারিত্বে, কী প্রযোজনায় কৌশলে "ক্লিওপেট্রা" একখানি অসামান্য ছবি। প্রথম সুযোগেই পাঠকগণ ছবিখানি দেখে আসবেন—নিঃসন্দেহে দুর্লভ আনন্দ পাবেন।

*

জন্ ব্যারিমূর ভারতবর্ষে এসেছেন। এখন আছেন মাদ্রাজে। শীঘ্রই কলকাতায় আসবেন। জন-এর বাপ এবং ঠাকুর্দ্দা দুজনেই ভারতবর্ষে জন্মেছেন; জন তাই পূর্ব্ব-পুরুষের বাসস্থান দেখতে এসেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ইচ্ছা হয়েছে ভারতবর্ষকে পশ্চাতে রেখে তিনি ভারতের মাটিতে একখানি ছবি তুলবেন। এবং সেইজন্য তার একজন ভারতীয় অভিনেত্রীর প্রয়োজন।

এই সূত্রে দেবিকা রাণীর কথা স্বতই মনে পড়ল।

এ যোগাযোগ যদি সম্ভব হয় তাহলে চিত্রজগৎ এক অভিনব সম্পদ লাভ করবে—তাতে আর সন্দেহ নেই।

*

রাধা ফিল্ম কোম্পানী জানাচ্ছেন :—

পরিচালক শ্রীযুক্ত তড়িৎকুমার বসু এম্-এ "ফুলঝরি" নামে একখানি উর্দ্দু ছু-রীলার কমিক চিত্র শেষ করবার পর সম্প্রতি একটি উচ্চ শ্রেণীর রোমাণ্টিক চিত্রে হাত দিয়েছেন। যুবরাজ ওয়ামাক্ এবং রাজকুমারী এজ্‌রার পৃথিবী-বিখ্যাত প্রেমকাহিনী অবলম্বন ক'রে ছবির গল্পটি গঠিত হয়েছে। লয়লা-মজনু এবং শিরী-ফরহাদের সুখ্যাত লেখক মুন্সী নসর এই গল্পের রচয়িতা। ছবিখানির আপাততঃ নাম রাখা হয়েছে—"সচ্চি মহব্বত"।

*

ম্যাডানের নির্ব্বাক "কপালকুণ্ডলা"র নাম ভূমিকার যশস্বিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী (মিস্ এফি হিপোলেট) এজ্‌রার ভূমিকায় দেখা দেবেন। প্রেমিক যুবরাজের ভূমিকা পাঞ্জাবের গায়ক-অভিনেতা মাষ্টার বসিরের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এবং এঁদের সঙ্গে আছেন আজ্‌মাতবাঈ, আবদুল্লা কাবুলী, ত্রিলোক কাপুর, শ্যামনারায়ণ, এম্-মনজুর প্রভৃতি নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রী।

*

ছবিখানির আলোকচিত্র গ্রহণ করবেন শ্রীযুক্ত গুণে এবং শব্দযন্ত্রের ভার থাকবে ডাঃ রক্ষিত এবং শ্রীযুক্ত পালের উপর।

*

পরিচালক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই "মানময়ী গার্লস্ স্কুলে"র মহলা সুরু ক'রে দিয়েছেন। নায়িকা "নীহারিকা"র ভূমিকায় দেখা দেবেন শ্রীমতী কাননবালা।

*

আস্‌চে শনিবার থেকে "দক্ষ যজ্ঞ" ষষ্ঠ সপ্তাহে পদার্পণ করবে। ছবিখানিতে জনপ্রিয়তার মালমশলা এত বেশী পরিমাণে আছে যে, চিত্রপ্রিয়রা "দক্ষ যজ্ঞ"কে বার বার ক'রে না দেখে থাকতে পারেন না।

*

পরিচালক শ্রীযুক্ত চারু রায়ের "রাজনটী বসন্তসেনা"র বাঙলা সংস্করণ কলিকাতার উত্তরাঞ্চলের কোন একটি জনপ্রিয় চিত্রগৃহে খুব সম্ভবতঃ বড়দিনের আগেই খোলা হবে। ছবিখানি চিত্রজগতে একটি রীতিমত চাঞ্চল্য আনবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

*

হিন্দুস্থান (সাউণ্ড্) ষ্টুডিওজ্ :—

এঁদের প্রথম ছবি—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "ঝড়ের যাত্রী"র শ্যুটিং আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এবং বড়ুয়া ও নিউদের ষ্টুডিওয় কাজ চল্‌ছে পুরোদমেই। ভূমিকায় একটু অদল-বদল করা হয়েছে। শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্যের স্থলে শ্রীশৈলেন পালকে নামানো হয়েছে। নামজাদা কারুচিত্রশিল্পী শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র এঁদের কারুশিল্প-বিভাগের ও প্রচার-শিল্পের ভার পেয়েছেন। আর কিছু নূতন খবর এঁদের কাছ থেকে পাই নি।

ছায়াচিত্রশিল্পী*

(শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস)

[ছায়াচিত্রশিল্পী : কালী ফিল্মস্]

যেদিন আধুনিক সিনেমা জন্মগ্রহণ করলে, সেদিন থেকে ক্যামেরাকে 'ট্রিক্ ফটোগ্রাফী' ও নিজের খামখেয়ালিপনার দিক থেকে অনেক কিছুই ক্ষতি-স্বীকার ক'রে নিতে হ'য়েছে। ছবি কথা কইবার ঠিক আগের কয়েকটা বছর ভালো ভালো ছায়াচিত্রশিল্পীরা অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে এত পরিপক্কতা লাভ করেছিলেন যে. অনেক সময়ে তাঁরাই থাকতেন যে কোন ছবির সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে। এখনও অনেক ইউরোপীয় ষ্টুডিওতে এমন সব ছায়াচিত্রশিল্পী আছেন, যাঁরা নিজেদের ক্ষেত্রে বিখ্যাত পরিচালকদের ভিতর অনেককেই তাঁদের কাছে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করতে পারেন। এঁরা একদিকে যেমন একটি নীরস যন্ত্রের চালক তেম্‌নি অন্যদিকে উঁচুদরের শিল্পী—এঁরা নিখুঁতভাবেই জানেন, কোন একটি দৃশ্যকে কি রকমে দর্শকের চক্ষুর সামনে একটি বিশেষ দিক দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয় এবং আরও

---

* "নাচঘরে"র পূজার সংখ্যার জন্য বিশেষভাবে লিখিত মূল ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

জানেন, আলোকরশ্মির অপরিহার্য্য গুণপনা প্রকাশ ক'রতে হয় কোন্ বিশেষ উপায়ে।

ছায়াছবি যাঁরা তোলেন তাঁরা উচু থেকে নীচু থেকে, চলন্ত অবস্থায় এবং যতরকম সম্ভাব্য অসম্ভাব্য উপায় আছে, সমস্ত ভাবেই ছবি নেন। আগের যুগে সব-রকম অবস্থাতেই ছবি তোলবার সুবিধা ছিল; কিন্তু এখন ছবির কথা-কওয়ার যুগে পরিচালককে ভাবতে হচ্ছে যে, ক্যামেরা তাঁকে সাহায্য করতে পারে না—তাঁরই সাহায্য করা দরকার ক্যামেরাকে। এই 'টকী'র যুগে এই প্রথম পরিচালককে একটা যথার্থ প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। এখন তাঁকে এবং তাঁর সহকারী ছায়াচিত্রশিল্পীকে এমন একটি পথ খুঁজে বার করতে হবে, যাতে ফটোগ্রাফী মাত্র কথোপকথনের দৃশ্যকে তোলবার জন্যে ব্যবহৃত না হয়; পরিচালকের গুণপনার সঙ্গে ছায়াচিত্রশিল্পীর গুণপনার যেন যথেষ্ট সম্বন্ধ থাকে; ক্যামেরা যেন এমন একটি সার্থক পথ খুঁজে পায়, যার দ্বারা সে ফিল্মের বস্তু-নিচয়কে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করতে পারে।

সবাক ছবির ক্রমোন্নতির দিকে যাঁদের সবিশেষ লক্ষ্য আছে, তাঁরা বেশ সুস্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছেন যে, ছায়াচিত্রশিল্পীরা আবার তাঁদের পুরাণো আসন ফিরে পাচ্ছেন। আর কয়েক বছরের মধ্যেই ক্যামেরাকে 'ওয়াইড ফিল্ম'-সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে, নতুন কাঠামের মধ্যে ধরা দিতে হবে—নতুনতম পন্থায় নিজেকে প্রকাশ করতে হবে। এবং নতুনতর গতি এবং নতুন "টোন্ চার্টে"র দাবীকেও স্বীকার ক'রতে হবে। ক্যামেরাকে ছবি-সৃষ্টির গোড়া থেকে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং শেষ অব্দি তা' করতে হবেও। টেকনিক্যাল্ উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে প্রতি পদে-পদে এ পেয়ে আসছে বাধা। কিন্তু ক্যামেরাম্যান আজ পর্য্যন্ত তাঁর বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের জোরে একে সগৌরবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সমস্ত বাধা উপেক্ষা ক'রে। এখন সবাক ছবিতে ক্যামেরার যেমন গুণপনা প্রকাশ পাচ্ছে, ছবি যখন বড় এবং রঙ্গিন্ হবে তখনও ক্যামেরা পেছিয়ে পড়বে না নিশ্চয়ই। তবে পুরাণো পদ্ধতিতে ছবি তোলা নিঃসন্দেহে বিদায় নেবে এবং মনকে সর্ব্বদিক দিয়ে খুসী ক'রতে পারে, এমন এক অভিনব পদ্ধতিকে অবলম্বন ক'রে সকল আক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত হ'য়ে চলমান শক্তি-বিশিষ্ট আলোকচিত্রগ্রহণবিদ্যা নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

এটা কেউই অস্বীকার করবেন না যে, চলচ্চিত্রের মধ্যে ফটোগ্রাফী হ'চ্ছে অপরিবর্ত্তনশীল এবং অপরিহার্য্য অঙ্গ। এবং যখন রঙিন্ ছবির কথাকে আমরা প্রাণের খুসীর রঙে ছুপিয়ে নিয়ে উপভোগ করব, তখনও ক্যামেরার পিছনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁকেই দিতে হবে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন, কারণ চিরকাল ছায়াছবির প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে আসছেন কেবলমাত্র তিনিই।

পাইয়োনীয়ারের "মা"

[শ্রীঅজিত দে]

মাণিকতলার "ছায়া"য় শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর "মা" উপন্যাসের চিত্রসংস্করণ দেখে এলুম। ছবিখানির সিনারিও লেখা হয়েছে সুন্দর। অবশ্য তা যে একেবারে নিখুঁত হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না; কারণ ছবির গোড়ার দিকে মূল উপন্যাস থেকে যেভাবে পরিবর্জ্জন করা হয়েছে, শেষের দিকে কিন্তু ঠিক সেইভাবকে বজায় রাখা হয়নি। ফলে শেষাংশে ছবির গতি হয়ে গেছে যথেষ্ট পরিমাণেই মন্থর এবং সমান কারণেই এর টেম্পো সর্ব্বত্র সমান থাকেনি! ছবির পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষত্ব খুঁজে পেলুম না; বরং তার ভিতর বহু ত্রুটিই দেখতে পাওয়া গেল। যেমন, মুষলধারে পতনমান বৃষ্টির ভিতর দিয়ে বহুক্ষণ ধ'রে দৌড়োবার পরেও হোষ্টেলের মধ্যে অজিত বেশ খট্‌খটে শুক্‌নো জামা-কাপড়েই দেখা দিল; পুকুরপাড়ে সখীর সঙ্গে মনোরমার কথোপকথন দৃশ্যে হংসহংসীদের সাথে অর্দ্ধবিবসনা নারীর জলকেলি যতক্ষণ পারা যায় ততক্ষণ ধ'রেই দেখানো হ'ল, ইত্যাদি। ছবির আলোকচিত্র-গ্রহণের কাজ মোটের উপর ভালোই হয়েছে। শব্দ-গ্রহণ সম্বন্ধে সমান কথাই বলা যেতে পারে।

"মা"-র অভিনয়-বিভাগের কথা মোটামুটি এই।—অরবিন্দের ভূমিকায় আন্‌কোরা নতুন অভিনেতা শ্রীযুক্ত ভাস্কর দেব বিশেষ কোন অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নি। যদিও তিনি তাঁর অভিনয়ের ভিতর একটা বুকফাটা বেদনার ভাব আনতে চেষ্টা করেছেন, তবু তাঁর অনবরত চিবিয়ে চিবিয়ে কথা-কওয়া তাঁর অভিনয়কে রীতিমত একঘেয়ে ক'রে তুলেছে। মনোরমার পিতার ভূমিকাটী ছোট হ'লেও তা বেশ ভালো ভাবেই অভিনীত হয়েছে। বালক-অজিতের ভূমিকায় পরিচালক মশাই অ-বাঙালী মাষ্টার প্রবোধকে মনোনীত না করলেই খুসী হতুম। অজিতের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বিনয় গোস্বামীর অভিনয় এমন কিছু রূপ বা রস সৃষ্টি করতে পারে না, যা মনের মধ্যে দাগ রেখে যায়। তাঁর বাচন (delivery) মন্দ না হ'লেও তাঁর অভিনয়ের মধ্যে অঙ্গভঙ্গীর (expression-এর) নিদারুণ অভাব পরিলক্ষিত হ'ল। নিতাইয়ের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় মন্দ অভিনয় করেন নি!

স্ত্রী-ভূমিকার ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হয়েছে মনোরমার চরিত্রে শ্রীমতী পদ্মাবতীর অভিনয়। যদিও তাঁর মুখশ্রী সময় সময় ক্যামেরার গুণে দৃষ্টিকে আহত করেছে, তবু তাঁর অভিনয় হয়েছে চমৎকার—অতি চমৎকার। পতিপরায়ণা, স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রী এবং স্নেহময়ী মাতার যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তাঁর অভিনয়ের ভিতর দিয়ে, তা হয়েছে যথার্থ-ই উপভোগ্য এবং হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু ব্রজরাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী কাননবালার অভিনয়কে আমরা সমান প্রশংসা দিতে পারলুম না। ব্রজরাণীর চরিত্রগত দাম্ভিকতা ও বিপত্নী-বিদ্বেষকে তিনি আদৌ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। মাত্র শেষের দিকে যখন ব্রজরাণীর নারী-হৃদয়ে মাতৃত্বের ছোঁয়াচ লাগল, তখনই তাঁর অভিনয় অনেকখানি সাফল্যলাভ করতে পেরেছিল। এ ছাড়া অপর কোন স্ত্রী-ভূমিকার উল্লেখের প্রয়োজন নেই!

পরিশেষে স্বীকার করতে বাধা নেই, পাইয়োনীয়ার কোম্পানী তাঁদের "ধ্রুব" দেখিয়ে যে দুর্নাম কিনেছিলেন, "মা"-ছবিতে তার কতকাংশ তাঁরা মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন।

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কোহিনুর থিয়েটার

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র, অপরেশবাবুর আসিবার পর ন্যাসান্যাল থিয়েটার হইতে আসিয়া শরৎবাবুর সহিত মিলিত হন। ক্ষেত্রমোহনবাবুও শরৎবাবুকে বিশেষ করিয়া বলেন,—'যদি নূতন থিয়েটার সু-প্রতিষ্ঠিত করিতে চান,—তাহা হইলে যেমন করিয়াই হউক, আগে গিরিশবাবুকে লইয়া আসুন।" সে সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের নূতন ঐতিহাসিক নাটক 'ছত্রপতি শিবাজী'র মহলা চলিতেছে। গিরিশবাবুর মনোভাব বুঝিবার নিমিত্ত শরৎবাবু ক্ষেত্রমোহনবাবুকে পাঠাইলেন। গিরিশবাবু প্রথমে আসিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু শরৎবাবুর উত্তেজনায় এবং ক্ষেত্রমোহনবাবু এবং অপরেশবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং অন্যান্য নানা কারণে সর্ব্বশেষে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি বলিলেন, "এখন আমার আর সে বয়স নাই—সে স্বাস্থ্যও নাই,—আমি একা গিয়া কি করিব? তোমরা প্রথমে একটা দল খাড়া করো। বাজী জিতিতে হইলে যেমন ভাল সোয়ার চাই, ঘোড়াও সেইরূপ চাই।"

মিনার্ভা থিয়েটারকে দাবাইয়া দিয়া নূতন থিয়েটার খুলিবার জন্য সে সময়ে শরৎবাবুর মস্তিষ্ক উত্তপ্ত। শরৎবাবুর সাহচর্য্যে অপরেশবাবু এবং ক্ষেত্রমোহনবাবুরও একটা উন্মাদনা আসিয়াছে। ফলে শরৎবাবুর অর্থ এবং ইঁহাদের অধ্যবসায়-বলে নব নাট্যযজ্ঞের আয়োজন পূর্ণ উদ্যমেই চলিল। রজতখণ্ডের প্রচণ্ড প্রবাহে সমস্ত থিয়েটারগুলিরই ভাঙ্গন ধরিল।

'প্রতাপাদিত্য' নাটক লিখিয়া পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের তখন খুব নাম,—তিনি কলেজের প্রফেসরি ছাড়িয়া দিয়া তখন ষ্টার থিয়েটারের পাকা নাট্যকার হইয়াছেন,—বহু চেষ্টায় এবং উচ্চ বেতন দিয়া তাঁহাকে ষ্টার থিয়েটার হইতে ভাঙ্গানো হইল।

ন্যাসান্যাল থিয়েটার হইতে শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে একহাজার এবং সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিক্ষক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)কে পাঁচশত টাকা বোনাস দিয়া আনা হইল। ক্ষেত্রমোহনবাবুকেও পাঁচশত টাকা দিতে হইয়াছিল। প্রখ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া সত্বর নূতন দল বসাইতে ইঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। কেবলমাত্র কোহিনুর থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় নহে, বহু নূতন থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় বহুবার তিনি তাঁহার বিপুল অধ্যবসায় এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

মিনার্ভা থিয়েটার হইতে সুবিখ্যাত অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসীকে এক হাজার, শ্রীযুক্ত মন্মথ পাল (হাঁদুবাবু), মনীন্দ্রনাথ সান্যাল (মণ্টুবাবু) এবং কিরণ বালাকে পাঁচশত টাকা দিয়া ভাঙ্গানো হইল। দুইশত, দেড় শত টাকা বোনাস অনেকেই পাইল। তাহার পর স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)কে মিনার্ভা হইতে খসাইতে তিন হাজার টাকা দিতে হইল। সর্ব্বশেষে দশ হাজার টাকা বোনাস প্রদানে গিরিশচন্দ্রকে ম্যানেজার করিয়া আনিয়া শরৎবাবু তাঁহার নাট্যযজ্ঞ-আয়োজন করিলেন। মিনার্ভা হইতে সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী পরলোকগতা সুশীলাসুন্দরীকেও আনা হয়, কিন্তু মিনার্ভার সহিত তাঁহার তিন বৎসরের এগ্রিমেন্ট ছিল। তখনও মিয়াদ ফুরাইতে এক বৎসরের অধিক বিলম্ব থাকায়, মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ হাইকোর্ট হইতে ইনজাংসন বাহির করিয়া সুশীলাসুন্দরীর কোহিনুরে যোগদান বন্ধ করিয়া দেন। সুশীলা বাধ্য হইয়া বাড়ীতে বসিয়া মাসে মাসে কোহিনুর থিয়েটার হইতে বেতন পাইতে থাকে। শরৎবাবুর মৃত্যুর পর কোহিনুরের তাৎকালীন সত্বাধিকারী আরও কিছুদিন বেতন দিয়া পরে বন্ধ করিয়া দেন।

গিরিশচন্দ্রকে আনিতে কি রূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, অপরেশবাবু তাঁহার 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে সরস ভাষায় এইরূপ লিখিয়াছেন—"গিরিশবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের কথাবর্ত্তা হয়, সে সময় ষ্টারও গিরিশচন্দ্রকে দলে পাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। মিনার্ভার মহেন্দ্রবাবু তো গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে ধন্না দিয়াছিলেন, পাছে বিপক্ষদল তাঁহাকে ছিনাইয়া লয়। গিরিশবাবুকে ভাঙ্গাইয়া কোহিনুর থিয়েটারে আনিবার মূল পাণ্ডা ক্ষেত্রবাবু ও আমি। আমরা নিরিবিলি কথা কহিব বলিয়া গিরিশবাবুর বাড়ীতে গিয়া দেখি—মহেন্দ্রবাবু আসর জমাইয়া বসিয়া আছেন। আমরা বেগতিক দেখিয়া—উপরে উঠিবার সিঁড়ির পাশের গোয়াল ঘরে আশ্রয় লইলাম। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে মহেন্দ্রবাবু উঠিলেন, আমরা ভাবিলাম এইবার গিয়া আসর দখল করিব। ও হরি! মহেন্দ্রবাবুর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে খবর আসিল, ষ্টারের হরিবাবু আসিতেছেন। রাত্রি অমাবস্যা কি না মনে নাই, নক্ষত্র অশ্লেষা কি মঘা জানি না, কিন্তু সেই সিঁড়ির পাশে পরিত্যক্ত গোয়াল—নিষ্প্রদীপ নিস্তব্ধ! সেখানে আমি এবং ক্ষেত্রবাবু এই দুইটী প্রাণী, আর অসংখ্য মশা! বাগবাজারের সবই কি বড়—এক একটা মশা মৌমাছির চেয়েও বৃহৎ, সিগারেটের ধোঁয়ায় তাহাদের আর কত তাড়াইব? রাত্রি দশটা হইতে ক্রমে একটা বাজিল—মহেন্দ্রবাবু গেলেন, হরিবাবু গেলেন। আমরা বসিয়া মিনিট ঘণ্টা গণিতেছি—এক এক জনের যাওয়া আসা তো নয়! আমাদের বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে—গিরিশবাবুকে কে দলে টানিয়া লয়! ষ্টারে যান, কি মিনার্ভায় থাকেন? বনে কি পর্ব্বত-গুহায় তপস্যা কি এর চেয়েও কঠোর?—হায় থিয়েটার করিবার বাতিক! তুমি সেই 'প্যাণ্ডোরা'র মশা তাড়ানো হইতে কোহিনুরের পর্ব্ব পর্য্যন্ত এক ভাবেই আছ! যাহা হউক, এ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিলাম আমরাই! গিরিশবাবু ষ্টারে গেলেন না, মিনার্ভাও রাখিতে পারিল না, আমরা তাঁহাকে দশহাজার টাকা বোনাস ও বেতন মাসিক পাঁচ শতে রাজি করাইয়া কোহিনুরে আনিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলাম।"

নূতন নাট্যালয়ের নাম হইল—কোহিনুর থিয়েটার। আষাঢ় মাসের (১৩১৪ সাল) শেষভাগে আসিয়া গিরিশচন্দ্র কার্য্যভার গ্রহণ করেন। যখন তিনি যোগদান করিলেন, তখন বাটীর সংস্কার কার্য্যও শেষ হয় নাই। দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি সকলই অভাব। সুবিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'চাঁদবিবি' নাটক লিখিতেছেন, তাহারও শেষাঙ্ক তখন অসম্পূর্ণ। গিরিশচন্দ্রের বিপুল উদ্যমে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণে অনিয়ম-প্রক্ষিপ্ত সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিল। কার্য্যের সত্বরতা বশতঃ 'চাঁদবিবির' বাকী অংশ তিনি স্বয়ং লিখিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া ল লেন,* এবং দিবারাত্র রিহারস্যাল দিয়া সম্প্রদায়কে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। বঙ্গনাট্যশালার আদি ষ্টেজ ম্যানেজার ধর্ম্মদাসবাবু, গিরিশচন্দ্রের উপদেশ ও সাহায্য দ্বিগুণ উৎসাহে বাটীর সংস্কার-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। সকল দিকেরই সুব্যবস্থা হইল। সম্প্রদায়স্থ সকলেই গিরিশচন্দ্রের উৎসাহে উৎসাহান্বিত যে কোন উপায়ে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া শ্রাবণ মাসের মধ্যেই থিয়েটার খুলিতে হইবে, কারণ—কোনও শুভ কার্য্যানুষ্ঠান ভাদ্রমাসে হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে স্বত্বাধিকারীকে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কর্ম্মবীর গিরিশচন্দ্রের নিকট কোন কার্য্যই অসাধ্য নহে। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পালিত কেশ বৃদ্ধ যুবকের ন্যায় অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেছেন দেখিয়া সকলেই পরমোৎসাহে স্ব স্ব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

---

* 'ক্ষীরোদবাবু প্রায় একমাসের মধ্যেই 'চাঁদবিবি'র চতুর্থ অঙ্ক শেষ করেন, কিন্তু পঞ্চম অঙ্কের কয়েকটি খণ্ডিত দৃশ্য ছাড়া আর কিছু লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই পঞ্চম অঙ্কের পর গিরিশবাবুকে লইতে হইয়াছিল।" রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর। ১৯৪ পৃষ্ঠা।

—রঙমহল—

৭৬।১ কর্ণওয়ালিস [illegible] ফোন—বড়বাজার ২৪৪৫

—আমাদের [illegible] লিকা সর্ব্বজনকাম্য—

শনিবার ১৭ই নভেম্বর রাত্রি ৭ ঘটিকায়

হাসি অশ্রুর মিশ্রণে অপূর্ব্ব আলেখ্য

═কাজরী═

জীবনে যাহারা বৈচিত্র চান—এই নাটকখানি দেখিয়া তাঁহারা সত্যই তৃপ্তিলাভ করিবেন।

"কাজরী" কলুষিত মনকে করিবে ক্ষুব্ধ,
রসিককে করিবে উল্লসিত।

রবিবার ১৮ই নভেম্বর ম্যাটিনী ৩।০ টায়

—অভিনব সামাজিক চিত্র—

═বাঙলার মেয়ে═

আখ্যায়িকা—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
নাট্যরূপ—যোগেশ চৌধুরী

বাঙলার ফল, জল, আকাশ, বাতাসের মতোই
"বাঙলার মেয়ে" আপনার জীবনকে মধুময় করিবে।

হিন্দুস্থান (সাউণ্ড) ষ্টুডিও

প্রথম অবদান
শ্রীহেমেন রায়ের

ঝড়ের যাত্রী

অভিনেতা ও অভিনেত্রী

চন্দ্রাবতী
নিভাননী
নগেন্দ্রবালা
রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
শৈলেন পাল
ললিত মিত্র
সন্তোষ দাস
শৈলেন চৌধুরী

চিত্রকার—
হেমচন্দ্র চন্দ্র (বি, এন, সরকারের সৌজন্যে)

সুরশিল্পী ও নেপথ্য সঙ্গীত—
কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণ ও রঞ্জিত রায়

আলোক শিল্পী—
দেবী ঘোষ

শব্দযন্ত্রী—
শম্ভু সিং (বড়ুয়া পিকচার্স লিঃ)

কারু ও প্রচার বিভাগ—
সদ্ধেশ্বর মিত্র

ক্রাউনে

দক্ষ-যজ্ঞ

সগৌরবে পঞ্চম
সপ্তাহ চলিতেছে

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ—
অহীন্দ্র চৌধুরী,
ধীরাজ,
রবি রায় ও চন্দ্রাবতী

শীঘ্রই আসিতেছে
রাধা ফিল্মের

রাজ-নটী

বসন্তসেনা

মুক্তির তারিখের
প্রতীক্ষায় থাকুন

নাট্য নিকেতন

রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট] [ফোন নং বি বি ৯৫১

অধ্যক্ষ শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

শনিবার ১৭ই নভেম্বর রাত্রি ৭ টায়
পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪ টায়

অপরেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান

═মা═

শেষ রজনী শেষ রজনী

দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী
পুণঃস্বাস্থ্যলাভ করিয়া অরবিন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রণীত
নূতন নাটক

চক্রব্যূহ

প্রথম অভিনয়, শুক্রবার ২৩শে নভেম্বর রাত্রি ৭ টায়

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

৭ই অগ্রহায়ণ
১৩৪১

কলালাপ

শরৎচন্দ্র দুঃখপ্রকাশ করেছেন—"নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোইন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী ত' নজরে পড়ে না।"—

*

শুনলুম, তাঁর এই আক্ষেপোক্তি রঙ্গালয়-সংশ্লিষ্ট অনেকেরই মর্ম্মপীড়ার কারণ হয়েছে। এঁদের কেউ কেউ নাকি এমন কথাও বলেছেন যে, একখানি মৌলিক নাটক লেখবার পরে এমন ধারা কথা বলা তাঁর পক্ষে অধিকতর সমীচীন হ'ত। মৌলিক নাটক যে তিনি আজও অবধি লেখেন নি, তার একমাত্র বৈধ কারণ হচ্ছে, নাটক লেখবার তাগিদ তাঁর অন্তরে আজও পর্য্যন্ত এসে পৌঁছোয় নি। সত্যিকারের তাগিদ,—যাকে সাহিত্যের শুদ্ধ ভাষায় বলা হয়, অন্তরের প্রেরণা—তা যদি তাঁর ভিতর জাগত, তা হ'লে তাকে তিনি কোনমতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন না, নাটক তাঁকে লিখতে হোতই হোত, বাহিরের বিবিধ কারণের অজুহাতে তাঁর নাটক লেখা বন্ধ থাকত না। অতএব নাটক লিখতে জানার সপক্ষে তিনি যত রকমই যুক্তি উপস্থাপিত করুন না কেন, তাদের আমরা নির্ব্বিচারে মাথা পেতে মেনে নিতে পারছি না এবং আজও পর্য্যন্ত তিনি একখানিও মৌলিক নাটক লেখেন নি, এই একমাত্র যুক্তিই তাঁর সকল যুক্তিকে পরাস্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট ব'লেই আমরা মনে করি।

*

"রাজনটী বসন্তসেনা"র নাম-ভূমিকায়
শ্রীমতী বীণা

আর একদল রয়েছেন, যাঁরা বর্ত্তমানের নাটমহলে "শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী"র অভাবের অভিযোগকে সত্য ব'লে স্বীকার করেন না। বিশেষ ক'রে অভিনেতা যে নেই, এমন কথা শরৎচন্দ্র বিনা দ্বিধায় কি ক'রে যে ব'লে ফেল্লেন, তা তাঁরা কিছুতেই ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছেন না। তাঁরা জিজ্ঞাসা করছেন, শিশিরকুমার, অহীন্দ্রভূষণ, নরেশচন্দ্র, মনোরঞ্জন, যোগেশচন্দ্র প্রভৃতিকে শরৎচন্দ্র কি 'শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা' ব'লে মানতে চান না? তাঁরা বিস্ময়-প্রকাশ করছেন এই ব'লে যে, "জীবানন্দ"-বেশী শিশিরকুমারকে শরৎচন্দ্র এত সহজে বিস্মৃত হলেন কি ক'রে?—

*

শরৎচন্দ্রের লেখার বিরুদ্ধে এই ধরণের মতবাদকে আমরা গুঞ্জরিত হ'তে শুনেছি, যদিও অনেক গর্জ্জন সত্ত্বেও অভিনেতা-অভিনেত্রী বা থিয়েটার-ওয়ালাদের পক্ষ থেকে আজও অবধি একখানিও প্রতিবাদ-লিপি ছাপার হরফে কোনও পত্রে প্রকাশিত হ'তে দেখিনি। কিন্তু এই পুঞ্জীভূত প্রতিবাদ যদি সত্যিই কোনদিন ব্যক্ত হয়ে পড়ে, তা হ'লেও সেদিন শরৎচন্দ্র তার উত্তরে তাঁর মুখ খুলবেন কিনা, জানিনা। কারণ যথা বা অযথা—বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হবার মত মতিগতি তাঁর ভিতর সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না, একথা আমাদের জানা আছে। কাজেই দূরের কথা দূরে রেখে বর্ত্তমানে আমরা শরৎচন্দ্রের লিখিত "নাটক লিখিনা কেন?"—শীর্ষক নিবন্ধের হ'লে-হ'ন্তে-পারে প্রতিবাদ

নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা ক'রে আর-কিছু না হোক নিজেদের হস্তকণ্ডূয়নবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করব।—

•

'নাটক হয়ত' আমি লিখতে পারি'—এই সুসংবাদ যখন শরৎচন্দ্র নিজের হাতে লিখে জানিয়েছেন, তখন তাঁর নাটক লেখবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ আমরা খুঁজে পাইনা। যদি থিয়েটারওয়ালারা বলেন, দেনা-পাওনা, পল্লীসমাজ, বিজয়া প্রভৃতির নাট্যরূপ গঠনের সময় 'রঙ্গমঞ্চে কি চল্‌বে এবং চল্‌বেনা', 'কোন্‌টুকু নাটক এবং কোন্‌টুকু নয়' প্রভৃতি থিয়েটারী-জ্ঞান দেবার জন্যে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে তাঁদের বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল, তা'হ'লে তার উত্তরে আমরা এই কথাই বলব যে, উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া নূতন নাটক লেখার থেকে ঢের বেশী কঠিন কাজ উপন্যাসকারের নিজের কাছে। একটা গল্পকে উপন্যাসের ভিতর দিয়ে বলা এবং নাটকের ভিতর দিয়ে বলা—এই দুই কাজ দুই ভিন্ন টেক্‌নিক্‌কে অবলম্বন ক'রে সাধিত হয়। যে গল্পকে একবার উপন্যাসের আকারে গঠন করা হয়েছে, তাকেই আবার নূতন ক'রে নাটকের ছাঁচে ঢালা উপন্যাসকারের পক্ষে ঠিক ততখানি কঠিন ব্যাপার, যতখানি হচ্ছে একজন কুম্ভকারের কাছে একটি কাঁচা মাটির কলসীকে ভেঙে নূতন ক'রে কুঁজোয় পরিণত করা। বিশেষ শরৎচন্দ্রের মত একজন পাকা আর্টিষ্ট, যিনি প্রতিটি কথাকে ওজন ক'রে লেখেন এবং অন্তরের সমস্ত দরদকে উজাড় ক'রে, প্রাণের তাজা রক্তকে বিন্দু বিন্দু ক'রে পাত ক'রে যাঁর হাতের এক একটি লাইন বেরোয়, তিনি—নিজের সৃষ্টিকে ভেঙে চুরে নতুন ক'রে গ'ড়তে যে খুব বেশী বেগ পাবেন, এত' জানা কথা; এ ব্যাপারে যে গড়ায় আনন্দের চেয়ে ভাঙার দুঃখটা তাঁর অন্তরকে বেশী ক'রে আঘাত দেয়।

•

কিন্তু আজ যদি তাঁর কাছে গিয়ে আমরা বলি, আপনাকে আমাদের জন্যে একখানি আন্‌কোরা নতুন নাটক লিখে দিতে হবে, তা' হ'লে তিনি যে একটি গল্পকে উপন্যাসের আকারে না ভেবে নাটকের আকারেই গোড়া থেকে ভাবতে পারবেন না, এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় কি ক'রে? স্বীকার করি, শরৎ-প্রতিভা আজ পর্য্যন্ত বিকশিত হয়েছে উপন্যাসের ভিতর দিয়েই। এবং কাল থেকে যদি তাঁকে নতুন ক'রে নাটক-লেখার পথে পা বাড়াতে হয়, ত' হ'লে প্রথম প্রথম তাঁর হয়ত' কিছু বাধো-বাধোই ঠেকবে; চিরাভ্যস্ত রীতিকে একদিনে পরিত্যাগ করা নিশ্চয়ই সহজ নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসই বহুল পরিমাণে নাটকীয়তায় সমাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে; তাঁর সৃষ্ট অধিকাংশ চরিত্রই ফুটে উঠেছে তাদের নিজেদের কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়েই, তারা ঔপন্যাসিকের চরিত্রব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী হয়ে ব'সে থাকেনি। তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাস হচ্ছে ডায়ালোগ্‌-প্রধান এবং সে ডায়ালোগ্‌ এত জোরালো, স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনই মিষ্টতামাখা যে, মাত্র এই ডায়ালোগের গুণেই শরৎচন্দ্র আজ আমাদের হৃদয়কে এমন সুনিবিড়ভাবে অধিকার ক'রে রয়েছেন। কাজেই নাটক লেখবার পক্ষে যেটি 'অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু', তা যে শরৎচন্দ্রের হাতের মুঠোর ভিতরেই রয়েছে, একথা অস্বীকার করা সহজ নয়। চরিত্র বা ঘটনা-সৃষ্টিতেও যে তিনি কম পটু নন, এ জিনিষও নতুন ক'রে শোনাবার দরকার দেখি না। কিন্তু তবুও তাঁর নাটক লেখবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ ওঠে কেন?

•

অন্তরের তাগিদ্‌ বা প্রেরণা?—নিজেকে প্রকাশ করবার প্রেরণা অন্তর থেকে না জাগলে যে আর্টিষ্ট হওয়া যায় না, এ কথা মানি। কিন্তু বিশেষ ক'রে নাটক লেখবার জন্যে যে আলাদা রকম কোন প্রেরণার দরকার, তা তো আমাদের মনে হয় না। মাথায় যদি এমন গল্প আসে, যাকে উপন্যাস বা নাটক, দুই আকারেই প্রকাশ করা যায়, তা'হ'লে তাকে উপন্যাসের রূপ না দিয়ে নাটকের রূপ দেওয়া কি খুব-বেশী শক্ত? আজকের দিনে নাটক লেখবার যখন কোনই একটা বাঁধা-ধরা টেক্‌নিক্‌ বা ব্যাকরণ নেই, ট্রাজিডি বা কমেডির পুরাতন ভেদাভেদও যখন লুপ্তপ্রায়, যখন নাটক মানে হচ্ছে Life in conflict and action এবং তার বেশী নয় এবং সে conflict বা action মাত্র বহির্জগতের না হয়ে বেশীর ভাগ মনোজগতেরই, তখন মনোরাজ্যের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টিকারী, ওস্তাদ গল্পলিখিয়ে শরৎচন্দ্র নাটক লেখবার বেলাতেই কেন যে হ'টে যাবেন, তা বুঝে ওঠা দুষ্কর। দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভিতর দিয়ে গল্পকে কেমন ক'রে এক অবশ্যম্ভাবী climax-এ নিয়ে গিয়ে তুলতে হয়, জগতের সবরকম সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত শরৎচন্দ্রের যে সে-আর্ট্‌টা ধাতস্থ ক'রতে দেরী লাগবে, এ-রকম মনে করায় বাহাদুরী থাকতে পারে, কিন্তু হেতু নেই একটুও। যে-কারণে তিনি আজও পর্য্যন্ত একখানিও নাটক লেখেননি, সেই কারণে তিনি নাটক লিখতে অক্ষম, এ যুক্তিকে যদি মেনে নিতে হয়, তা' হ'লে শরৎচন্দ্র যখন উপন্যাস লিখতে সুরু করেন নি, তখন যদি কোন ভদ্রলোক রায় দিতেন, যে-হেতু ইনি এখনও অব্দি একখানিও উপন্যাস লেখেননি, সেহেতু ইনি কোনও দিনই ঔপন্যাসিক হ'তে পারবেন না, তাঁর সেই-রায়কেও মাথা পেতে আমাদের মেনে নেওয়া উচিত ছিল। নাটক অভিনীত না হ'লে নাটকের দামই নেই, অন্ততঃ লেখক বেঁচে থাকতে, এবং নাটক অভিনয় করাবার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, নাটকের চেয়ে উপন্যাস লিখলে আজকের দিনে নাম এবং পয়সা—দুইই আছে বেশী, এম্‌নি ধারা নানা কারণেই শরৎচন্দ্র আজ ঔপন্যাসিকই হয়েছেন, নাট্যকার হন নি—একথা স্বীকার ক'রলে কোন মারাত্মক রকম অপরাধ হয় ব'লে ত' মনে ক'রতে পারছি না।

•

Mental urge বা অন্তরের প্রেরণা না থাকলে যে নাট্যকার হওয়া যায় না, এমন কথা স্বীকার করি কি ক'রে? আমাদের বাঙলাদেশের গিরিশচন্দ্র বা অমর নাট্যকার সেক্সপীয়ার—এঁদের দু'জনের জীবন-চরিতই বলে যে, বাহিরের তাগিদেই এঁরা নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, অন্তরের তাগিদে নয়। এ ছাড়া দেহে যৌবনের জোয়ার যখন প্রবহমান থাকে, সেইটেই কবি হওয়ার প্রকৃষ্ট সময় হ'লেও মন যখন পরিপক্ক হয়, জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যখন বাড়ে, মনের ভিতর রস যখন দানা বাঁধে, তখন—মাত্র তখনই নাটক লেখায় হাত দেওয়া উচিত। জগতের প্রায় সকল নাট্যকারেরই ভাল রচনাগুলি অধিক বয়সের লেখা। দেহে বার্দ্ধক্য ধরবার সঙ্গে সঙ্গে মনও যদি বুড়িয়ে যায়, সৃষ্টির উৎস যদি শুকিয়ে আসে, তা'হ'লে তখন নাটক কেন, কোন-কিছুই লেখা চলেনা; অন্ততঃ লিখলে তা যে ভালো হবেনা, একথা জোর ক'রেই বলা যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মন যে এরই মধ্যে মৃত হবার জোগাড় করছে, একথা আমরা বিশ্বাস ক'রতে প্রস্তুত নই। কাজেই শরৎচন্দ্র এখনও নাটক লিখতে পারেন, বেশ ভালো ভাবেই পারেন এবং তাঁকে যদি একবার নাটক লিখতে সুরু করানো যায়, তা'হ'লে অতি-শীঘ্রই তিনি একজন [illegible]ষ্ঠ নাট্যকার ব'লে পরিচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের অপরিমেয় দৈন্যও যে অনেকখানি ঘুচে যাবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে এবং বেশ দৃঢ়ভাবেই।

•

বাঙলাদেশে 'শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী' নেই, এ কথাও কি একেবারেই মিথ্যে? নাটকের মাত্র হিরোইন কেন, হিরো সাজবার জন্যেও একজনও নট ত' আজকের রঙ্গজগতের ভিতর খুঁজে পাই না। 'ষোড়শী'তে জীবানন্দ সেজেছিলেন শিশিরকুমার এবং তাঁর অভিনয় হয়েছিল চমৎকার। এবং জীবানন্দ হচ্ছে নাটকের এমন নায়ক, যার বয়েসের হিসেবের দরকার নেই। তাই ও-ভূমিকায় শিশিরকুমারকে মানালো, কি মানালো না—এ-কথা উঠতেই পায়নি। কিন্তু 'রমা'য় রমেশের ভূমিকায় প্রৌঢ় শিশিরকুমার যে মাত্র অনন্যোপায় হয়েই অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এ-কথা তাঁর অভিনয় দেখতে দেখতে আমরা বারংবার মনে ক'রতে বাধ্য হয়েছিলুম। আজ বাঙলা রঙ্গমঞ্চে যে-ক'জন প্রতিভাধর অভিনেতা আছেন, তাঁদের দ্বারা বিশেষ বিশেষ টাইপ চরিত্র খুব ভালোভাবে অভিনীত হওয়া সম্ভব হ'লেও তাঁদের ভিতর একজনও প্রেমিক-নায়ক সাজবার যোগ্য দৈহিক সম্পদের অধিকারী নন। এমন কি 'রঙ্‌মহলে'র নূতন নায়ক শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও জোর গলায় তাঁর চেহারার গর্ব্ব ক'রতে পারেন না। তারুণ্যের ছাপ এখনও যে-ক'টি অভিনেতার শরীরে রয়েছে, তাঁরা আবার অভিনয়-ক্ষমতার দিক দিয়ে এতই দীন যে, তাঁদের দ্বারা নায়কের ভূমিকা অভিনয় করাবার চেষ্টা নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। দর্শনডালিওলা অভিনেত্রী ত' বর্ত্তমানে একটির বেশী দু'টি নেই এবং emotinal নায়িকা সাজা আজও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। তার ওপর আজ এমন একটিও নাট্য-সম্প্রদায় নেই, যাঁরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারেন,' 'আমাদের দ্বারা যে-কোনও বইয়ের সুষ্ঠু অভিনয় হওয়া সম্ভব।' এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আক্ষেপোক্তিকে অস্বীকার করার দুঃসাহস আসে কোথা থেকে, তা তো আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

*

এ হপ্তায় নাট্যজগতে দু'টি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘট্‌বে। এক, শুক্রবারে 'নাট্যনিকেতনে' 'চক্রব্যূহ'র অভিনয় থেকে আমরা জানতে পারব, রসজ্ঞ নট-শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা কতখানি। আর দুই, শনিবারে 'নব-নাট্যমন্দিরে' শচীন্দ্রনাথের 'দশের দাবী' অভিনীত হবার পর বোঝা যাবে, গতানুগতিককে ত্যাগ ক'রেও বাঙলা দেশে সামাজিক নাটক লেখার পথ খোলা আছে কিনা? আমরা এই দুই দ্রষ্টব্য ব্যাপারকে যথাসম্ভব চোখ খুলে দেখবার জন্যে আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি।

*

সংবাদদাতা জানাচ্ছেন :—

গত ২রা নভেম্বর শুক্রবার রাত্রি ৭॥টায় শ্রীযুক্ত হরিধন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "দীনবন্ধু সম্মিলনী"র সভ্য ও সভ্যাগণ বেতারে রবীন্দ্রনাথের "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকটি অভিনয় করেছিলেন। অভিনয় বেশ ভালই হয়েছিল। "ধনঞ্জয় বৈরাগী"র ভূমিকায় পরিচালক শ্রীযুক্ত হরিধন মুখোপাধ্যায় তাঁর সুস্পষ্ট বাণী ও সঙ্গীতে শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করেছিলেন। এর পরেই নাম করা যেতে পারে "বসন্তরায়ে"র।—এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীজটাধর পাইন। এঁর গান ক'খানি সব চেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছিল। এঁদের পর "উদয়াদিত্যে"র ভূমিকায় কুমারী কণক সরকারের ও "মন্ত্রী"র ভূমিকায় শ্রীসুধাংশু চট্টোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে। স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে "বিভা"র ভূমিকায় কুমারী প্যান্সি বসুর নামই উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু সম্মিলনীর যন্ত্রসঙ্গীতও সে রাত্রে সকলকে খুব আনন্দ দিয়েছে। শ্রীপরিতোষ শীল ও শ্রীঅসিতকুমার ঘোষাল এর পরিচালনা করেছিলেন।

গান

[শ্রীঅখিল নিয়োগী]

হেথা জেগে কে গো একাকিনী বাসিতে ভালো—
হেথা প্রাণে-প্রাণে দীপ-শিখা জ্বালিতে আলো!
হেথা আঁখি দুটি ছল-ছল কার বল না—
হেথা তব পথ চেয়ে চেয়ে একা ললনা!
হেথা মুছে যাবে যার যতো মনেরি কালো!

হেথা মনে-মনে রঙ্‌ নিয়ে ফাগুয়া খেলা—
হেথা চাঁদ-জাগা-রাতে কত মনেরি মেলা!
হেথা ভাঙা-মন জোড়া লাগে মায়া-কাননে—
হেথা কার মুখ জাগে সদা কার আননে?
হেথা মন-চোরে ভয় যদি আসিবি না লো!

চিত্রপুরী

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্রপরিচয়ঃ Good Dame (প্যারামাউন্ট)

প্রধান ভূমিকায়ঃ সিল্‌ভিয়া সিড্‌নী ; ফ্রেড্‌রিক মার্চ।

কাল থেকে এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে সুরু হবে।

*

সিল্‌ভিয়া সিড্‌নী ও ফ্রেডরিক মার্চ-এর সুঅভিনয়ের গুণে এই ছবিখানি যারপরনাই উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে। এই দুই অভিনেতৃর অভিনয়ে এমন একটা আন্তরিকতা ফুটে ওঠে, যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

সিল্‌ভিয়া সিড্‌নীর অভিনয়ের সব চেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁর সুচারু নমনীয়তা ; এই নমিতাঙ্গী মেয়েটির মিষ্টি কথা এবং কমনীয় অভিব্যক্তির মধ্যে এমন একটি আবেদন আছে, যা মনকে স্পর্শ না ক'রে পারে না।

ফ্রেডরিক মার্চের অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা নতুন ক'রে বলবার প্রয়োজন নেই ; যে ক'জন তারকা-অভিনেতা আজ হলিউডের আকাশে সব চেয়ে দীপ্যমান, ফ্রেডরিক মার্চ তাদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং আশা করা যায়, এঁদের দুজনের সম্মিলিত অভিনয় দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করতে সক্ষম হবে।

*

Good Dame ছবিতে ফ্রেড্‌রিক মার্চ একটি নতুন ধরণের ভূমিকা নিয়েছেন। ভূমিকাটি হচ্ছে এক নিম্ন শ্রেণীর কার্ণিভালের লম্পট ছোক্‌রা— মেয়েদের চিত্ত জয় করতে যাকে বেগ পেতে হয় না মোটেই। যে-সব মেয়ের সঙ্গে তার কারবার, সিল্‌ভিয়া সে ধরণের মেয়ে নয় ; তাই প্রথমে দুজনের মধ্যে ভাব জম্‌বার অবকাশ পায় না ; পরে নানা ঘটনা-বিপর্য্যয়ের ভিতরে পরস্পরের ভালোবাসা রূপলাভ করে। একজন good dame এবং এক bad boyএর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ঘটেছিল, এই ছবিতে নানা চিত্তাকর্ষক ঘটনার সাহায্যে সেই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো হয়েছে।

মেরিয়ন জেরিং ছবিখানি পরিচালনা করেছেন। স্যাম্‌ হেল্‌ম্যান সংলাপ রচনা করেছেন ; সংলাপগুলির ভিতর রসসৃষ্টির প্রচুর পরিচয় ফুটে উঠেছে।

*

আগামী শনিবার (১লা ডিসেম্বর) থেকে এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে প্যারামাউন্টের Belle of the Nineties দেখানো হবে। স্বনামধন্যা অভিনেত্রী মে ওয়েষ্ট এই ছবির নায়িকা। আগে এর নাম ছিল—It aint no Sin ! পরে নাম বদলানো হয়েছে।

ছবিখানি হলিউডে অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। আস্‌ছে বারে এই ছবির বিশদ পরিচয় দেব।

*

হলিউড পত্রিকাঃ

Photoplay Gold Medal হলিউডের একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার। Photoplay মাসিকপত্রের অধ্যক্ষেরা বৎসরের শ্রেষ্ঠ ছবিকে এই পুরস্কারটি বছর বছর প্রদান করেন। পাঠকগণই নিজেদের ভোটের দ্বারা ছবির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিচার করেন এবং সেই কারণেই এই পুরস্কারটির আদর আছে।

১৯৩৩ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি নির্ব্বাচিত হয়েছে—Little Women ; Little Women রেডিও পিকচার্সের ছবি ; নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ক্যাথারিন হেপ্‌বার্ণ। ১৯৩৩ সালকে রেডিও পিকচার্স ও ক্যাথারিন হেপ্‌বার্ণের অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত সাল বল্লেও অত্যুক্তি করা হবেনা। য়্যাকাডেমি অফ মোশান পিক্‌চার্স-এর বহুবাঞ্ছিত পুরস্কারটিও এবার তাঁরাই লাভ করেছেন। ছবির নাম Morning Glory। সেখানিও রেডিওর ছবি এবং তারও নায়িকা ক্যাথারিন হেপ্‌বার্ণ !

Photoplay পুরস্কার আরম্ভ হয়েছে ১৯২০ সাল থেকে ; যে সব ছবি এই পুরস্কার লাভ করেছে, তারা হচ্ছে—Humoresque (১৯২০) ; Tolable David (১৯২১) ; Robinhood (১৯২২) ; The Covered Wagon (১৯২৩) ; Abraham Lincoln (১৯২৪) ; The Big Parade (১৯২৫) ; Beau Geste (১৯২৬) ; 7th. Heaven (১৯২৭) ; Four Sons (১৯২৮) ; Disraeli (১৯২৯) ; All Quiet on the Western Front (১৯৩০) ; Cimarron (১৯৩১) ; Smiling Thru (১৯৩২)।

*

Painted Veil শেষ হবার পর গ্রেটা গার্ব্বো কিছুদিন ছুটি ভোগ করবেন ; তারপর পুনরায় মেট্রোর সঙ্গে আরও দুখানি ছবি তোলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হবেন ; সে ছবি দুখানির প্রথম ছবি হবে—Mary, Queen of Scots !

ওদেশের অনেক চিত্র-বিশেষজ্ঞ মনে করেছিলেন, যেহেতু গ্রেটা গার্ব্বোর নাম আশানুরূপ অর্থকরী নয়, সেই হেতু মেট্রো কোম্পানী কুইন ক্রিশ্চিনার

পর আর তাঁর সঙ্গে চুক্তি করবেন না। তাঁদের অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

*

মে ওয়েষ্টের পরবর্ত্তী ছবির নাম—Now I am a Lady! আগের মতো এখানিও তাঁর নিজস্ব রচনা।

*

Painted Veil ছবিতে গ্রেটা গার্ব্বোর সঙ্গে একজন ইংরাজ-অভিনেতা নায়কের ভূমিকা অভিনয় করছেন; তাঁর নাম হার্ব্বার্ট মার্শাল! হার্ব্বার্ট মার্শালকে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন—Trouble in Paradise, Blonde Venus, Evenings for Sale প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় ক'রে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন। গ্রেটা গার্ব্বোর সঙ্গে নায়কের ভূমিকা অভিনয় করা যে কোন অভিনেতার পক্ষে গর্ব্বের বিষয়; হার্ব্বার্ট মার্শাল এই সূত্রে গ্রেটা গার্ব্বো সম্বন্ধে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক কথা বলেছেন। অনেকের ধারণা, গ্রেটা বুঝি অত্যন্ত উদাসীন প্রকৃতির; সহ-অভিনেতৃদের সঙ্গে তাঁর নাকি একেবারেই কোন যোগ থাকে না; তিনি নাকি অভিনয় করবার সময়টুকু ছাড়া অন্য কোন সময়েই কারুর সঙ্গে কথা বলেন না—; কিন্তু ইত্যাকার ভ্রান্ত ধারণাগুলি হার্ব্বার্ট মার্শালের কথায় বিদূরিত হবে। তিনি বলছেন—"মিস গার্ব্বোর সঙ্গে পূর্ব্বে আমার আলাপ ছিল না; প্রথম দিন Setএ আসতে তিনি মৃদু হেসে এমনভাবে আমার সঙ্গে মেক্‌আপ্ সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন, যেন আমি তাঁর অনেক দিনের পরিচিত।"

এই সূত্রে হার্ব্বার্ট মার্শালকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—গ্রেটা গার্ব্বোর সঙ্গে কাজ করতে আপনার কেমন লাগে? উত্তরে তিনি বলছেন—"ভালই লাগে। তাঁর মতো সহযোগীদের প্রতি এমন বন্ধুত্বপূর্ণ অন্তরসম্পন্ন মহিলার সঙ্গে কাজ করতে পাওয়াকে সৌভাগ্য ব'লে মনে করি। মিস গার্ব্বো যে নিরালায় ও নিঃসঙ্গভাবে সময় কাটাতে ভালোবাসেন, তাতে আমি এতটুকুও বিস্মিত হই না। অভিনীত-ভূমিকাকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে হ'লে অনেক সময়েই এমনিতর নির্জ্জনতার প্রয়োজন হয়—এ আমি নিজেও অনুভব করেছি। মিস গার্ব্বোর সঙ্গে অভিনয়ের সময় আমি দৃশ্যগুলিকে আমার মনের আলোকে দীপ্তিমান করবার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি, মিস গার্ব্বোও তেমনিভাবে আত্মগতচিত্তে অভিনয় ক'রে থাকেন। আমাদের দুজনের অভিনয়ধারা সেই কারণে অত্যন্ত সহজভাবে প্রবাহিত হয়েছে; কোথাও না-বোঝার অস্পষ্টতা বা কষ্টকল্পনার স্থূলতা তাকে ব্যাহত করেনি। মিস গার্ব্বোর রহস্যপ্রিয়তাও নিরতিশয় উপভোগ্য।"

হার্ব্বার্ট মার্শালের এই সব ভালো ভালো কথা শুনে গ্রেটা গার্ব্বো কি মন্তব্য করেছেন, তা জানতে পারলে খুসী হওয়া যেত। যাই হোক, Painted Veil ছবি সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহান্বিত হ'য়ে রৈলুম।

*

পাতালপুরী—কালী ফিল্মসের নতুন ছবির নাম। কথা-সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস (বা বড় গল্প) থেকে ঐ ছবি তোলা হচ্ছে।

"পাতালপুরী" যে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হবার সৌভাগ্য লাভ করল, তাতে শৈলজানন্দের পরেই সব চেয়ে বেশী আনন্দ লাভ করছি আমরা। কারণ, আমরাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম এই গল্পটির চিত্র-সম্ভাবনা সম্বন্ধে "নাচঘরে" পর্য্যাপ্তভাবে আলোচনা করেছিলুম।

শৈলজানন্দের বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আশা করা যায়, "পাতালপুরীর" চিত্ররূপ আমাদের খুসী করতে সক্ষম হবে।

*

"রাজনটী" (রাধার ছবি) আগামী ১৫ই ডিসেম্বর "চিত্রায়" আরম্ভ হবে।

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দানিবাবুর কথা

দানিবাবু একদিন গল্প করিয়াছিলেন,—"চাঁদবিবির রিহারস্তালকালীন একদিন—রাত্রি তখন প্রায় ৩টা,—আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়া বাড়ী আসিবার মতলব করিতেছি, কিন্তু বাপিকে না বলিয়াও আসিতে পারি না; কি বলিয়া আসি—তাহার একটা মতলব ঠাওরাইতেছি—এমন সময়ে দেখি, তিনি রিহারস্তাল দিতে দিতে উঠিয়া মালকোঁচা আঁটিয়া ষ্টেজের অন্য পার্শ্বে যেখানে ধর্ম্মদাসবাবু নূতন সিন আঁকিতেছিলেন, সেখানে গিয়া তাঁহার উপদেশ মত দৃশ্য অঙ্কিত হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। এতদ্‌সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া ফিরিতেছেন, এমন সময়ে মহাতাপবাবু চাঁদবিবির পোষাক লইয়া আসিয়া হাজির। (সুপ্রসিদ্ধ 'আত্মদর্শন' নাটক প্রণেতা ও শিল্পী স্বর্গীয় মহাতাপচন্দ্র ঘোষের উপর চাঁদবিবি নাটকের পোষাক নির্ম্মাণের ভার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সুনিপুণ ওস্তাগর সকল আনিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া থিয়েটারেই পোষাক তৈয়ারী করাইতেছিলেন।) এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় হইতে আনীত চাঁদবিবির ছবির সহিত মিলাইয়া যেখানে যাহা ত্রুটী হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া পুনরায় রিহারস্যালে আসিয়া বসিলেন। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে—সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। বার্দ্ধক্যে বাপির (দানিবাবু গিরিশচন্দ্রকে 'বাপি' বলিয়া ডাকিতেন) অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম এবং নিজে নিজে লজ্জিত হইয়া অবসাদকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া পুনরায় রিহারস্তালে বসিলাম।"

কোহিনুরের উদ্বোধন রজনী

২৬শে শ্রাবণ, রবিবার, (১১ই আগষ্ট, ১৯০৭ খ্রীঃ) কোহিনুর থিয়েটার মহা সমারোহে খোলা হইল। ক্ষীরোদবাবুর 'চাঁদবিবি' এই রাত্রে প্রথম অভিনীত হয়। সুবিখ্যাত প্রফেসর স্বর্গীয় দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় গিরিশচন্দ্রের উৎসাহে তাঁহার সম্প্রদায় লইয়া চাঁদবিবি নাটকের গীতগুলি সুদক্ষতার সহিত ঐক্যতান-বাদনের সহিত গঠিত করিয়া বঙ্গনাট্যশালার দর্শকগণকে নূতনত্ব প্রদর্শনে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। প্রথম অভিনয় রজনীতে প্রায় আড়াই হাজার টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। অভিনয় যেরূপ অতুলনীয় হইয়াছিল, দৃশ্যপট এবং পোষাক পরিচ্ছদও সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। প্রথমাভিনয় রজনীর প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

আদিল শা	...	স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ [দানিবাবু]
ইব্রাহিম শা	...	শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র
এখলাস খাঁ	...	স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল [মণ্টুবাবু]
দেলোয়ার খাঁ	...	স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
হামিদ খাঁ	...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
মিয়ান মঞ্জু	...	স্বর্গীয় অটলবিহারী দাস
রঘুজী	...	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
মল্লজী	...	স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাহাদুর	...	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
নেহাঙ খাঁ	...	স্বর্গীয় নীলমণি ঘোষ
মির্জ্জা খাঁ	...	নারাণবাবু
মল্লু	...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস
ইব্রাহিম শার মোসাহেবগণ	...	স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু) স্বর্গীয় জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায় শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাল
চাঁদবিবি	...	শ্রীমতী তারাসুন্দরী
খোশীবাই	...	স্বর্গীয়া তিনকড়ি দাসী
তাজ বেগম	...	স্বর্গীয় কিরণবালা
মরিয়ম	...	শ্রীমতী ভূষণকুমারী (ছোট)
ফয়জান	...	স্বর্গীয়া কিরণশশী (ছোটরাণী)
খতিজা	...	স্বর্গীয় কুমুদিনী (বেঁটে কুমুদ)
ইব্রাহিম শার বাঁদী	...	শ্রীমতী কিরণশশী (টালার কিরণ)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কৃতিত্ব প্রদর্শনে অভিনয় অতুলনীয় হইয়াছিল। কিন্তু তন্মধ্যে আবার শ্রীমতী তারাসুন্দরীর 'চাঁদবিবি' এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্রের 'ইব্রাহিমের' ভূমিকাভিনয় দর্শকগণের হৃদয়কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণ করিয়াছিল।

দানিবাবুকে ক্ষীরোদবাবুর প্রবোধ দান

দানিবাবু যে সময়ে কোহিনুরে যোগদান করেন, সে সময়ে 'চাঁদবিবি' নাটকের উৎকৃষ্ট ভূমিকাগুলি অন্যান্য অভিনেতাগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া গিয়াছে। এ নিমিত্ত তাঁহাকে বিজাপুরের সুলতান আদিল শার ভূমিকা প্রদান করা হয়। ভূমিকাটি ছোট এবং তাহা সাধারণ অভিনেতা কর্ত্তৃক অনায়াসেই অভিনীত হইতে পারিত। ক্ষেত্রমোহনবাবু বলেন,—"পদ-মর্য্যাদায় 'আদিল শা'ই শ্রেষ্ঠ, এ নিমিত্ত দানীবাবুকে উক্ত ভূমিকা দেওয়া হইয়াছিল"।

যে সময়ে উক্ত নাটকের পোষাক প্রস্তুত হইতেছে, সে সময়ে আদিল শার পোষাক খুব জমকালো করিয়া প্রস্তুত করিবার কথা হয় এবং ক্ষীরোদবাবুও মহাতাপবাবুর সহিত এ সম্বন্ধে সেইরূপই কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। এমন সময়ে দানিবাবু তথায় উপস্থিত হওয়ায় ক্ষীরোদবাবু দানিবাবুরও এ বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। দানিবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"আদিল শার ভূমিকায় অভিনয়-চাতুর্য্য দেখাইবার এমন কিছু নাই, যাহাতে পোষাকের একটা প্রকাণ্ড আড়ম্বরের প্রয়োজন হইবে। যাহা হয় একটা করিবেন।" গ্রন্থকার ক্ষীরোদবাবু বুঝিলেন, দানিবাবুর ভূমিকাটী মনোমত হয় নাই। তিনি তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিবার নিমিত্ত বলিলেন,—"আদিল শা দাক্ষিণাত্যের একটা বড় বংশের—একটা মস্ত ঘরোয়ানা ঘরের ছেলে, সে কি দিনরাত বড় বড় ক'রে ব'ক্‌বে?—বড় জোর একটা 'হুঁ' ক'র্‌লে, কি একটা 'হাঁ' ক'রলে।"

(ক্রমশঃ)

“ফিলিসোনার”-শব্দযন্ত্রের শততম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে চিত্রগৃহের অধিকারীকে কাপ এবং ঘড়ি উপ দেওয়া হইয়াছে।

Ref. No. 7141
7th Sept. 1934

Dear Mr. Noor Mohd.,

I have great pleasure in handing over to you one cup on the occasion of the hundredth installation in this country, and also a gold watch. I heartily congratulate you for this installation and I am convinced that you will be as satisfied as all the other ninety-nine cinema owners who have purchased equipments before you, and the other who have purchased them after you.

I wish you the very best success, and remain with kindest regards.

Yours sincerely,

S. Noor Mohd. Esq.
C/o
Messrs. Noor Md. & Sons
286-287. Big Bazar Road
TRICHINOPOLY

PHILIPS

ELECTRICAL COY.,
(INDIA) LTD.
Philips House, Hesyam Road, Calcutta.

P.P.K 13

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা

১০ম বর্ষ
৪০শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

১৪ই অগ্রহায়ণ
১৩৪১

কলালাপ

রহস্যময়ী গ্রেটা! সহ-অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে তিনি অল্পই কথাবার্ত্তা কন, অমুক ছবি তোলবার সময় ভূমিকার কথা ছাড়া তিনি গুণে আঠারোটির বেশী বাজে কথা কননি, তিনি কোন মজ্‌লিশ ব ভোজে কখনও যোগদান করেন না, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেতিহাসের সঙ্গে কারুরই পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেনি, তিনি রঙ-বেরঙের পোষাকের চেয়ে সাদা পোষাকই পছন্দ করেন বেশী, এগ্‌-পোচের থেকে আম্‌লেট তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয় খাদ্য ইত্যাদি ইত্যাদি গোছের অযুত রকমের সংবাদ আমাদের কানে এসে পৌছোয় রহস্যময়ী গ্রেটা সম্পর্কে। শুনে আমরা অবাক্‌ মানি। গ্রেটার অভিনয় দেখে তাঁর ওপর আমাদের যে শ্রদ্ধা জন্মায়, সেই শ্রদ্ধা বেড়ে ওঠে হাজারো গুণ, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ছোট-বড়-মাঝারি খবর পেয়ে আমাদের মনে যে-বিস্ময় জমা হ'তে থাকে, তারই পরশ পেয়ে। গ্রেটার বৃহৎ নাম বৃহত্তর, বৃহত্তম হয়ে ওঠে আমাদের কাছে! ব্যবসায়গত প্রচারনীতি আজ কী বিরাট ইলিউশানেরই না নস্থি করেছে এই গ্রেটার নামের চার পাশে!

*

"অপরাধী অবলা" সবাক-চিত্রে
নায়িকার ভূমিকায়—শ্রীমতী রোজী
সোল ডিষ্ট্রীবিউটার—ইণ্ডিয়া পিকচার্স লিমিটেড

অ্যানা ষ্টেন!—স্যামুয়েল গোল্ড্‌ইনের নবতম আবিষ্কার; তাঁকে এত হাজার ডলার অগ্রিম দিয়ে অতি কষ্টে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি ক'রে হলিউডে এনে হাজির করা হয়েছে। অ্যানাকে দেখে বহু ব্যক্তিই হতাশ হয়ে পড়েছেন, এমন একটা নগণ্যা মেয়ের জন্যে গোল্ড্‌ইন সাহেব কেন যে পাগল হয়ে উঠেছেন, তা তাঁরা বুঝতেই পারছেন না! আশ্চর্য্য বোকা এবং অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে—মাছ-মাংসও খেতে জানে না, স্রেফ ভেজিটেব্‌ল্‌-এর ভক্ত! 'নানা'র ভূমিকায় যখন তাঁকে মনোনীত করা হ'ল, তখন তাঁর ডিরেক্টার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল; এক, দুই, তিন—বহু ডিরেক্টারই কাৎ, কেউ কিছু সুবিধে ক'রে উঠতে পারছেন না। কি ক'রে কি করা যায়, কি উপায়! অনেক মস্তিষ্ক-আলোড়নের পর অবশেষে মিল্‌ল একজন মেয়ে ডিরেক্টার, যিনি অদ্ভুত কৌশলে অ্যানাকে "নানা"র ভূমিকায় অপরূপ ক'রে তুলেছেন।—Publicity Stunt-এর জয় জয়কার; নবাগতা অভিনেত্রী অ্যানা রাতারাতি হয়ে পড়লেন হলিউডের একটি উজ্জলতম তারকা!

*

শিশির ভাদুড়ী [ব্যাদুরী—ব্যাদুরী ?]—The Wizard of the Indian Stage with a band of Nautch Girls at Broadway! আজ

পর্য্যন্ত বিদেশের যত অভিনেতা নিউ ইয়র্কের মাটিতে পা দিয়েছেন, তাদের সকলের স্মৃতি নিঃশেষে মুছে যাবে এই ভারতীয় অভিনেতার কলানৈপুণ্য দেখবার পর। তার ওপর তাঁর দলবর্ত্তিনী নাচ-গার্লেরা! ওঃ, এঁরা হচ্ছেন হিন্দু ভারতের, ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমির এক অপূর্ব্ব সম্পদ! এঁরা হচ্ছেন দেবদাসী; সারা জীবন এঁরা দেবমন্দিরের প্রাঙ্গনকেই আশ্রয় ক'রে দিন গুজরান করেন; এঁদের একমাত্র কাজ হচ্ছে মন্দিরের শঙ্খঘণ্টাবাদ্যের তালে তালে আরতির সময় নৃত্যলীলা দেখিয়ে বিগ্রহের কাছে নিজেদের হৃদয়ের অকপট ভক্তি নিবেদন করা; এঁদের হিন্দুত্বের মর্য্যাদাকে অটুট রাখবার জন্যে এই ম্লেচ্ছপ্লাবিত আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরেও যথার্থই রীতিমত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাচক সংগ্রহ করা হয়েছে; এঁদের দেহ যে বিচিত্র হীরে-মোতি-জড়োয়ার অলঙ্কার দিয়ে মোড়া থাকবে, তার মূল্য নির্দ্ধারণ করা যে-কোন ইয়াঙ্কি ধনীর পক্ষেও দুরূহ ব্যাপার হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।......প্রচার-নৈপুণ্যের কৃপায় গাছে না উঠতেই এক কাঁদি; সমুদ্র থেকে ডাঙায় ওঠবার আগেই কয়েক হপ্তার টিকিট নিঃশেষিত; বিরাট সমারোহ!

*

মাত্র প্রচারের জোরে কী ধাঁধারই না সৃষ্টি করা যেতে পারে! এই সেদিনও দেখা গেল, হিমাংশু রায়ের অত বড় ফোক্কাবাজী "কর্ম্ম" এই কামারের হাট কল্‌কাতাতেও দিন-কয়েক ধ'রে উত্তেজনার কী প্রচণ্ড বন্যাই না বইয়ে দিয়েছিল! হ্যাঁ, আজকের দিনে ব্যবসার ক্ষেত্রে শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হ'লে প্রচার-কার্য্যকে উপেক্ষা ক'রলে চল্‌বে না; বিজ্ঞাপনের চটকে চোখকে ভুলিয়ে দিতে হবে, মনকে দুলিয়ে দিতে হবে; রঙের বাহারে, কথার আড়ম্বরে চিত্তকে ক'রে তুলতে হবে চকিত, বিস্মিত, উদ্‌ভ্রান্ত। ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা ক'রলেই যে, মিশ্‌-কালো চিক্‌ন-শাদায় রূপান্তরিত হবে, তা' অবশ্য নয়; কিন্তু একটুকে অনেকখানি, ভালোকে আরও ভালো, গণ্যকে বরেণ্য রূপে সাধারণের সামনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ঢাক পিটুনোর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা চলে না।

*

আজ বাঙলার চলচ্চিত্র-রাজ্যে নায়ক-নায়িকা সাজবার যোগ্য লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ব'লে হাহাকার উঠেছে। 'ছবি হবে কোত্থেকে মশাই? না আছে একটা ছেলে, যাকে হিরো ক'রতে পারা যায়, আর মাথা খুঁড়েও মিলছে না একটা হিরোইন!'—এই খেদই শুন্‌ছি প্রত্যেকের মুখে। এঁদের কথা শুনলে হঠাৎ মনে হয়, বিধাতার ষড়যন্ত্রে আমাদের দেশ থেকে বোধ হয় এক নিমিষেই সুদর্শন এবং সুকণ্ঠ ছেলেমেয়ে এক যোগে অন্তর্হিত হয়েছে! কিন্তু আসল ব্যাপারটা ঠিক তা' নয়। এঁরা বল্‌তে চান, থিয়েটার-বায়োস্কোপের বাজারে ইতিমধ্যেই অ্যাক্টর ব'লে খানিকটা নাম আছে, এমন একখানি নায়ক সাজবার মত লোক মেলা ক্রমশঃই দুর্ঘট হয়ে উঠছে। 'রুডল্‌ফ্‌ ভ্যালেন্টিনো'-মার্কা চেহারা র‍্যামন নোভারো বা ফ্রেড্‌রিক মার্চের কণ্ঠ নিয়ে আমাদের ষ্টুডিওর দরজার সামনে গিয়ে হত্যা দিলেও তাঁর নাম যদি অভিনেতা হিসেবে সাধারণের কাছে আগে থাকতেই পরিচিত না থাকে, তা' হ'লে কোম্পানীর কর্ত্তা তাঁকে পত্রপাঠ বিদায় দেবেন বা অত্যন্ত দুঃসাহস থাকলে তাঁকে second বা third lead-এর জন্যে মনোনীত করবেন। কিন্তু হিরো? ওরেব্বাবা! পাগল নাকি মশাই? পয়সা তুলতে হবে না? কোম্পানীকে লাল বাতি জালতে বলেন না কি?—এঁদের ধারণা বোধ হয়, আজ যাঁরা থিয়েটার বা বায়োস্কোপ-জগতে নাম কিনেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই নাম advance booking ক'রে কেনা ছিল মার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হবার আগে থাকতেই!

*

এ প্রথা চলবে না। এই সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিকে পরিত্যাগ ক'রতেই হবে। মাইক্‌-এর উপযোগী কণ্ঠবিশিষ্ট, সুন্দর দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী ব্যক্তি যদি জীবনে একটি দিনও সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয়েতেও পাদপ্রদীপের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ না ক'রেই চলচ্চিত্রের অভিনেতা হবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করেন, তা হ'লেও মাত্র তাঁর চাল-চলন, হাবভাব, গতিভঙ্গী থেকে তাঁর ভিতরকার সম্ভাবনাকে উপলব্ধি ক'রে তাঁকে সাদরে বরণ ক'রে নিতে হবে এবং ধৈর্য্য, শ্রম, সময় এবং অর্থ—ব্যয় ক'রেও যদি প্রয়োজন হয়, তাঁকে কোনও একটি বিশেষ বইয়ের জন্যে নায়ক হিসেবে গ'ড়ে তুলবে হবে। এবং এই উদ্যম যাতে সার্থক হয়, তার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে চালাতে হবে রীতিমত ধূম-ধড়াক্কা সহকারে প্রচারকার্য্য। হপ্তার পর হপ্তা ধ'রে ষ্টুডিও-বুলেটিন বার করতে হবে—'অমুক পরিচালকের নবাবিষ্কার'!—'অমুক বড় ঘরের ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুক উচ্চ উপাধি থাকাসত্ত্বেও চলচ্চিত্রের অভিনেতা হবার জন্যে আত্মনিয়োগ ক'রলেন'; 'এতখানি দেবদুর্লভ দেহশ্রী-বিশিষ্ট অভিনেতার সাক্ষাৎকারলাভ আপনাদের ভাগ্যে ইতিপূর্ব্বে ঘটেনি'; 'আপনারা অমুক, অমুক, অমুক অভিনেতাকে দেখেছেন, তাঁদের অভিনয় দেখে আত্মহারা হয়েছেন; এইবার দেখুন—এঁকে; অমুক পরিচালকের সৃষ্টি; এঁকে দেখে বলুন—ইনি কার মতো বা কার কার চেয়ে বড়ো বা ছোট'; ইত্যাদি গোছের বহুমূল্য প্রচার-বাণী!

*

এবং আরও একটি যে-কাজ করতে হবে, সেটি হচ্ছে—এই পাব্লিসিটির ভিতর দিয়েই এই নূতন অভিনেতার সম্বন্ধে সাধারণের মনে যতখানি সম্ভব illusion সৃষ্টি করা। 'ইনি রুশ-নভেলের বড্ডো বেশী পক্ষপাতী', 'ইনি ভাতের পাতে গাওয়া ঘিয়ের চেয়ে মাখনই বেশী পছন্দ করেন', 'পৃথিবীর নরনারী সম্বন্ধে এঁর এই এই বিচিত্র মত', 'গ্রেটা গার্ব্বো বা মার্লিন্‌কে ইনি অভিনেত্রী ব'লেই গ্রাহ্য করেন না এই সব কারণে,' 'ষ্টুডিওর অমুক দিক্‌কার লনের অমুক কোনে একখানি বেতের চেয়ারে ব'সে হাতে টলষ্টয়ের My Religion বইখানি নিয়ে ইনি নিবিষ্ট চিত্তে আকাশের পানে চেয়ে থাকেন,' প্রভৃতি নানান্ সাঁচ্চা এবং দরকার হ'লে কতক ঝুটো খবর প্রচার ক'রে জনসাধারণের চিত্তকে সেই নতুন অভিনেতার প্রতি যথাসম্ভব আগ্রহান্বিত ক'রে রাখতে হবে, যাতে ক'রে তাঁর ছবি বেরুবার আগেই দর্শকরা তাঁকে রীতিমত ভালোবেসে ফেলে। কারণ, এরই ফলে অতি অল্পেই দর্শককে খুসী করা তাঁর এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর পক্ষেও সহজ হবে।

*

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, চলচ্চিত্রের (এবং রঙ্গমঞ্চেরও) অভিনেতা (বা অভিনেত্রী) যেন তাঁর সম্বন্ধে সৃষ্ট illusionকে ভেঙে ফেলবার সুযোগ না দেন। এর জন্যে তাঁর প্রথম এবং প্রধান দরকার—সাধারণ থেকে যতখানি পারা যায় তফাতে থাকা। নিজের জীবনকে সুনিবিড় রহস্যের আবরণ দিয়ে ঘিরে রাখবার জন্যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা যথেষ্টই কম হওয়া উচিত। এমন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর মেলামেশা করা চলবে না, যিনি তাঁর সম্বন্ধে গল্প দ্বারা তাঁকে পাঁচজনের চোখে অতি-সাধারণ ব্যক্তি ব'লেই জাহির ক'রতে আনন্দ পান। তাঁর এমন কাজ করা বা এমন কথা বলা উচিত নয়, যাথেকে সাধারণের কাছে তিনি অশ্রদ্ধাভাজন হয়ে

পড়তে পারেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম-প্রীতি যেন চিরদিনই লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করে। এবং সব শেষে পত্র-পত্রিকা সম্পর্কিত ব্যক্তির (যেমন আমরা) সঙ্গে তাঁর যতখানি সম্বন্ধ কম আলাপ রাখা উচিত। নিজের জীবনকে ইলিউশন-মণ্ডিত না রাখতে পারলে প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে অনেকখানি ক্ষতি হয়—একথা প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীরই মনে রাখা দরকার। এবং ব্যবসায়ে সাফল্যলাভের জন্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই তাঁদের দলবর্ত্তী প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছ থেকে এই ইলিউশন-রক্ষার জন্য সর্ত্ত দাবী করা আজকের দিনে একান্ত কর্ত্তব্য।

*

আমরা 'নাট্যনিকেতনে' "চক্রব্যূহ" এবং 'নব নাট্যমন্দিরে' "দশের দাবী" দেখে এসেছি। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে এবারে এই দুই অভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা করা সম্ভব হবে না। মাত্র দুই-এক কথায় এদের পরিচয় দিয়ে রাখছি; বারান্তরে বিশদ বিবরণ দেবার চেষ্টা করব।

থিয়েটারী ভাষায় যাকে বলে "জমেছে", নিকেতনের "চক্রব্যূহে"র অভিনয় হয়েছে ঠিক তাই।—জমেছে এবং এমনই ভালো ভাবে জমেছে যে, আমরা অনায়াসে এবং অসঙ্কোচে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, নিকেতনে "চক্রব্যূহে"র আসন এখন বেশ-কিছুদিনের জন্যে কায়েমী হয়ে রইল।

"নব নাট্যমন্দিরে"র "দশের দাবী" দশ এবং এক—class এবং mass—দুইয়ের দাবীকেই রক্ষা করেছে। হরিজন-আন্দোলন সম্বন্ধে নাট্যকার তাঁর মতামতকে এমনই সুকৌশলে ও স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করেছেন এবং শিশিরকুমার প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীর চারু অভিনয়ের ভিতর দিয়ে নাটকটি এমনই সার্থকভাবে শ্রীমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে যে, যে-কোনও শ্রেণীর দর্শকের কাছেই "দশের দাবী" হয়ে উঠেছে রীতিমত উপভোগ্য।

•

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় হঠাৎ বিশেষ জরুরী কাজে কাশী চ'লে যাওয়ায় তাঁর ক্রমশ-প্রকাশ্য রচনা "অপরেশচন্দ্র" প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। তিনি ফিরে এলে আবার রচনাটি যথানিয়মে প্রকাশিত হবে। কিন্তু এর পরিবর্ত্তে অবিনাশবাবুরই আর একটি লেখা "সাধারণ বঙ্গনাট্যশালার প্রথম যুগের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ" আমরা নাচঘরের পাঠকবৃন্দকে উপহার দিলুম। এই প্রবন্ধটি আমরা নাচঘরের পূজোর সংখ্যার জন্যে পেয়েছিলুম; কিন্তু স্থানাভাবে প্রকাশ ক'রতে পারিনি। বিষয়-বস্তুর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রলে কারুরই বুঝতে কষ্ট হবেনা যে, রচনাটি রীতিমত মূল্যবান।

চিত্রপুরী

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় : (1) Belle of the Nineties (প্যারামাউণ্ট)

প্রধান ভূমিকায়—মে ওয়েষ্ট

আজ থেকে এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে সুরু হবে।

*

যে বিশেষ ধরণের অভিনয়ে মে ওয়েষ্ট সবিশেষ পটু, সেই ধরণের ভূমিকাতেই তাঁকে এই ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে।

এক নর্ত্তকী ও গায়িকা এবং তাকে ঘিরে যেসব ভালো ও মন্দ নায়কের দল জড়ো হয়েছিল, তাদেরই কাহিনী এর মধ্যে চিত্রিত করা হয়েছে।

মে ওয়েষ্ট অনেকগুলি গান গেয়েছেন এই ছবিতে। দুঃখের বিষয়, তাঁর গানের ভাষা তেমন ভাল বুঝতে পারা যায় না। সংলাপগুলি খুবই উপভোগ্য।

*

(2) Son of Kong (রেডিও পিক্‌চার্স)

কিঙ্‌ কঙের সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে রেডিওর কর্ত্তারা Son of Kong তুলেছেন।

এই ছবিতে King Kong-এর মতোই বিস্ময়কর জন্তুজানোয়ারের প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যাবে।

King Kong ছবি কেমন ক'রে তোলা হয়েছিল, তা নিয়ে অনেক কাগজে অনেক কথাই লেখা হয়েছে। তাই মনে হয়, আমাদের দেশের দর্শকের কাছে King Kong যতখানি বিস্ময় বহন ক'রে এনেছিল, Son of Kong ততখানি পারবে না। তাহ'লেও, আশা করছি, ছবিখানি প্রচুর আনন্দ দেবে।

*

(3) The Barretts of Wimpole Street (মেট্রো)

প্রধান ভূমিকায়—নর্ম্মা শিয়ারার
ফ্রেডরিক মার্চ্চ
চার্লস লটন

কাল থেকে গ্লোবে সুরু হবে।

রবার্ট ব্রাউনিং ও এলিজাবেথ ব্যারেটের জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী নিয়ে এই ছবি তৈরী।

যাঁরা অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখে মন খুসী করতে চান, তাঁরা নিশ্চয় ছবিখানি দেখবেন।

•

রেডিও পিকচার্সের একখানি হাসির ছবি আসছে—Hips, Hips Hooray! ভূমিকায়—হুইলার ও উল্‌সে।

*

হলিউড পঞ্জিকা :

সুন্দরী অভিনেত্রী জিঞ্জার রজার্স সম্প্রতি একখানি চিঠি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। চিঠিখানি লিখেছেন ভারতবর্ষের কোন এক রাজা। তিনি লিখেছেন, জিঞ্জারকে তিনি বিবাহ করতে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছেন।

জিন্নারকে ভারতবর্ষে চ'লে আসবার জন্যে তিনি আমন্ত্রণী পাঠিয়েছেন। জিন্নার অবশ্য ভারতীয় রাজন্যের এই ব্যাকুল প্রস্তাব ধন্যবাদ সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রণয়কামী রাজাটি কে, জানতে ইচ্ছে করছে।

*

আগেকার দিনের অনেকগুলি নির্ব্বাক ছবিকে সম্প্রতি সবাক চিত্রে রূপান্তরিত করবার আয়োজন চলেছে। তাদের মধ্যে Way Down East, Uncle Toms Cabin, Showboat, The Count of Monte Cristo, Les Miserables, Tale of Two Cities ছবিগুলির নাম উল্লেখযোগ্য।

*

রেডিওর স্বনামখ্যাতা অভিনেত্রী ক্যাথরিন হেপ্‌বার্ণের নাম আজ আর বোধ হয় কারুই অজানা নেই। অচিরেই দর্শকবৃন্দ তাঁর প্রতিভার আর একটি দিকের বিকাশ দেখতে পাবেন (rather শুনতে পাবেন)—তাঁর পরবর্ত্তী ছবিতে ক্যাথরিন গান গাইবেন। The Little Minister তাঁর পরবর্ত্তী ছবি; সেই ছবিতে গান গাইবার জন্যে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করছেন।

*

Mary Pickford-এর পরবর্ত্তী ছবির নাম—Three Kisses! মুখরোচক নাম, সন্দেহ নেই।

*

'নানা' ছবির নায়িকা আনা ষ্টেন তাঁর নতুন ছবি We Live Again-এ অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করেছেন। এই ছবিতে তাঁর অভিনয় দেখে চিত্রসমালোচক বলছেন যে, অচিরেই আনা হলিউডের অভিনেত্রীদের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করবেন। We Live Again হচ্ছে Ressurection-এর পরিবর্ত্তিত নাম।

*

শনিবার ১লা ডিসেম্বর থেকে "রূপবাণী"তে আরম্ভ হবে কালী ফিল্মসের "তুলসীদাস"। পর পর উত্তরোত্তর ভালো ছবি দেখিয়ে কালী ফিল্মস্ আজ চিত্রপ্রিয়দের কাছে এমনই সুনাম কিনেছেন যে, তাঁদের ছবির উপর সাধারণের একটা আস্থা জন্মে গেছে। আমরা অনায়াসেই আশা করতে পারি, এঁদের "তুলসীদাস" চিত্রপ্রিয় সাধারণের আস্থাকে সুদৃঢ়তর করতে সমর্থ হবে। এই "তুলসীদাস" সম্বন্ধে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করবার মতো। এক, ছবিখানির পরিচালনা করেছেন চিত্র-সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় এবং দুই, এর আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন ইউরোপ-প্রত্যাগত শ্রীসুরেশ দাস। দু'জনেই তাঁদের কাজে নতুন।

*

নিউ থিয়েটার্সের পরবর্ত্তী বাঙলা ছবি হচ্ছে—শরৎচন্দ্রের "দেবদাস", পরিচালনা করবেন—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া। নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন শ্রীযুক্ত বড়ুয়া নিজেই। চন্দ্রমুখী ও পার্ব্বতীর ভূমিকায় যথাক্রমে দেখা দেবেন—শ্রীমতী চন্দ্রাবতী এবং শ্রীমতী যমুনা ['মহব্বত কি কসৌতি'-তে যিনি স্মরণীয় অভিনয় করেছিলেন]।

এবং এঁরা এবার যে উর্দ্দু ছবিখানি তুলতে মনস্থ করেছেন, তার নাম হচ্ছে—"ক্লিওপেট্রা"। পরিচালনার ভার পড়েছে শ্রীনীতিন বসুর উপর। সিসিল মিলের 'ক্লিওপেট্রা' দেখবার পর এ-ক্লিওপেট্রা সাধারণের চোখে কেমন লাগবে, তা গবেষণার বস্তু বটে!

*

রাধাফিল্ম কোম্পানী জানাচ্ছেন:—

শ্রীযুক্ত চারু রায় পরিচালিত "রাজনটী বসন্তসেনা" আসচে ১৫ই ডিসেম্বর থেকে "চিত্রা"-চিত্রগৃহে দেখানো হবে।

*

বড়দিনের সময় "নিউ সিনেমা"য় আপনারা দেখতে পাবেন—"দক্ষযজ্ঞে"র হিন্দী সংস্করণকে। বাঙলা "দক্ষযজ্ঞে"র মত হিন্দী বইখানিও সাধারণের কাছে আদর পাবে ব'লেই বিশ্বাস। এতে "সতী"র ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে শ্রীমতী রাধাবাঈকে [ইষ্ট ইণ্ডিয়ার হিন্দী "সীতা"র উর্ম্মিলা]। দক্ষ এবং শিবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন যথাক্রমে প্রভাত ফিল্মের সুখ্যাত নট নিম্বাল্‌কার এবং শ্যামনারায়ণ।

*

"মানময়ী গার্লস্ স্কুলে"র দামোদরের বাড়ীর দৃশ্য তোলবার জন্যে পরিচালক শ্রীজ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই হপ্তাতেই বাইরে যাবেন। তাঁর পরিচালিত "দক্ষযজ্ঞে"র অসামান্য সাফল্যের জন্যে রাধা ফিল্ম কোম্পানী এখন থেকেই "মানময়ী গার্লস্ স্কুলে"র উদ্বোধনের জন্যে বিভিন্ন চিত্রগৃহ থেকে আশাতীত রকম অর্থ-প্রস্তাব পাচ্ছেন। ডিসেম্বরের ভিতরেই ছবিখানি তোলা শেষ হয়ে যাবে, এমন আশা করা অন্যায় নয়।

*

পরিচালক শ্রীতড়িৎ বসুর অধীনে "উমাক্ এজ্‌রা"র চিত্রগ্রহণকার্য্য নিয়মিত ভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

*

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী জানাচ্ছেন:—

১৭ই নভেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ইষ্ট ইণ্ডিয়ার উর্দ্দু ছবি "সুলতানা" করাচীর মোতিমহল থিয়েটারে উপ্‌রোউপ্‌রি ছ' হপ্তা ধ'রে চলছিল। ছবিখানির পরিচালক হচ্ছেন ভারত-বিখ্যাত শ্রীযুক্ত এ, আর, কারদার এবং এতে অভিনয় করেছেন—গুল হামিদ, জেরিনা, মজাহার প্রভৃতি।

*

লাহোরের মোতিমহল থিয়েটারে এঁদের আর একখানি উর্দ্দু ছবি "মমতাজ বেগম" মুক্তিলাভ করেছে। এর নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন—মজাহার এবং শ্রীমতী আখ্‌তারি।

*

পরিচালক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় "নাইট বার্ড" নামে একখানি উর্দ্দু গোয়েন্দা ছবি শেষ করেছেন, এ-সংবাদ নিশ্চয়ই পাঠকদের অবিদিত নেই। "সার্লক হোম্‌স্"-এর ধাঁচায় গঠিত এই ছবিখানির জোড়া যে ভারতবর্ষে আজও অবধি সৃষ্ট হয়নি, এ-কথা খুব জোর গলাতেই বলা যায়।

*

"মাস্তুতো ভাই" এবং "এক্সকিউজ্ মি স্যার" দেখবার পরে যাঁরা ডি-জির কাছ থেকে ঐ ধরণের আরও কিছু আশা করেন, তাঁদের জন্যে তিনি প্রস্তুত করেছেন—"লাভ্ ফ্যাক্টরী"; ছবির নাম থেকে নিশ্চয়ই আপনাদের বুঝে নিতে কষ্ট হচ্ছে না যে, "লাভ্ ফ্যাক্টরী' কি অপূর্ব্ব মজাদার চিজ্ হবে।

*

ইষ্ট ইণ্ডিয়া "লবকুশ" নামে একখানি তেলেগু ছবি এবং "সীতার বনবাস" নামে একখানি তামিল ছবি প্রস্তুত করেছেন দক্ষিণ ভারতীয় দর্শকদের খুসী করবার জন্যে।

*

পরিচালক শ্রীমধু বোসের উর্দ্দু ছবি "সেলিমা"র চিত্রগ্রহণকার্য্য প্রায় শেষ হয়ে এল। নাচ, গান, গল্প, দৃশ্যপট, সুন্দরী-সমাবেশ প্রভৃতি সকল দিক দিয়েই ছবিখানি নাকি একেবারে অপূর্ব্ব হবে। অসামান্যা রূপসী নটী মাধবী এবং হিন্দী দক্ষযজ্ঞের নায়িকা রাধাবাঈ এই ছবির দুই প্রধান ভূমিকায় দেখা দেবেন।

"গরীব-কি-দুনিয়া"র সুখ্যাত পরিচালক শ্রীযুক্ত সোরাবজী কেরাওয়ালা ইষ্ট ইণ্ডিয়ার হয়ে "বিমাতা" নামে একখানি উর্দ্দু ছবি তুলতে সুরু করেছেন।

"বাংলার মেয়ে"

(শ্রীঅজিত দে)

রবিবার দিন রঙ্‌মহলের "বাংলার মেয়ে" দেখে এলুম। "বাংলার মেয়ে" নাটকখানি বেশ উপভোগ্য এবং আনন্দদায়ক। অবশ্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর দেওয়া নাট্যরূপ একেবারে নিখুঁত হয় নি। "বাংলার মেয়ে" দীর্ঘ ছ'ঘণ্টা ধ'রে অভিনীত হয়। নাট্যরূপটি পরিবর্জ্জন এবং পরিশোধন সাপেক্ষ্য। "বাংলার মেয়ে"তে অনেক রকম বিরুদ্ধ চরিত্রের সমাবেশ আছে—এবং বইখানা নাটকীয় বিষয়বস্তুতে পূর্ণ। নাটকটিতে "ভবানী"র অংশ এত বিশদরূপে দেখানোর কোন সার্থকতা খুঁজে পেলুম না।—বাঙালী গৃহস্থ বধূর দুঃখময় জীবন দেখানোর পক্ষে "দেবী"র চরিত্রই যথেষ্ট।

শ্রীঅমর বসুর "সুবিনয়বাবুর" ভূমিকাভিনয়ে যথেষ্ট খুঁত দেখলুম। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব চরিত্র অধিক পরিমাণে নম্র এবং ধীর হওয়াই উচিত; কিন্তু তা হয়ে উঠেছে এক বদ্‌রাগী এবং খিটখিটে চরিত্র। অনিল ডাক্তারের মৃত্যু-দৃশ্যের অভিনয়ে ভূমেনবাবু আমাদের হতাশ করেছেন। মৃত্যু-দৃশ্যের সন্দিহান ভাব এবং আতঙ্কপূর্ণ জড়তার চিহ্ন মাত্রও দেখলুম না। শ্রীমতী রেণুবালার "ভবানী" চরিত্রগত দুঃখে পূর্ণ হ'লেও তাঁর বাচনভঙ্গী (Delivery) অতিশয় পুরোনো ধরণের। "সুরেশের" ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবি রায় ভালই অভিনয় করেছেন; কিন্তু প্রথম দিকে ভবানীর বাড়ীতে তাঁর অঙ্গসঞ্চালনের মাত্রা কিছু বেশী হয়েছিল। "সত্যেন্দ্রে"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাল অভিনয় করেছেন। ভগবদ্ভক্ত উপেন্দ্রের ভূমিকায় শ্রীযোগেশ চৌধুরীর অভিনয় হয়েছে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। জিতেন্দ্রের ভূমিকায় চমৎকার রূপদান করেছেন শ্রীনরেশ মিত্র। মাত্র শেষের দিকে তাঁর আবৃত্তির ভিতর উচ্ছ্বাসের মাত্রা কিছু বেশী হয়ে পড়েছে ব'লে মনে হয়। "প্রকাশে"র ক্ষুদ্র ভূমিকাতে শ্রীজহর গাঙ্গুলী ভালই অভিনয় করেছেন। "ইলার" ভূমিকায় শ্রীমতী রেণুকা অচল। আধুনিক সমাজের উচ্চশিক্ষিতা এবং বিলাত-প্রত্যাগতা "মিসেস মায়া ব্যানার্জ্জি"কে যখন মঞ্চের উপর দেখা যায়, তখন আমরা শ্রীমতী শান্তিকে দেখি না, দেখি "মিসেস মায়া ব্যানার্জ্জি"কে। "মিসেস মায়া ব্যানার্জ্জি" শ্রীমতী শান্তির এক অভিনব সৃষ্টি! শ্রীমতী শেফালিকা "বীথি"-বেশী যে ভক্তিমতী হিন্দু কুমারীর রূপ দিয়েছেন, তা হয়েছে সার্থক। কিন্তু বীথি যে বি-এ পড়ছে, এ-কথা তাঁর অভিনয় আমাদের একটিবারও স্মরণ করাতে পারেনি। শ্রীমতী শেফালিকার গান আমরা উপভোগ করেছি পুরোমাত্রায়। "দেবী"র ভূমিকায় শ্রীমতী চারুবালার অভিনয় হয়েছে বেশ ধীর এবং শান্ত। নটবর দাসের চরিত্র সৃষ্ট যে, শুধু দু'খানি গানের জন্যেই, তা অতি সুস্পষ্ট। মোটের ওপর, রঙ্‌মহলের "বাংলার মেয়ে" সত্যিই একখানি নয়নাভিরাম নাটক, যা দেখে দর্শক পাবেন প্রচুর আনন্দ এবং তৃপ্তি।

সাধারণ বঙ্গনাট্যশালার প্রথম যুগের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

প্রায় ৬২ বৎসর অতীত হইতে চলিল, কলিকাতায় সাধারণ বঙ্গনাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নাট্যানুরাগীগণের অবিদিত নাই,—যোড়াসাঁকো, ৩৬৫ নং অপার চিৎপুর রোডস্থ ৺মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটীতে (উপস্থিত মল্লিকদের ঘড়িওয়ালা-বাড়ী) ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ, ৭ই ডিসেম্বর (১২৭৯ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ, শনিবার) তারিখে, বঙ্গনাট্যশালা সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত প্রথম উন্মুক্ত হয়। আমরা এই ৬২ বৎসরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থিয়েটারের তিনটী যুগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলাম—প্রথম যুগ, মধ্য যুগ ও বর্ত্তমান যুগ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রথম যুগের যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় বিশেষ রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটী তালিকা "নাচঘরের" শারদীয় সংখ্যার পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিলাম।

এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন, বহু নাটকে ইহারা বহু ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। আমরা যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছি। বিশেষজ্ঞগণের যদি আরও অধিক জানা থাকে, আমাদিগকে জ্ঞাত করিলে পরম বাধিত হইব। ভবিষ্যতে ইহাঁদের প্রত্যেকের নাট্যজীবনের ইতিহাস স্বতন্ত্রাকারে ও সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশের বাসনা রহিল।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর, ন্যাসান্যাল থিয়েটার 'নীলদর্পণ' নাটক লইয়া প্রথম খোলা হয়। তাহার বহুকাল পরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৮শে জানুয়ারী তারিখে মিনার্ভা রঙ্গালয়ের দ্বার 'ম্যাক্‌বেথ' নাটক লইয়া প্রথম উদ্ঘাটিত হয়। এই ২১ বৎসর অর্থাৎ মিনার্ভা থিয়েটার খুলিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা বঙ্গনাট্যশালার প্রথম যুগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলাম। প্রথম যুগের শেষ দিকে উদিত হইয়া যাঁহারা মধ্যযুগে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় আমরা মধ্যযুগেই দিব।

১। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ইনি চড়কডাঙ্গা (যোড়াসাঁকো) জয়রাম বসাকের ভবনে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে একটী 'স্ত্রী-চরিত্র' লইয়া প্রথমে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। তাহার পর ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ, ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শোভাবাজার রাজবাটীতে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটি‌ক্যাল পার্টী কর্ত্তৃক অভিনীত কৃষ্ণকুমারী নাটকে 'ভীমসিংহের' ভূমিকাভিনয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। পরে বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ ১৬ই আগষ্ট) প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত নাটকগুলিতে নিম্নলিখিত ভূমিকাভিনয় করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হন :—

১। অভিরামস্বামী (দুর্গেশনন্দিনী), ২। মোহান্ত (মোহান্তের এই কি কাজ?) ৩। মাধবাচার্য্য (মৃণালিনী) ৪। মহাদেব (মেঘনাদ বধ) ৫। আলাউদ্দীন (সরোজিনী) ৬। রক্তবীজ (শম্ভু সংহার) ৭। ভীষ্ম (ভীষ্মের শরশয্যা)।

২। শরচ্চন্দ্র ঘোষ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বিহারীবাবুর প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবার পরদিন সিমলায় ছাতুবাবুর বাটীতে অভিনীত 'শকুন্তলা' নাটকে ইনিও

একটী স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকায় প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। ইহাঁরই বিশেষ উদ্যোগে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি 'দুর্গেশনন্দিনী'তে অশ্বপৃষ্ঠে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া জগৎসিংহের ভূমিকাভিনয়ে সর্ব্বসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক নাটকে ইহাঁর [illegible] ভূমিকাভিনয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অকালে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

৩। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, চুঁচুড়ায় পদ্মাবতী নাটকে ইনি কঞ্চুকীর ভূমিকা লইয়া প্রথম দর্শকগণের সম্মুখে উপস্থিত হন। পরে বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারে 'সধবার একাদশী' নাটকে অটল এবং শ্যামবাজার, রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে নির্ম্মিত ন্যাসান্যাল থিয়েটারে (বিনা টিকিট বিক্রয়ে) লীলাবতী নাটকে হেমচাঁদের ভূমিকা সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করেন। সাধারণ বঙ্গনাট্যশালায় ইহাঁর বিশেষ অভিনয়—১। নীলমাধব (নীলদর্পণ) ২। রাজা (নবীন তপস্বিনী) ৩। বলেন্দ্রসিংহ (কৃষ্ণকুমারী) ৪। নবকুমার (কপালকুণ্ডলা) ৫। পদ্মলোচন (জামাই বারিক) ৬। হেমচন্দ্র (মৃণালিনী) ৭। আলেকজাণ্ডার (পুরুবিক্রম) ৮। রুদ্রপাল (রুদ্রপাল) ৯। গজদানন্দ (গজদানন্দ)

৪। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর কয়লাহাটায় (রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট) "কিছু কিছু বুঝি" অভিনয়ে দন্তবক্র ও চন্দনবিলাসের ভূমিকা লইয়া ইনি সর্ব্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। পরে বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারে 'সধবার একাদশী' নাটকে কেনারাম এবং শ্যামবাজার, রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে অভিনীত ন্যাসান্যাল থিয়েটারে লীলাবতী নাটকে হরবিলাস ও ঝি-এর ভূমিকা দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন। পরে ইহাঁদের উদ্যোগে সান্যাল-ভবনে সাধারণ বঙ্গনাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইহাঁর অভিনীত প্রধান প্রধান ভূমিকা—

১। গোলক বসু, উড সাহেব ও সাবিত্রী (নীলদর্পণ) ২। চোর (জামাই বারিক) ৩। জলধর (নবীন তপস্বিনী) ৪। ছাতুলাল (নয় শো রুপেয়া) ৫। ধনদাস (কৃষ্ণকুমারী) ৬। বুড়ো (বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ) ৭। হৃষীকেশ (মৃণালিনী) ৮। মলহর রাও গাইকোয়ারে (হীরক-চূর্ণ) ৯। ধৃতরাষ্ট্র (পাণ্ডব নির্ব্বাসন)

৫। গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৮৬৯ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে ইনি বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারে 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকা লইয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। তাহার পর শ্যামবাজার রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে অভিনীত 'লীলাবতী' নাটকে ললিতের ভূমিকা অভিনয় করেন। পরে সাধারণ বঙ্গনাট্যশালায় নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান ভূমিকা অভিনয় করেন :—

১। ভীমসিংহ (কৃষ্ণকুমারী) ২। পশুপতি (মৃণালিনী) ৩। নগেন্দ্র (বিষবৃক্ষ), মেঘনাদ ও রাম (মেঘনাদ বধ) ৪। ক্লাইভ (পলাশীর যুদ্ধ) ৫। জগৎসিংহ (দুর্গেশনন্দিনী) ৬। হামির (হামির) ৭। কুহকী (আলাদিন) ৮। বেতাল (আনন্দরহো) ৯। রাম (রাবণ-বধ, সীতার বনবাস ও লক্ষ্মণ-বর্জ্জন নাটকে) ১০। যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন (অভিমন্যু বধ) ১১। কীচক ও দুর্য্যোধন (পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ১২। দক্ষ (দক্ষযজ্ঞ)

৬। রাধামাধব কর

১৮৬৯ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারে 'সধবার একাদশী' নাটকে রাম মাণিক্যের ভূমিকা লইয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। পরে 'লীলাবতী' নাটকে ক্ষীরোদবাসিনীর ভূমিকাভিনয় করেন। সাধারণ বঙ্গনাট্যশালায়—১। বসন্তরায় [বউ ঠাকুরাণীর হাট] ২। শকুনি [পাণ্ডব নির্ব্বাসন]

৭। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় [বেল বাবু]

১৮৬৯ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে, বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারে 'সধবার একাদশী' নাটকে কুমুদিনীর ভূমিকা লইয়া ইনি সর্ব্বপ্রথম অবতীর্ণ হন। পরে শ্যামবাজারে অভিনীত লীলাবতী নাটকে সারদাসুন্দরীর ভূমিকা অভিনয় করেন। সাধারণ বঙ্গনাট্যশালায়—১। ক্ষেত্রমোহন (নীলদর্পণ) ২। বিলাসবতী (কৃষ্ণকুমারী) ৩। ব্যোমকেশ (মৃণালিনী) ৪। অভিমন্যু (অভিমন্যু বধ) ৫। রাম (সীতার বিবাহ) ৬। লক্ষ্মণ (রামের বনবাস ও সীতাহরণ নাটকে) ৭। ছন্দক (বুদ্ধদেব-চরিত) ৮। সাধক (বিল্বমঙ্গল) ৯। চৈতন্যদেব (রূপ-সনাতন) ১০। গদাধর (সরলা) ১১। ভজহরি (প্রফুল্ল) ১২। অঘোর (হারানিধি)

৮। শবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দেওয়ান রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটীতে অভিনীত 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' প্রহসনে ইনি 'ক'নের ভগিনী'র ভূমিকা লইয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। পরে 'লীলাবতী' নাটকে শ্রীনাথের ভূমিকা অভিনয় করেন। সাধারণ বঙ্গনাট্যশালায় ইহাঁর প্রধান অভিনয়—১। গোপীনাথ দেওয়ান (নীলদর্পণ) ২। জম্বুক চামার (পূর্ণচন্দ্র) ৩। ত্রিবেদী (রাজা ও রাণী)

৯। মহেন্দ্রলাল বসু

১৮৭১ খ্রীঃ জুলাই মাসে শ্যামবাজার, রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে বাঁধা রঙ্গমঞ্চে 'লীলাবতী' নাটকে ইনি প্রথম ভোলানাথ চৌধুরীর ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। পরে সাধারণ বঙ্গনাট্যশালায়—

১। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পদী ময়রাণী (নীলদর্পণ) ২। বগী (নবীন-তপস্বিনী) ৩। ভারতমাতা (ভারতমাতা) ৪। অহল্যা (কৃষ্ণকুমারী) ৫। নবকুমার (কপালকুণ্ডলা) ৬। সত্যসখা (হেমলতা) ৭। বখ্‌তিয়ার খিলিজি (মৃণালিনী) ৮। পুরু (পুরু বিক্রম) ৯। শরৎ (শরৎ-সরোজিনী) ১০। রণবীর সরোজিনী) ১১। সুরেন্দ্র (সুরেন্দ্র-বিনোদিনী) ১২। সিরাজ-দৌলা (পলাশীর যুদ্ধ) ১৩। ওসমান (দুর্গেশ-নন্দিনী) ১৪। লক্ষ্মণ (রাবণ বধ, সীতার বনবাস ও লক্ষণ-বর্জ্জন নাটকে) ১৫। অর্জ্জুন ও জয়দ্রথ (অভিমন্যু বধ) ১৬। রাম (রামের বনবাস ও সীতাহরণ নাটকে) ১৭। বৃহন্নলা (পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ১৮। জীবানন্দ (আনন্দ মঠ) ১৯। উদয়াদিত্য (বউ ঠাকুরাণীর হাট) ২০। দুর্য্যোধন (পাণ্ডব নির্ব্বাসন) ২১। শালিবাহন (পূর্ণচন্দ্র) ২২। অলর্ক (বিষাদ) ২৩। কুমারসেন (রাজা ও রাণী) ২৪। লালা (লালা গোলকচাঁদ) ২৫। গোবিন্দলাল (কৃষ্ণকান্তের উইল)

[ক্রমশঃ]

কালী ফিল্মস্

সর্ব্বজন-স্নেহধন্যা

তরুণী

ত্রয়োদশ সপ্তাহে পদার্পণ করিয়া

আপনাদের অভিবাদন

করিতেছেন

কর্ণওয়ালিসে

সাধক-কবি

তুলসীদাস

১লা ডিসেম্বর হইতে

আপনাদের অভিবাদন

করিবেন

রূপবাণীতে

শনি ও রবিবার
তিনবার
বেলা ৩টা, সন্ধ্যা ৬-১৫
ও রাত্রি ৯॥ টায়

অন্যান্য দিন দুইবার
সন্ধ্যা ৬-১৫
ও রাত্রি ৯॥ টায়

৮৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (শ্যামবাজার) কলিকাতা
টেলিফোন নং—১১৩৩ বড়বাজার

শনিবার ১লা ডিসেম্বর হইতে

ফ্রাঙ্ক বাক্-এর

ওয়াইল্ড কার্‌গো

অস্ত্রাদি না লইয়া ভীষণ সর্প ধৃত করা—
বৃক্ষ হইতে জীবন্ত ব্যাঘ্র জালে ফেলা—
অদ্ভুত কৌশলে গণ্ডার ধরা—ইত্যাদি
বিস্ময়কর দৃশ্যাদি দেখিয়া
আপনারা রোমাঞ্চিত হইবেন।

আপনাদের সুবিধার জন্য সকল শ্রেণীর টিকিট সকাল ৯টা হইতে পাইবেন।

—রঙমহল—

৭৬।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট * ফোন—বড়বাজার ২৪৪৫

—বর্ত্তমান বঙ্গর[illegible] [illegible]ত্তর আনিয়াছে—

প্রতি শ[illegible]ত্রি ৭ টায়

প্রতি রবি[illegible]টনী ৩৷৷০ টায়

— রঙ[illegible]র শ্রেষ্ঠ দান —

═বাঙলার মেয়ে═

গাল্পাংশ— প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

নাট্যরূপ— যোগেশ চৌধুরী

যুগ্ম প্রযোজক—

নরেশ মিত্র * সতু সেন

"মহানিশা" অপেক্ষা ভাল কোন নাটক কি কেহ কল্পনা করিতে পারিতেন? অথচ সকলেই বলেন— "বাঙ্‌লার মেয়ে আরও চমৎকার"।

আসুন! দেখুন!!

প্রতি বুধবার রাত্রি ৭ টায়

— রঙ্‌মহলের হাস্যরসের নির্ঝর —

-কাজ্‌রী-

আপনাদিগকে আনন্দ দিবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা।

নাট্য নিকেতন

রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট] [ফোন নং বি বি ৯৫১

অধ্যক্ষ—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

শনিবার ১লা ডিসেম্বর রাত্রি ৭ টায়

রবিবার ২রা ডিসেম্বর ম্যাটিনী ৪ টায়

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

নূতন পৌরাণিক নাটক

চক্রব্যূহ

মহাসমারোহে ৪র্থ ও ৫ম অভিনয়

বিভিন্ন ভুমিকায়—

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী	শ্রীমতী চারুশীলা
শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	শ্রীমতী সরযূবালা
শ্রীসন্তোষ সিংহ	শ্রীমতী নিরুপমা
শ্রীসন্তোষ দাস	শ্রীমতী তারাসুন্দরী
শ্রীগণেশ গোস্বামী	শ্রীমতী উষাবতী
শ্রীললিত মিত্র	শ্রীমতী দুর্গারাণী
শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী	শ্রীমতী নীহারবালা

এখন হইতে সিট রিজার্ভ করুন

হিন্দুস্থান (সাউণ্ড) ষ্টুডিও

প্রথম অবদান

শ্রীহেমেন রায়ের

ঝড়ের যাত্রী

অভিনেতা ও অভিনেত্রী

চন্দ্রাবতী

নিভাননী

নগেন্দ্রবালা

রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়

শৈলেন পাল

ললিত মিত্র

সন্তোষ দাস

শৈলেন চৌধুরী

চিত্রকার—
হেমচন্দ্র চন্দ্র (বি, এন, সরকারের সৌজন্যে)

সুরশিল্পী ও নেপথ্য-সঙ্গীতকার—
কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণ
ও
রঞ্জিত রায়

আলোক-শিল্পী—
দেবী ঘোষ

শব্দযন্ত্রী—
শম্ভু সিং
(বড়ুয়া পিকচার্স লিঃ)

কারু ও প্রচার বিভাগ—
সন্ধেশ্বর মিত্র

৮-ম সপ্তাহের

বিজয় অভিযান!

ক্রাউনে

দক্ষ-যজ্ঞ

বর্ত্তমান বৎসরের

সর্ব্ববাদীসম্মত

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সবাক-চিত্র

আর একখানি

অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত

বাংলা বাণী-চিত্র

রাজ-নটী

বসন্তসেনা

চিত্রায়

শীঘ্রই

মুক্তিলাভ করিবে

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর
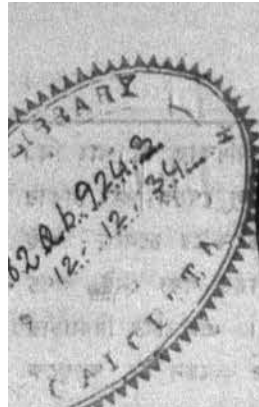
প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
৪১শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

২১শে অগ্রহায়ণ
১৩৪১

কলালাপ

বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বক্ষেত্রে কি-জানি-কেন মানুষের চিন্তা-ধারা পরস্পর থেকে এত বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন গতিতে প্রকাশিত এবং উৎসারিত হচ্ছে যে, একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কোন দুটি মানুষ তাদের কার্য্যক্ষেত্রে অন্ততঃ কোন একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে পুরোপুরি এক-মত হ'তে পারছে না। ফলে মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলতার তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে তার জ্ঞান, কর্ম্ম, ধর্ম্মরাজ্যে। এবং আজকের সাহিত্যে যে একটা বড়োরকম propagandist's note হয়ত' খানিকটা অন্যায় রকম ভাবেই প্রাধান্য লাভ করেছে, অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যাবে যে, তারও মূলে কতকাংশে রয়েছে মানব-জগতের এই অপরিমিত বিশৃঙ্খলতা।

"চক্রব্যূহ"-নাটকে অভিমন্যু ও লক্ষ্মণের ভূমিকায়
শ্রীমতী নীহারবালা এবং শ্রীমতী নিরুপমা

*

Shavian Drama হচ্ছে প্রধানত: উদ্দেশ্যমূলক; প্রোপাগাণ্ডার ছাপ তার সর্ব্বাঙ্গে সুপরিস্ফুট। নাট্যকার কোন-কিছুর সম্বন্ধে তাঁর মত সাধারণ্যে প্রকাশ ক'রতে চান এবং তা' তিনি করেন একখানি নাটককে আশ্রয় ক'রে। একখানা প্যামফ্লেট, খবরের কাগজে আর্টিকেল, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ইত্যাদির ভিতর দিয়েও সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্ম-বিষয়ক, রাজনৈতিক বা অন্যান্য গুরু বা লঘু বিষয়ক আন্দোলন-অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-প্রচলিত রীতিনীতি-আচার ব্যবহার সম্পর্কে ভাবুক ব্যক্তি তাঁর মতামতকে প্রচার ক'রতে পারেন। কিন্তু শ' প্রভৃতি নাট্যকার মনে করেন—One's opinion is most effectively told from the stage. কারণ এ-কথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে, কোন-একটা-কিছু পাঠ ক'রলে মনে যে ছাপ পড়ে, সেই জিনিষকে চোখের সামনে অভিনীত হ'তে দেখলে তার ছাপ তাথেকে ঢের বেশী গভীর এবং স্থায়ী হয়। উদ্দেশ্যমূলক নাটকের সার্থকতা এইখানেই।

*

আজকের দিনে যাঁদের নাটক সাধারণতঃ বাঙলা রঙ্গ-মঞ্চে অভিনীত হয়ে থাকে, তাঁদের মধ্যে শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর নাটকের ভিতর উপরে কথিত propagandist's note-কে আমরা ধ্বনিত হ'তে শুনি। প্রায় প্রতি নাটকেই তিনি এক একটা সমস্যা বা প্রব্লেমকে আমাদের সামনে এনে হাজির করেন এবং নাটকের ঘটনা ও চরিত্র পরম্পরার ভিতর দিয়ে তাঁর নিজের মতানুযায়ী একটা সমাধানও ক'রে দেন। নাটক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁর উপস্থাপিত সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যায়, এমন কথা বলছি না; কিন্তু সমস্যা সম্বন্ধে নাট্যকারের নিজের মতামত বহু লোকের কাছেই যে বেশ নূতন এবং চমকপ্রদ এবং অনেক ক্ষেত্রে রীতিমত উত্তেজক, এমন কি বিদ্রোহসূচক ব'লে বোধ হয়, এ-কথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন। শচীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি যে, সব সময়েই এই ভদ্রলোকটির নূতন-কিছু বলবার আছে এবং তাঁর প্রত্যেকটি নাটকই আমাদের মস্তিষ্ককে ভাবনার পথে চালিত করে। তাঁর নাটক মাত্র সমস্যামূলকই নয়, সঙ্গে সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকও বটে—তিনি মাত্র নাটকের

ভিতর প্রব্‌লেম্ হাজির ক'রেই ক্ষান্ত থাকেন না, ওরই সঙ্গে তিনি তাঁর মতবাদও প্রচার করেন; তিনি একজন propagandist এবং সেই কারণেই Shavian.

*

কাজেই তাঁরই হাতের নূতন রচনা নব-নাট্যমন্দিরে অভিনীত "দশের দাবী" যে একখানি উদ্দেশ্যমূলক নাটক রূপে আমাদের চোখের সামনে এসে ধরা দিয়েছে, এতে আমরা একটুও বিস্মিত হইনি। বর্ত্তমান ভারতে মহাত্মাজীর অনুগ্রহে যে জিনিষটি নিয়ে লোকে ব্যক্তি এবং সমষ্টিগত ভাবে হঠাৎ অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে, সেই "হরিজন আন্দোলন" সম্বন্ধে নাট্যকার তাঁর নিজের মনোভাবকে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন এই "দশের দাবী"র ভিতর দিয়ে। কিন্তু সমস্যার উপস্থাপন এবং তার সম্পর্কে নিজের মতপ্রকাশ ব্যাপারে শচীন্দ্রনাথ এবার বেশ একটু মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন।

*

নাটকটি সুরু ক'রে প্রায় মাঝপথ পর্য্যন্ত তাকে তিনি এমনই হাস্য-রস-কোলাহলের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছেন যে, দর্শক কিছুতেই অনুভব ক'রতে পারেন না যে, তিনি একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হ'তে চলেছেন। পরে "ফলশ্রুতি" বিভাগে যখন মাত্র একটি ঘণ্টার অভিনয়ের ভিতর দিয়ে আসল নাটকের আরম্ভ এবং সমাপ্তি ঘটে বিচিত্র গতিতে, বিচিত্রতর রূপে, বিচিত্রতম প্রকাশের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে, তখনও মধুর, ব্যঙ্গ এবং হাস্যরসের সংমিশ্রণে ঘটনার গুরুত্ব দর্শকের মনকে অন্যায় ভাবে পীড়িত ও ভারাক্রান্ত ক'রে তুলতে পায় না। এবং এই কারণেই 'অসম অর্থনৈতিক' ব্যবস্থার গুণে আজ যারা হীনজন, সেই হরিজন সেবা সম্পর্কে নাট্যকারের মতামত যতই সুতীব্র হোক্ না কেন, তাকে কারুরই কাছে বিন্দুমাত্রও boring ঠেকবে না নাটকখানির অভিনয় দেখতে দেখতে। এমন cent per cent entertainment value বজায় রেখে এ-রকম ধারা উদ্দেশ্যমূলক নাটক লেখবার প্রচেষ্টা আমাদের থিয়েটারে আজকাল ত' আদপেই নজরে পড়ে না, এমন কি আগেকার যুগেও ঠিক এমনটি হয়েছে ব'লে মনে ক'রতে পারছি না।

*

এ ছাড়া "দশের দাবী" আমাদের আর একটি নূতন জিনিষের সন্ধান দিয়েছে। মানুষের জীবন-নাট্য যে সবটাই কমেডি বা সবটাই ট্রাজিডি নয়, আজকের দিনের নাটককে যে বিশেষ ক'রে কমেডি বা ট্রাজিডির পর্য্যায়ভুক্ত হ'তে হবে না, তাকে হ'তে হবে মাত্র জীবন-নাট্যেরই প্রতিচ্ছবি, তার বেশী বা কম নয়—এ-কথা বাঙলা থিয়েটারে প্রথম দেখালো এই "দশের দাবী";—রঙ্গব্যঙ্গের সমাবেশে তার আরম্ভ এবং মৃত্যুর বেদনব্যথায় তার সমাপ্তি। নাটকের এই অভিনব রূপ প্রকাশের পথ-প্রদর্শক হওয়ার জন্যে আমরা শচীন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

*

"দশের দাবী"র নাট্যকারের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। তিনি ব'লতে চান, আমাদের হরিজন সেবার প্রচেষ্টা গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার মতই হাস্যকর। অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাপে যে-হরিজনদের হীনজনে পরিণত ক'রে আমরা আজ আমাদের ভদ্র এবং সভ্য সমাজকে গ'ড়ে তুলেছি, তারা এ-কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করবে যে, আমরা সত্যিই তাদের ভালো ক'রতে পারি, আমাদের কাছ থেকে তারা যথার্থই উপকার আশা ক'রতে পারে? বছরের পর বছর ধ'রে তারা আমাদের ভয় ক'রতেই শিখেছে, দূরে রেখে সম্ভ্রম জানাতেই অভ্যস্ত হয়েছে, আপনার জন মনে ক'রে ভালোবাসবার অধিকার ত' পায় নি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যন্ত্র আজও তেমনি সশব্দে চালু থেকে তার চাকার নীচে ঐ হীন হরিজনদের সমান ভাবেই নিষ্পেষিত ক'রে চলেছে; এই যন্ত্রদৈত্যের গতি রোধ করবার দিকে আমাদের কারও লক্ষ্য নেই, অথচ আমরা মুখর হয়ে উঠছি—হরিজন, হরিজন ব'লে। এর চেয়ে মিথ্যাচার আর কি হ'তে পারে? এবং নাট্যকার আরও বলছেন যে, আজকে আমরা যদি সত্যি সত্যিই হরিজনদের সঙ্গে মিশে, হরিজনদের মত হয়ে, তাদের ভাই ব'লে গলা জড়িয়ে ধ'রতে যেতে চাই, তাদের দুঃখকে নিজেদের দুঃখ ব'লে বরণ ক'রে নিতে উদ্যত হই, তাদের হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাদের নিকটবর্ত্তী হবার চেষ্টা করি, তবুও তারা নিশ্চয়ই প্রথমে আমাদের সঙ্গে মিতালি পাতাতে সম্মত হবে না, আমাদের সাধু সঙ্কল্পকে সহজ অন্তঃকরণে স্বীকার ক'রে নিতে তাদের অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, বহু জন্ম-সঞ্চিত অবিশ্বাসের বিষ-কাঁড় দ্বারা তারা আমাদের জর্জ্জরিত করবে প্রতি পদে পদে। এবং এইখানেই হচ্ছে হরিজন-আন্দোলনের চরম ট্রাজিডি! —"দশের দাবী" নাটকের মুখ্য চরিত্র "দয়াল দা"র শোচনীয় মৃত্যু এই চরম ট্রাজিডিকে মূর্ত্ত ক'রে তুলেছে রঙ্গমঞ্চের উপর।—

*

অভিনয়ের দিক দিয়ে "দশের দাবী" হয়েছে পরম উপভোগ্য। মহাপ্রাণ দয়াল (শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী), ভাবুক-কবি নিশানাথ (শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী), ডিসিপ্লিনজ্ঞ অফিসার-কম্যাণ্ডিং প্রফুল্ল (শ্রীশৈলেন চৌধুরী), মাদলের জ্বালায় পাগল পাব্লিসিটি-অফিসার মহিম (কুমার কনকনারায়ণ), চপল-চঞ্চল-চটুল টাইপিষ্ট অমরেশ (শ্রীসুবোধ মজুমদার), ভাবপ্রবণা সুজাতা দেবী (শ্রীমতী কঙ্কা), কর্ম্মপ্রাণা নন্দিনী দেবী (শ্রীমতী প্রভা)—এঁদের প্রত্যেকেই আমাদের আনন্দ দিয়েছেন পুরো মাত্রায়। শ্রীমতী কঙ্কার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান ক'খানি নিতান্ত অমর্য্যাদা লাভ করেনি। সর্দ্দারের ভূমিকায় শ্রীশীতল পাল যথাশক্তি প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করেছেন; তবে তাঁর মুখে নাট্যকার যে কথাবার্ত্তা বসিয়েছেন, তা ঠিক কোন্ দেশীয়, সেকথা আজও অবধি আমরা ভেবে ঠিক ক'রতে পারিনি। শ্রীশান্তশীল গোস্বামীর অধিনায়কত্বে সাঁওতালী নৃত্যগীতটি বাস্তবতার দিক দিয়ে অতি-সুন্দর হয়েছে।

*

মঞ্চসজ্জা এবং দৃশ্যপট মনোরম। বসুবাবুদের বৈঠকখানার ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান পাহাড়ের চূড়া ও সানুপ্রদেশ বিভিন্ন আলোকসম্পাতে সমুজ্জ্বল হয়ে সম্মুখের বাস্তবতার পিছনে by contrast বেশ একটি কাল্পনিক আবহের সৃষ্টি করেছিল। আমরা এর জন্যে মঞ্চশিল্পীকে সাধুবাদ দিচ্ছি। "দশের দাবী" নাটক এবং তার অভিনয় ও প্রয়োগকার্য্য সকল শ্রেণীর দর্শককেই সমান খুসী করবে, একথা আমরা জোর গলায় বলতে পারি।

*

শরৎচন্দ্রের "বিজয়া"কে মঞ্চস্থ করবার জন্যে শিশিরকুমার অতি মাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছেন। আমরা আশা করি, "বিজয়া" বিজয়লক্ষ্মীর অঙ্কবর্ত্তিনী হবার যোগ্যতালাভে সমর্থ হবে।

*

শুনলুম, রঙ্মহলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের "রাবণ"কে রঙ্গরসিকদের সম্মুখে সাড়ম্বরে উপস্থাপিত করবার জন্যে একখানিও পাথর ওল্টাতে বাকী রাখছেন না। দৃশ্যপট পরিকল্পনার ভার পড়েছে শ্রীযামিনী রায়ের উপর। এবং নাটকটিতে সুরযোজনার জন্যে নাকি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের নির্দ্দেশ বিশেষভাবে গ্রহণ

কথা হয়েছে। ১২ই ডিসেম্বর আসতে আর বেশী দেরী নেই। অতএব, মাত্র কয়েক দিন ধৈর্য্যধারণ ক'রে অপেক্ষা করবার পরই রঙ্মহলের "রাবণে"র স্বরূপ দেখবার সুযোগ আমরা লাভ করব। এবং আমরা আশা করি, তখন আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাব যে, রঙ্মহলের শ্রম সকল দিক দিয়েই সার্থক হয়েছে।

নাট্যনিকেতনের অধ্যক্ষ শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর সম্মান-রজনী উপলক্ষ্যে আস্‌চে ১৪ই ডিসেম্বর যে অভিনেতৃ-সম্মেলন হবে ব'লে শোনা যাচ্ছে, তা নাট্যরসিকদের পক্ষে যথেষ্টই লোভনীয়। নিকেতনের শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীমতী চারুশীলা, শ্রীমতী সরযূবালা, শ্রীমতী নীহারবালা প্রভৃতি কৃতী অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে যোগ দেবেন শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে, শ্রীমতী তারাসুন্দরী প্রভৃতি বিশিষ্ট নট-নটী। সে রাত্রিতে অভিনীত হবার জন্য নির্ব্বাচিত হয়েছে ক্ষীরোদপ্রসাদের জনপ্রিয় নাটক "প্রতাপাদিত্য"।

*

গেল সোমবার, ২৬শে নভেম্বর শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের সভাপতিত্বে "তরুণ সমিতি" নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় করেছিলেন। সমগ্রভাবে, অভিনয়টি এমনই সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে, প্রতিটি দর্শক মুগ্ধচিত্তে শেষ পর্য্যন্ত ব'সে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিশেষ ক'রে, রমেশ, কাঙ্গালীচরণ এবং জগমণির ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীগোষ্ঠ মল্লিক, শ্রীমঙ্গল চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীরমেশ বসুর অসামান্য অভিনয়নৈপুণ্য সমবেত সকলেরই উচ্চ প্রশংসালাভে সমর্থ হয়েছিল। আমরা তরুণ সমিতির কর্ত্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানিয়ে বলছি, আমরা ভবিষ্যতে তাঁদের একাধিক অভিনয়-আসরে নিমন্ত্রিত হ'তে চাই।

*

ভবানীপুরের এম্প্রেস থিয়েটার পূর্ণ থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীদের অধিকারে এসেছে। শুনলুম, তাঁরা চিত্রগৃহটির নব নামকরণ করবেন—কল্যাণী সিনেমা।

*

"রঞ্জনরুদ্রে"র শারীরিক অসুস্থতার জন্যে এবারে আমাদের কাগজের নিয়মিত রচনা "চিত্রপুরী" প্রকাশিত হ'ল না। আমরা আশা করছি, দু' এক দিনের ভিতরেই রঞ্জনরুদ্র নিরাময় হয়ে উঠে আগামী সংখ্যার জন্যে কলম ধরবেন।

সাধারণ বঙ্গনাট্যশালার প্রথম যুগের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

১০। মতিলাল সুর

১৮৭১ খ্রীঃ জুলাই মাসে শ্যামবাজারে 'লীলাবতী' নাটকে ইনি 'মেজো খুড়োর' ভূমিকা লইয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। পরে সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালায়—১। তোরাপ (নীলদর্পণ) ২। সত্যদাস (কৃষ্ণকুমারী) ৩। কাপালিক (কপালকুণ্ডলা) ৪। মাধবাচার্য্য (মৃণালিনী) ৫। লক্ষ্মণ সিংহ (সরোজিনী) ৬। বিভীষণ (মেঘনাদ বধ) ৭। প্রতাপ (বউ ঠাকুরাণীর হাট) ৮। যুধিষ্ঠির (পাণ্ডব নির্ব্বাসন) ৯। মাধব (বিষাদ) ১০। বিক্রমদেব (রাজা ও রাণী)

১১। ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৭১ খ্রীঃ জুলাই মাসে শ্যামবাজারে 'লীলাবতী' নাটকে ইনি 'রাজ-লক্ষ্মী'র ভূমিকা লইয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। ইনি গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকাভিনয়ে বিশেষ

রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। যথা—১। সরলতা (নীলদর্পণ) ২। কামিনী (নবীন তপস্বিনী) ৩। সরলা (নয়শো রুপেয়া) ৪। কৃষ্ণকুমারী (কৃষ্ণকুমারী) ৫। মনোরমা (মৃণালিনী)

১২। অমৃতলাল বসু

১৮৭২ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ বঙ্গনাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দিনেই ইনি প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। ইহার অভিনীত প্রধান প্রধান ভূমিকা :—১। সৈরিন্ধ্রী (নীলদর্পন) ২। বিজয় (নবীন তপস্বিনী) ৩। রঞ্জন (নয়শো রুপেয়া) ৪। মদনিকা (কৃষ্ণকুমারী) ৫। দিগ্বিজয় (মৃণালিনী) ৬। কর্ত্তা (চোরের উপর বাটপাড়ী) ৭। বিজয় (সরোজিনী) ৮। ম্যাজিষ্ট্রেট (সুরেন্দ্র বিনোদিনী) ৯। মানসিংহ (আনন্দরহো) ১০। বাপ্পারাও (তিল-তর্পণ) ১১। দধীচি (দক্ষযজ্ঞ) ১২। বিদূষক (ধ্রুবচরিত্র ও নল-দময়ন্তী) ১৩। বাতুল (শ্রীবৎস-চিন্তা) ১৪। প্রতিবেশী (চৈতন্য লীলা) ১৫। মিঃ সিং (বিবাহ বিভ্রাট) ১৬। শিষ্য ও গণক (বুদ্ধদেব চরিত) ১৭। ছুকড়ি সেন (বেল্লিকবাজার) ১৮। সুবুদ্ধি (রূপ সনাতন) ১৯। নসীরাম (নসীরাম) ২০। রমেশ (প্রফুল্ল) ২১। পূর্ণরাম ভাট (চণ্ড) ২২। বেহারী খুড়ো (তরুবালা) ২৩। মহানন্দ (নরমেধ যজ্ঞ) ২৪। মিঃ ফিস্ (রাজাবাহাদুর)

১৩। অবিনাশচন্দ্র কর

১৮৭২ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর ন্যাসান্যাল থিয়েটারে ইনি 'নীলদর্পণ' নাটকে রোগ সাহেবের ভূমিকা লইয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে বাহির হন। এই একটী মাত্র ভূমিকা অভিনয়েই ইনি সুপ্রসিদ্ধ।

১৪। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৭২ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকে বিন্দুমাধবের ভূমিকা লইয়া ইনি প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। ইহার অভিনীত অন্যান্য ভূমিকা :—২। জগৎসিংহ (কৃষ্ণকুমারী) ৩। পশুপতি (মৃণালিনী) ৪। মেঘনাদ (মেঘনাদ বধ) ৫। ওসমান (দুর্গেশনন্দিনী)

১৫। হরিদাস দাস [বৈষ্ণব]

১৮৭৩ খ্রীঃ ২০শে অক্টোবর বেঙ্গল থিয়েটারে দুর্গেশনন্দিনীতে ইনি 'ওসমানে'র ভূমিকা লইয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। এই এক ভূমিকাভিনয়েই ইনি বঙ্গনাট্যশালায় সুপ্রসিদ্ধ। অন্যান্য ভূমিকা :—২। হেমচন্দ্র (মৃণালিনী) ৩। আলেকজেণ্ডার (পুরুবিক্রম) ৪। সেলিম (অশ্রুমতী)

১৬। কেদারনাথ চৌধুরী

১৮৭৭ খ্রীঃ ৬ই অক্টোবর ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'আগমনী' গীতিনাট্যে ইনি 'মহাদেবে'র ভূমিকা লইয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। ইহার অভিনীত অন্যান্য ভূমিকা :—২। লক্ষ্মণ (মেঘনাদ বধ) ৩। মোহনলাল (পলাশীর যুদ্ধ) ৪। জগৎসিংহ (দুর্গেশনন্দিনী) ৫। শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রোণাচার্য্য (অভিমন্যু-বধ ও পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ৬। দুর্য্যোধন (ছত্রভঙ্গ)

১৭। অমৃতলাল মিত্র

১৮৭৭ খ্রীঃ ১লা ডিসেম্বর ন্যাসান্যাল থিয়েটারে মেঘনাদ-বধ নাটকে রাবণের ভূমিকা লইয়া ইনি প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। ইহার অন্যান্য প্রধান ভূমিকা :—২। জগৎশেঠ ও ঘাতক (পলাশীর যুদ্ধ) ৩। বীলন দেব (হামির) ৪। আকবর ও প্রতাপ (আনন্দরহো) ৫। রাবণ (রাবণ বধ) ৬। ভীম ও গর্গ (অভিমন্যু বধ) ৭। দশরথ (রামের বনবাস) ৮। রাবণ ও বালী (সীতা হরণ) ৯। ভীম, ভীষ্ম ও ব্রাহ্মণ (পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ১০। মহাদেব (দক্ষযজ্ঞ) ১১। উত্তানপাদ (ধ্রুব চরিত্র) ১২। নল (নল দময়ন্তী) ১৩। শ্রীবৎস (শ্রীবৎস চিন্তা) ১৪। মাধাই (চৈতন্যলীলা) ১৫। হিরণ্যকশিপু (প্রহ্লাদ চরিত্র) ১৬। কেদার ভারতী (নিমাই সন্ন্যাস) ১৭। বুদ্ধ (বুদ্ধদেব চরিত) ১৮। বিল্বমঙ্গল (বিল্বমঙ্গল) ১৯। সনাতন (রূপ সনাতন) ২০। অনাথনাথ (নসীরাম) ২১। বিধুভূষণ (সরলা) ২২। যোগেশ (প্রফুল্ল) ২৩। [illegible] (হারানিধি) ২৪। চণ্ড (চণ্ড) ২৫। অখিল (তরুবালা) ২৬। সিদ্ধার্থ (নরমেধ যজ্ঞ) ২৭। বনবীর (বনবীর)

১৮। অঘোরনাথ পাঠক

১৮৮১ খ্রীঃ, ৩০শে জুলাই ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'রাবণবধ' নাটকে হনুমানের ভূমিকা লইয়া ইনি প্রথম রঙ্গমঞ্চে বাহির হন। ইহার অন্যান্য ভূমিকা :—২। কর্ণ ও গণক (অভিমন্যুবধ) ৩। রাবণ (সীতার বিবাহ) ৪। গুহক (রামের বনবাস) ৫। নারদ (ধ্রুবচরিত্র) ৬। নন্দী (দক্ষযজ্ঞ) ৭। হরিদাস (চৈতন্যলীলা) ৮। ভিক্ষুক (বিল্বমঙ্গল) ৯। কাপালিক (নসীরাম)

১৯। নীলমাধব চক্রবর্ত্তী

১৮৮১ খ্রীঃ ৩০শে জুলাই ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'রাবণ-বধ' নাটকে ব্রহ্মার ভূমিকা লইয়া ইনি অবতীর্ণ হন। ইহার অন্যান্য ভূমিকা :—১। ব্রহ্মা (দক্ষযজ্ঞ, সীতাহরণ ও ধ্রুব চরিত্র) ৩। জনক (সীতার বিবাহ) ৪। কৃপাচার্য্য (পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ৫। বশিষ্ঠ (সীতার বনবাস) ৬। দুঃশাসন (অভিমন্যু বধ) ৭। জগন্নাথ মিশ্র (চৈতন্যলীলা) ৮। পুষ্কর (নলদময়ন্তী) ৯। বাঁড়ুয্যে (চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে) ১০। শনি (শ্রীবৎস চিন্তা) ১১। কর্ত্তা (বিবাহ-বিভ্রাট) ১২। শশীভূষণ (সরলা) ১৩। মদন ঘোষ (প্রফুল্ল) ১৪। মৃত্যুঞ্জয় (তরুবালা)

২০। গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত)

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১৬ই আগষ্ট তারিখে বেঙ্গল থিয়েটার শর্ম্মিষ্ঠা নাটক লইয়া প্রথম খোলা হয়। এই শর্ম্মিষ্ঠা নাটকাভিনয়ে গোলাপসুন্দরী প্রথম রঙ্গমঞ্চে বাহির হন। ইহার অভিনীত প্রধান প্রধান ভূমিকা :—১। বিমলা (দুর্গেশনন্দিনী) ২। গিরিজায়া (মৃণালিনী) ৩। মালিনী (বিদ্যাসুন্দর) ৪। ঐলবিলা (পুরুবিক্রম) ৫। সুকুমারী (শরৎ সরোজিনী) ৬। বিরাজমোহিনী (সুরেন্দ্র বিনোদিনী) ৭। রতি (কুমারসম্ভব) ৮। বিভা (বউ-ঠাকুরাণীর হাট) ৯। সুভদ্রা (সুভদ্রাহরণ) ১০। পূর্ণ (পূর্ণচন্দ্র) ১১। কালিন্দী (রাসলীলা) ১২। বিজয়ী (চণ্ড) ১৩। বিকাশ (মলিনা-বিকাশ) ১৪। রোহিণী (কৃষ্ণকান্তের উইল) ১৫। শান্তি (আনন্দ মঠ) ১৬। সূর্য্যমুখী (বিষবৃক্ষ) ১৭। মতিবিবি (কপালকুণ্ডলা) ১৮। কুমারী (আজমীর কুমারী)

২১। জগত্তারিণী

গোলাপসুন্দরীর ন্যায় ১৮৭৩ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট তারিখে বেঙ্গল থিয়েটার খুলিবার প্রথম রজনীতেই 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকে ইনি প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হন। ইহার অন্যান্য ভূমিকাভিনয়—১। কুমার (হীরক চূর্ণ) ২। শকুন্তলা (কনক পদ্ম) ৩। সাবিত্রী (নীলদর্পণ) ৪। বাড়ীওয়ালী (প্রফুল্ল) ৫। হৈমবতী (হারানিধি)

২২। ক্ষেত্রমণি

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রথম স্ত্রী-অভিনেত্রী লইয়া গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'সতী কি কলঙ্কিনী ?' গীতি-নাট্য খোলা হয়। ক্ষেত্রমণি 'বৃন্দা'র ভূমিকা লইয়া এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে বাহির হন। ইঁহার

অভিনীত অন্যান্য ভূমিকা :—২। ঐন্দ্রিলা (পুরুবিক্রম) ৩। গিন্নী (চোরের উপর বাটপাড়ী) ৪। চপ্পিসী (গঙ্গানন্দ) ৫। নৃমুণ্ডমালিনী ও প্রভাসা (মেঘনাদ বধ) ৬। আলাদিনের মা (আলাদিন) ৭। মহিষী (আনন্দ রহো) ৮। নিকষা (রাবণ-বধ ও সীতার বনবাস) ৯। মন্থরা [রামের বনবাস] ১০। শূর্পণখা [সীতাহরণ] ১১। হাড়িনী [পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস] ১২। তপস্বিনী [দক্ষযজ্ঞ] ১৩। ঝি [চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে] ১৪। মালিনী [চৈতন্যলীলা] ১৫। ঝি [বিবাহ-বিভ্রাট] ১৬। ধাক [বিল্বমঙ্গল] ১৭। পিসী [বেল্লিকবাজার] ১৮। ইচ্ছা [পূর্ণচন্দ্র] ১৯। সোহাগী [বিষাদ] ২০। জটিলা [গোপীগোষ্ঠ] ২১। সাবিত্রী [নীলদর্পণ]

২৩। রাজকুমারী

১৮৭৪ খ্রীঃ ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইনিও ক্ষেত্রমণির ন্যায় গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'সতী কি কলঙ্কিনী ?' গীতি-নাট্যে প্রথম রঙ্গমঞ্চে বাহির হন। ইহার অভিনীত দুইটী ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—১। রাধিকা [সতী কি কলঙ্কিনী] ২। সরোজিনী [শরৎ সরোজিনী]

২৪। কাদম্বিনী

১৮৭৪ খ্রীঃ ১৯শে সেপ্টেম্বর ইনিও গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'সতী কি কলঙ্কিনী ?' অভিনয়ে প্রথম রঙ্গমঞ্চে বাহির হন। ইঁহার অভিনীত প্রধান ভূমিকা—১। মন্দোদরী (মেঘনাদ বধ ও রাবণ বধ) ২। রাণী ভবানী (পলাশীর যুদ্ধ) ৩। বিমলা (দুর্গেশনন্দিনী) ৪। যমুনা (আনন্দ রহো) ৫। সীতা (সীতার বনবাস) ৬। রোহিনী (অভিমন্যু বধ) ৭। মন্দোদরী ও তারা (সীতাহরণ) ৮। প্রসূতি (দক্ষযজ্ঞ) ৯। বিরজা (নসীরাম) ১০। সুনীতি (ধ্রুব চরিত্র) ১১। প্রমদা (সরলা)

২৫। শ্রীমতী বিনোদিনী

১৮৭৪ খ্রী : ১২ই ডিসেম্বর তারিখে গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'বেণী সংহার' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকে দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকা লইয়া ইনি রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বপ্রথম বাহির হন। তাহার পর হেমলতা নাটকে হেমলতার ভূমিকা অভিনয় করেন। ইহার অভিনীত প্রধান ভূমিকা—১। প্রমীলা (মেঘনাদ বধ) ২ ; বৃটনেশ্বরী (পলাশীর যুদ্ধ) ৩। তিলোত্তমা ও আয়েষা (দুর্গেশনন্দিনী) ৪। কপালকুণ্ডলা (কপালকুণ্ডলা) ৫। লীলা (হামির) ৬। সাহানা (মোহিনী প্রতিমা) ৭। লহনা (আনন্দরহো) ৮। সীতা (রাবণ বধ) ৯। লব (সীতার বনবাস) ১০। উত্তরা (অভিমন্যু বধ) ১১। কৈকেয়ী (রাম-বনবাস) ১২। সীতা (সীতা-হরণ) ১৩। দ্রৌপদী (পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ১৪। সতী (দক্ষযজ্ঞ) ১৫। সুরুচি (ধ্রুব চরিত্র) ১৬। দময়ন্তী (নল দময়ন্তী) ১৭। খুল্লনা (কমলে কামিনী) ১৮। পদ্মাবতী (বৃষকেতু) ১৯। চিন্তা (শ্রীবৎস চিন্তা) ২০। চৈতন্য (চৈতন্য লীলা) ২১। প্রহ্লাদ (প্রহ্লাদ চরিত) ২২। মিসেস্ কার্ফরমা (বিবাহ-বিভ্রাট) ২৩। নিমাই (নিমাই সন্ন্যাস) ২৪। গোপা (বুদ্ধদেব চরিত) ২৫। চিন্তামণি (বিল্বমঙ্গল)

২৬। গঙ্গামণি বা গঙ্গাবাই

গঙ্গামণি সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা ছিলেন। ইনি আনুমানিক ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমতী বিনোদিনীকে ইনিই থিয়েটারে লইয়া যান। ইঁহার অভিনীত প্রধান প্রধান ভূমিকা :—১। গুহক-পত্নী (রামের বনবাস) ২। লহনা (কমলে কামিনী) ৩। লক্ষ্মীদেবী (শ্রীবৎস-চিন্তা) ৪। যশোদা (প্রভাস যজ্ঞ) ৫। পাগলিনী (বিল্বমঙ্গল) ৬। সোনা (নসীরাম) ৭। কাদম্বিনী (হারানিধি) ৮। শ্যামা (সরলা) ৯। ঠানদিদি (তরুবালা) ১০। কাত্যায়নী (নরমেধ যজ্ঞ) ১১। উমাসুন্দরী (প্রফুল্ল) ১২। পান্না (বনবীর)

২৭। বনবিহারিণী (ভুনী)

ইনি কোন্ সময়ে কি ভূমিকা লইয়া প্রথম বঙ্গরঙ্গমঞ্চে বাহির হইয়াছিলেন, তাহার ঠিক সন্ধান করিতে পারি নাই। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপচাঁদ জহুরীর থিয়েটারে কেদারনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক নাটকাকারে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ অভিনীত হয়। ইহাতে বনবিহারিণী 'শান্তি'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার অভিনীত অন্যান্য ভূমিকা :—১। উদাসিনী [পুরুবিক্রম] ২। মলিনা [অশ্রুমতী] ৩। দ্রৌপদী [পাণ্ডব নির্ব্বাসন] ৪। প্রতাপাদিত্যের রাণী [বউ ঠাকুরাণীর হাট] ৫। গোলেবকাওলি [গোলেবকাওলি] ৬। সাবিত্রী [আদর্শ সতী] ৭। দ্রৌপদী [ছত্রভঙ্গ] ৮। ফুলধূলা [মায়াতরু] ৯। অভিমন্যু [পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস] ১০। শ্রীমন্ত [কমলে কামিনী] ১১। নিতাই [চৈতন্যলীলা] ১২। রাধিকা [প্রভাস যজ্ঞ] ১৩। অলকা [রূপ সনাতন] ১৪। লুনা [পূর্ণচন্দ্র]

২৮। কিরণশশী (ছোট রাণী)

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ্চ তারিখে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'সীতার বিবাহ' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। ইহাতে ইনি 'সীতা'র ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। ইঁহার অভিনীত অন্যান্য ভূমিকা :—২। সুরমা [বউ ঠাকুরাণীর হাট] ৩। ভানুমতী [পাণ্ডব নির্ব্বাসন] ৪। সুন্দরা [পূর্ণচন্দ্র] ৫। উজ্জ্বলা [বিষাদ] ৬। যশোদা [নন্দবিদায়]

২৯। ভূষণকুমারী

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫ই এপ্রিল তারিখে, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে "রামের বনবাস" প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকে ইনি সীতার ভূমিকাভিনয় করেন। পরে ইঁহার অভিনয়—২। সাগর-পত্নী [সীতাহরণ] ৩। উত্তরা [পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস] ৪। সুনন্দা [নল দময়ন্তী] ৫। ধ্রুব [ধ্রুবচরিত্র] ৬। বৃষকেতু [বৃষকেতু] ৭। সুশীলা [কমলে কামিনী] ৮। ভদ্রা [শ্রীবৎসচিন্তা] ৯। বিষ্ণুপ্রিয়া [নিমাই সন্ন্যাস] ১০। দেববালা [বুদ্ধদেব চরিত] ১১। চোবে বালক [রূপ সনাতন] ১২। প্রফুল্ল [প্রফুল্ল]

৩০। কিরণবালা

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২রা আগষ্ট বিডন ষ্ট্রীটস্থ ষ্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকে ইনি 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র ভূমিকা অভিনয় করেন। তৎপরে—২। বিশাখা [রূপ সনাতন] ৩। সরলা [সরলা] ৪। জ্ঞানদা [প্রফুল্ল] ৫। কমলা [হারানিধি]

৩১। প্রমদাসুন্দরী

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২রা আগষ্ট ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা নাটকে ইনি লক্ষ্মীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। তৎপরে—২। সুজাতা (বুদ্ধদেব চরিত) ৩। তরুবালা (তরুবালা)

বঙ্গ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে উনিশ জন অভিনেতা ও বারো জন অভিনেত্রী—মোট একত্রিশ জনের নাম আমরা করিলাম। ইহারা যে-যে ভূমিকাভিনয়ে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, মাত্র সেই সেই ভূমিকারই উল্লেখ করা হইল। আমাদের প্রদত্ত তালিকায় যদি কিছু ভুলচুক বা ত্রুটী হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে বিষয়ে আমাদের জানাইলে আমরা যথার্থই উপকৃত হইব এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রুটী-প্রদর্শনকারীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

"রহস্যময়ীর" অজানা প্রেমিক

(শ্রীঅজিত দে)

সেই স্মরণীয় রাত্রি Siguard-এর মনে চির জাগরূক হইয়াছিল, যে রাত্রিতে Gretaর ছোট বোন Helva, তাহার সমস্ত সম্বন্ধ কাটাইয়া ইহ-জগত হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিল। Helvaর সেই ক্ষুদ্র মুখের অকপট হাসি, তাহার ছোট চিবুক এবং তাহার শিশুসুলভ চাহনি Siguard কোন দিনই ভুলিতে পারিবেন না। Helva তাহার মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া Siguardকে তাহার কুঞ্চিত কেশদামের ছুটি ঘুঙরি দিয়া বলিয়াছিল, "আমার এই কাল কেশের ঘুঙরি ছুটি Gretaকে দিও, আমার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে দেবার জন্য। আমি জানি, তার সঙ্গে আমার আর কখনও সাক্ষাত হবে না।" Siguard যে কোনদিনই Greta হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না, তাহা ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়টির কাছেও অজানা ছিল না—এবং সেই কারণেই সে তাহার কেশের ঘুঙরি Siguard-কেই দিয়াছিল।

Greta ছিলেন তখন Hollywoodএ। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভগ্নির মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত এবং মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শোক প্রকাশার্থ সুইডেনে তাঁহার মাতার নিকট যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে লেখা ছিল,—"মা—কি নিষ্ঠুর এবং দুঃসহ ভাবে দুঃখময় এই জগত! Helvaর মৃত্যু—এ যেন এক অবিশ্বাস্য অসম্ভব ব্যাপার!—তার মৃত্যুই আমাকে জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য এবং আলো থেকে বঞ্চিত করেছে।—যে সূর্য্যকিরণ একদিন আমার উপকার সাধনে অকপট চেষ্টা করেছে, সেই সূর্য্যকিরণকেও এখন আমি সহ্য ক'রতে পারছি না, কারণ সে আর Helva-কে স্পর্শ করবে না, তাকে আর উজ্জল করবে না। Stiller Stockholmএ ফিরে গেছেন—আমারও ফিরে যাওয়া উচিত ছিল।—কিন্তু ষ্টুডিওর কর্ত্তারা আমাকে বাধা দিয়েছেন এই ব'লে যে, আমার শরীর, আমার ভবিষ্যৎ এবং আমার উন্নতির আশা মাত্র এইখানেই সম্ভব এবং অন্য কোথাও নয়। কিন্তু এ সবের আমার আর কি প্রয়োজন? আমার প্রতিশ্রুতির (contract) সময় তিন মাস পরে শেষ হয়ে গেলেই আমি আবার মা তোমাদের কাছে ফিরে যাব। স্থানীয় দূরত্ব দুঃখ প্রকাশের ব্যাঘাত জন্মায় না,—আমি এইখান থেকেই Helvaর কবরে আমার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের ক্ষুদ্র নিবেদন উপস্থিত করছি।"

Gretaকে দেখিবার বাসনায় এবং তাহাকে Helvaর সেই স্মৃতিচিহ্ন দিতে Americaয় যাইবার জন্য Siguard আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন এবং যে জাহাজে চড়িয়া Greta তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই জাহাজে একটি চাকুরী গ্রহণ করিলেন। Americaতে আসিয়া Siguardএর মনে উপস্থিত হইল এক নিদারুণ দৌর্ব্বল্য।—Gretaকে তিনি দেখিলেন মোটরে ষ্টুডিওর পথে,—কিন্তু কিছুতেই তিনি Gretaর সহিত কথা কহিতে পারিলেন না।—Siguard দেখিলেন Gretaর সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে হইয়াছে আরও সুন্দর, তাহার মুখ আরও দুঃখব্যঞ্জক এবং আরও সজীব;—তাহার পূর্ব্বকার শুদ্ধ সারল্য এবং পবিত্রতারও হইয়াছে কিছু পরিবর্ত্তন। Siguard Helvaর কেশ পাঠাইলেন ডাকে, নিজের নামের কোন উল্লেখ না করিয়া। বহু আয়াস এবং শ্রম স্বীকার করিয়া Siguard মিষ্টান্ন এবং বরফ বিক্রয় করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার মিষ্টান্নের গাড়ী Metro-Studioর সম্মুখে রাখিতেন। Gretaকে Siguard প্রত্যহ দুইবার দেখিতেন—সর্ব্বদাই ধীর, চিন্তামগ্না এবং গম্ভীর। Greta কোন দিকেই তাকাইতেন না; এমন কি একটিবারের জন্য Siguardকেও দেখিতেন না। এই উপায়ে Siguard-এর দিন কাটিত তাহার মিষ্টান্নের গাড়ীর সাহচর্য্যে! এই মিষ্টান্নের গাড়ীকে Siguard বহু যত্ন করিতেন,—কারণ ইহাই ছিল তাঁহার দুঃখসাগরের মাঝে একবিন্দু শান্তি—এই গাড়ীই তাঁহার প্রেমিকার দর্শন মিলাইত। একদিন তিনি তাঁহার এক বন্ধু ক্রেতার নিকট শুনিলেন যে, Gretaকে এদেশে আর কেহই চায় না এবং সেইজন্য Greta Hollywood ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন। এই সংবাদে Siguard অত্যন্ত দুঃখিত এবং মর্ম্মাহত হইলেন। সেই রাত্রি Siguard-এর Santa-Monicaতেই কাটিয়া গেল। Siguard অযুত নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় রাত্রিযাপন করিতে Gretaর ভিলাসংলগ্ন সমুদ্র পাড়কে (Beach) মোটেই অপছন্দ করিলেন না। অপর একদিন রাত্রিতে Siguard দেখিলেন, Greta একজন পুরুষবন্ধুর সহিত ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা কোন কথায় যোগ দেন নাই—অতি মন্থর এবং ধীর তাঁহাদের গতি। Siguard-এর প্রেমিক হৃদয় পাইল এক মর্ম্মান্তিক আঘাত। চিত্ত তাঁহার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল নানারূপ চিন্তায়, Siguard হইয়া উঠিলেন অতি মাত্রায় চঞ্চল। তিনি যে পুরুষকে Gretaর সঙ্গে দেখিলেন, তিনি হইতেছেন চিরস্মরণীয় Mauritz Stiller.

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা]   Regd. No. 1304.   [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
৪২শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

২৮শে অগ্রহায়ণ
১৩৪১

কলালাপ

নাট্যনিকেতনের নূতন নাটক "চক্রব্যূহে"র অভিনয় আমাদের আনন্দ দিয়েছে প্রচুর পরিমাণে।

*

এই অভিনয়ের প্রধান সম্পদ হয়েছে শ্রীঅহীন্দ্রভূষণ চৌধুরী চিত্রিত 'শকুনি'। 'চক্রব্যূহ' নাটকে শকুনিই, হচ্ছে প্রধান চরিত্র এবং রঙ্গমঞ্চেও শকুনির প্রাধান্যই ফুটে উঠেছে অরলীলা ক্রমে অহীন্দ্রভূষণের অভিনয়গুণে। নাট্যকার পরিকল্পিত 'শকুনি' চরিত্রটিকে তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর বিচিত্রভাবে মূর্ত্ত ক'রে তুলেছেন। হাস্যরসের আবরণে কুরুকুলবিদ্বেষ, পিতৃঅস্থিনির্ম্মিত পাশাকে বক্ষে ধারণ ক'রে প্রতিহিংসার চরিতার্থতা সম্পাদনের গোপন চেষ্টা, দুর্য্যোধনপুত্র লক্ষ্মণের প্রতি 'বাহ্য প্রেম' প্রকাশ, জরাগ্রস্ত ভীষ্মদেবের মনে ইচ্ছামৃত্যু জাগরণ কার্য্য, যুদ্ধের স্বরূপ প্রকাশ ক'রে তাকে শীঘ্র সমাপ্তির পথে টেনে নিয়ে যাবার প্রয়াস এবং সর্ব্বশেষে কৃষ্ণভক্তি—'চক্রব্যূহান্তর্গত শকুনি' চরিত্রের সব ক'টি বৈশিষ্ট্যকেই আশ্চর্য্যভাবে ফুটে উঠতে দেখেছি শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ের ভিতর দিয়ে। শকুনির প্রতিটি চাহনি, প্রতিটি কথা বলবার ধরণ, চলা-বসা-দাঁড়ানো-হাসার ভঙ্গী আমাদের চোখকে করছিল বিস্ময়বিস্ফারিত, মনকে করছিল উদ্‌ভ্রান্ত এবং আনন্দোৎফুল্ল। নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ ক'রে অপরকে সম্মোহিত এবং চালিত করা (will-power-কে assert করা)—'চক্রব্যূহে'র শকুনির এই অভিনব শক্তিকে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী যে অপূর্ব্ব নাট্যনিপুণতা দ্বারা প্রকাশ করেছেন, তা আমাদের বারংবার লায়নেল ব্যারিমুরের 'র্যাস্‌পুটিনে'র ভূমিকাভিনয়কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। এতখানি জোরালো এবং এমন ধারা, স্বচ্ছন্দ ও সুনিপুণ অভিনয় (powerful and masterly acting) আমরা সম্প্রতি বহুদিন বাংলা রঙ্গমঞ্চে দেখিনি। 'চক্রব্যূহে' শকুনির ভূমিকাভিনয়

আর-কে-ও রেডিও পিকচার্স-এর
LOST PATROL-চিত্রের একটি দৃশ্য

একটি স্মরণীয় সামগ্রী এবং আর কিছুর জন্যে না হোক, অন্ততঃ শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর 'শকুনি' দেখবার জন্যে প্রত্যেক নাট্যরসিকের নাট্যনিকেতনের প্রেক্ষাগৃহে ভীড় করা উচিত।

*

'শকুনি'র পরেই চোখে পড়ে 'ভীষ্মে'র ভূমিকায় শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয়। নাটকের ভিতর ভীষ্মের আবির্ভাব শকুনি অপেক্ষা যথেষ্ট অল্প হ'লেও নাট্যকারের কৃপায় তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বড় সামান্য নয়। চারটি দৃশ্যের ভিতর দিয়ে তার চার রকম রূপ এমনই সুকৌশলে গ্রন্থকার এঁকেছেন যে, পাঠক বা দর্শকের মনে গভীর ছাপ পড়বার পক্ষে তাইই যথেষ্ট। শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়া তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-কৌশল দ্বারা নাট্যকার বর্ণিত ভীষ্মকে রূপদান করতে সক্ষম হয়েছেন। ভীষ্মের বিক্ষোভিত অন্তরকে তিনি যেভাবে দর্শকের সামনে অভিনয়ের ভিতর দিয়ে সুপ্রকাশ করেছিলেন, তা প্রেক্ষাগৃহ থেকে মুহুর্মুহুঃ সশ্রদ্ধ করতালি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল।

*

ভীষ্মের সঙ্গে সঙ্গেই আসে শ্রীমতী নীহারবালা অভিনীত অভিমন্যু চরিত্র। কুরুক্ষেত্র সমরানলের শ্রেষ্ঠ আহুতি, বালক-বীর অভিমন্যুর ভূমিকায় শ্রীমতী নীহার তাঁর সমস্ত অভিনয়-ক্ষমতাকে নিয়োজিত ক'রে যে প্রাণঢালা অভিনয় করেছেন, তা একমাত্র তাঁতেই সম্ভব। নৃত্যে গীতে, অভিনয়ে—দক্ষতা তাঁর সমান। বাঙলা রঙ্গমঞ্চে আর এমন একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী দেখতে পাই না, যিনি 'চক্রব্যূহে'র এই অভিমন্যু চরিত্রটির প্রতি অধিকতর সুবিচার ক'রতে পারতেন। মাত্র সত্যের খাতিরে আমাদের এই অনুযোগ ক'রতে হবে যে, তাঁর কৃশ তনু অভিমন্যুর বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতির যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে অসমর্থ।

*

এই তিনজনের পরেই এক নিঃশ্বাসে নাম ক'রতে হয়—বিরাট, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির এবং লক্ষ্মণের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীললিতমোহন মিত্র, শ্রীসন্তোষকুমার সিংহ, শ্রীভূপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীপশুপতি সামন্ত এবং শ্রীমতী নিরুপমার। এঁদের প্রত্যেকেরই অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছে। এবং অতি-বড় সূক্ষ্ম চোখওয়ালা খুঁত্‌খুঁতে সমালোচকও এঁদের অভিনয়ের ভিতর থেকে বিস্তর খুঁজেও খুঁত বার ক'রতে পারবেন না। ললিতবাবুর বিরাট যেমন বেশ একটি সিরিও-কমিক টাইপের সৃষ্টি করেছিল, তেমনই সন্তোষবাবুর অর্জ্জুন বরাবর খুব চমৎকার একটা সিরিয়াস্‌ ভাবকে রক্ষা ক'রে গেছে; আবার ওদিকে ভূপেনবাবুর শ্রীকৃষ্ণ যেমন সাজসজ্জা, চেহারা এবং সংযত বাচনের সাহায্যে মহাভারতীয় লোকোত্তর চরিত্রটির মর্য্যাদা যথাযথ রক্ষিত ক'রতে পেরেছে, তেমনই পশুপতিবাবুর অভিনয়ের ভিতর দিয়ে ধর্ম্মাশ্রয়ী, স্থিরবুদ্ধি, মতিমান, পাণ্ডবপ্রধান যুধিষ্ঠির চরিত্রটিও বেশ সহজভাবেই ফুটে উঠতে পেয়েছে। শ্রীমতী নিরুপমার লক্ষ্মণ অনায়াসেই মাধুর্য্যমণ্ডিত হয়ে দর্শকদের সহানুভূতিলাভে সমর্থ হয়েছে এবং এইখানেই এই চরিত্র অভিনয়ের সার্থকতা।

*

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের 'কর্ণ' এবং শ্রীসন্তোষকুমার দাসের 'দুর্য্যোধন'ও খুব ভালো, কিন্তু নিখুঁত নয়। মনোরঞ্জনবাবুর অনুভূতি-শক্তি প্রবল; সেই অনুভূতির অনুরূপ স্পন্দন লক্ষ্য করি তাঁর আবৃত্তির মধ্যে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের অভাবে চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে না—তাঁর 'কর্ণ'ও বীর্য্যমহিমামণ্ডিত হয়ে আমাদের সামনে দেখা দেয়নি। দুর্য্যোধনের ভূমিকায় সন্তোষবাবুর অভিনয়ের ভিতর আমরা রাজোচিত গাম্ভীর্য্যের অভাব অনুভব করেছি; কণ্ঠস্বরের সংযমে, পাদবিক্ষেপের ধীরতায়, মস্তক এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মৃদুতায় কত বেশী গাম্ভীর্য্য ফুটে ওঠে সন্তোষবাবুর তা অজানা থাকবার কথা নয় এবং কুরুকুলনায়ক দুর্য্যোধন কত বড় বিরাট, প্রবল প্রতাপান্বিত, রজোগুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন, সেকথাও তাঁকে নতুন ক'রে জানিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখি না।

*

শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তীর দ্রোণাচার্য্য চল-সৈ; কিন্তু ভীষ্মের ভূমিকায় শ্রীগণেশ গোস্বামীর আবৃত্তি-ভঙ্গীকে আমরা কিছুতেই পরিপাক করতে পারছি না। এবং উত্তরের ভূমিকায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত নামে যে নূতন নটকে মঞ্চাবতরণ ক'রতে দেওয়া হয়েছে, তিনি এখনও অবধি সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকদের অভিবাদন করবার উপযুক্ত হননি। কিন্তু ছোট্ট একটুখানি সময়ের জন্য অবতীর্ণ হয়ে গোপসৈন্যবেশী শ্রীআশুতোষ বসু ও শ্রীকালী গুপ্ত দর্শকদের যে প্রচণ্ড আনন্দদান ক'রে যান, তার জন্যে তাঁদের দু'জনকেই ধন্যবাদ, এবং ওরই মধ্যে প্রথম ব্যক্তিকে একটু বেশী ক'রে। এ-ছাড়া অপরাপর পুরুষ ভূমিকার উল্লেখের প্রয়োজন দেখি না।

*

"চক্রব্যূহে" স্ত্রী-ভূমিকা মাত্র চারটি এবং তাদের ভিতর অতি সহজেই প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রৌপদীর ভূমিকায় শ্রীমতী চারুশীলার অভিনয়। তাঁর সুন্দর সতেজ আবৃত্তিভঙ্গী নাট্যকার পরিকল্পিত অর্দ্ধোন্মাদ দ্রৌপদীকে পঞ্চপাণ্ডবের ঘরণীর উপযোগী মহিমায় শ্রীমণ্ডিত ক'রে তুলতে ত্রুটী করেনি। এবং ঠিক ওরই পাশে পাণ্ডুকুলবধূ উত্তরার নাতিবৃহৎ ভূমিকাটি শ্রীমতী সরযূর অভিনয়ের ভিতর দিয়ে কোমল মাধুর্য্যে ভ'রে উঠেছিল। উত্তরার সহজাত সঙ্কোচ, নববধূর ব্রীড়াবনত ভাব, অন্ধকারময় ভবিষ্যতের অমঙ্গল আশঙ্কায় সতত দুঃখে ম্রিয়মানতা—সমস্তই স্বচ্ছন্দে প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীমতী সরযূর অভিনয়নৈপুণ্যে। সুভদ্রা এবং কুন্তীর অপ্রধান এবং ক্ষুদ্র ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী উষা এবং শ্রীমতী তারার অভিনয় সম্ভবমতভাবে ভালো।

*

তিনখানি একক সঙ্গীতের ভিতর শ্রীমতী নীহারবালার কণ্ঠে "বিধুর তব অধর কোণে" গানখানি সবচেয়ে বেশী শ্রুতিসুখকর হয়েছে। উত্তরা-বেশে শ্রীমতী সরযূ এবং বিদুর-বেশে শ্রীবনবিহারী পান দু'খানি কীর্ত্তন গেয়েছেন এবং দু'খানিই যথাসাধ্য ভালোভাবেই গাওয়া হয়েছে। চারখানি সমবেত গীত গাওয়ানোর মধ্যে বেশ একটু উপভোগ্য নূতনত্বের সঞ্চার করা হয়েছে। প্রথম গানখানি গেয়েছেন একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী সম্মিলিত কণ্ঠে। পরের দু'খানি গেয়েছেন মূলতঃ একজন স্ত্রী এবং তাঁকে অনুসরণ করেছেন অন্য সকলে। শেষের খানি গেয়েছেন সকলে একসঙ্গে সমবেত কণ্ঠে। মূল গায়েন হিসেবে শ্রীমতী দুর্গা তাঁর মধুকণ্ঠে আমাদের কানকে করেছেন মোহিত, চিত্তকে দিয়েছেন আনন্দ। সমবেত নৃত্য দু'খানিও অপূর্ব্ব কিংবা নূতন না হ'লেও মনোরম।

*

"চক্রব্যূহ"কে সাড়ম্বরে মঞ্চস্থ করবার জন্যে নিকেতনের নেতা এবং প্রয়োগশিল্পী শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ সাজসজ্জা এবং দৃশ্যপটের জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন এবং বলতে বাধা নেই, তাঁর সে অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে! "চক্রব্যূহে"র অভিনয় সাধারণকে প্রকৃত আনন্দ দেবার ক্ষমতা রাখে।

*

"চক্রব্যূহ" হচ্ছে শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা। এবং

বলতে আনন্দ পাচ্ছি, 'রঙ্গালয়সেবার প্রয়োজনে' তিনি যে-লেখনীচালনায় মনোনিবেশ করেছেন, তা মাত্র তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধ ক'রেই ক্ষান্ত থাকবে না, অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে নাট্যকার রূপে যশোলাভ করাতেও সমর্থ হবে। 'চক্রব্যূহ' নাটকে তিনি চরিত্রচিত্রণ এবং ঘটনা-সংস্থাপনে এমন কতকগুলি উপভোগ্য নূতনত্বের আমদানী করেছেন, যা সত্যই উচ্চ-প্রশংসালাভের অধিকারী। পৌরাণিক নাটক সাধারণতঃ যেমন মাত্র কোন এক প্রসিদ্ধ চরিত্রকে অবলম্বন ক'রে তাঁর জীবনের কতকগুলি ঘটনাকে পর পর দেখিয়ে যায়, "চক্রব্যূহ" নাটক ঠিক সেই রকম সাধারণ পর্য্যায়ের নয়। নাট্যকার মহাভারতের অংশবিশেষ অবলম্বন ক'রে মানব-জগতের এক চিরন্তন সত্যকে উদ্‌ঘাটিত ক'রতে চেয়েছেন। 'মানবমনের সঞ্চিত হিংসা-প্রবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করবার পূর্ব্বে মাত্র জোড়া তালি দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা নিরর্থক এবং হিংসাবৃত্তির ফলস্বরূপ যে যুদ্ধবিগ্রহ, তা মাত্র যুদ্ধই এবং তা' ধর্ম্ম নয়—যুদ্ধকে ধর্ম্মযুদ্ধ নামে অভিহিত ক'রে তার স্বরূপ গোপনের প্রয়াস সত্যকে অস্বীকার করার মতই মিথ্যাচার'—নাট্যকারের এই বাণীকে আমরা ধ্বনিত হ'তে দেখি "চক্রব্যূহে"র ভিতর। এবং এই বাণী প্রচার করবার জন্যেই বোধ হয়, নাট্যকার কুরু-পাণ্ডবের ঈর্ষ্যাসঞ্জাত যুদ্ধকে বারংবার প্রতিরোধ করবার চেষ্টাকে মাত্র ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'তে দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, যুদ্ধের বীভৎস স্বরূপ প্রকাশ করবার জন্যে তাকে অভিমন্যু-বধের মর্ম্মভেদী দৃশ্য পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন এবং সবশেষে তাঁর বাণী প্রচারের প্রধান অস্ত্র 'শকুনি'কে দিয়ে বলিয়েছেন :—

"যুগের সঞ্চিত ব্যথা,
যুগের সঞ্চিত গ্লানি
সে অনলে পোড়াও কেশব!
[অভিমন্যু এবং লক্ষ্মণের মৃতদেহ সৎকারের জন্য
প্রজ্জ্বলিত যুগ্মচিতানল]
তারপর পার যদি আন নব যুগ
তুলিতে মানবমন সমরের উর্দ্ধে,
হিংসার উপরে!
কিন্তু,
যতদিন রহিবে সমর
সমরের ব্যথারে লাঘব করিও না তুমি।
যত তীব্র ব্যথা সমরের
তত শীঘ্র মানব ভুলিবে তারে!"

নাট্যকার মনোরঞ্জনবাবু মহাকবি ভাসের 'পঞ্চরাত্র' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারতে' ব্যবহৃত বহু শব্দকে তাঁর নাটকের মধ্যে স্থান দিয়ে আধুনিক দর্শক এবং পাঠকদের সঙ্গে তাদের পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ-চেষ্টা প্রশংসনীয়। আর একটি চমৎকার নূতনত্ব আছে "চক্রব্যূহে"। নাটকখানি আদ্যোপান্ত ছন্দে রচিত। গোপেদের মুখের হাস্যোদ্রেককারী কথাবার্ত্তাও গদ্যকে আশ্রয় করেনি; শকুনির হাস্য-পরিহাস এবং শ্লেষবাণী ছন্দেতেই লিপিবদ্ধ। এ-জিনিষ বাঙলা নাটকে কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। মনোরঞ্জনবাবুর প্রথম রচনা এই রকম বহু অভিনবত্বে ভরপুর এবং এই কারণেই তাঁর কাছ থেকে আমরা ভবিষ্যতে অনেক কিছুই পাবার আশা করি। "চক্রব্যূহে"র গান ক'খানি কবি নজরুলের রচনা এবং সুর সংযোজনার জন্যও দায়ী তিনি স্বয়ং। কীর্ত্তন দু'খানি ছাড়া বাকী পাঁচখানি গানই রচনা এবং সুরের দিক দিয়ে হয়েছে অতি-সুন্দর।

*

"চক্রব্যূহ" নিষ্কলঙ্ক নয়। এর প্রথম দোষ হচ্ছে, ভাষার আড়ষ্টতা। গৈরিশছন্দ রচনায় মাত্র ছন্দ-পতনদোষ পরিহারের দিকে লক্ষ্য রাখাই যথেষ্ট নয়, সেই ছন্দ যাতে সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীলভাবে প্রবাহিত হয়, সে চেষ্টাও করা দরকার; অবশ্য চেষ্টা ক'রবার সঙ্গে সঙ্গেই যে তাতে সাফল্যলাভ করা যায়, তা নয়। ছন্দোগতিকে আয়ত্ব করবার জন্যে পরিশ্রম ক'রতে হয় প্রচুর পরিমাণে এবং নিজের কানকে ছন্দ উপলব্ধির জন্যে তৈয়ারী করারও দরকার। কোন্‌খানে লাইনটা বড় হয়ে যাচ্ছে এবং কোথায় তা হয়ে পড়ছে ছোট, এটা নিজের কানই ব'লে দেবে, অন্য কেউ নয়। ধরুন, উপরের উদ্ধৃত অংশে রয়েছে—

"যতদিন রহিবে সমর
সমরের ব্যথারে লাঘব করিওনা তুমি।"—

এখানে ছন্দ ঠিক আছে, কিন্তু ভাষার গতি স্বচ্ছন্দ নয়; রবীন্দ্রনাথের কথায় 'ভাষা সোজা হয়ে পায়ের উপর ভর দিয়ে সহজভাবে দাঁড়াতে পারছে না'। এখানে এর পরিবর্ত্তে যদি বলা হ'ত,

"যতদিন রহিবে সমর
সমরব্যথারে লঘু করোনাক' তুমি",

তা'হ'লে বোধ করি, লাইনটা ঢের-বেশী সহজ হয়ে আসত। "চক্রব্যূহে"র আর একটি ত্রুটী—এবং এইটিই প্রধান,—নাটকটির ভারকেন্দ্র ঠিক যথা স্থানে রক্ষিত হয়নি এবং তা মধ্যে মধ্যে বিচলিতও হয়েছে। সত্য বটে, "চক্রব্যূহ" নাটকের প্রধান যন্ত্রী হচ্ছে 'শকুনি'; কিন্তু তবুও তাকেই নাটকের নায়ক ব'লে মনে করবার সুযোগ পাওয়া যায় না। পাঠক এবং দর্শকের সহানুভূতি আপনা থেকে চ'লে যায় অভিমন্যুর প্রতি এবং তারই দুর্নিবার অদৃষ্ট-চক্র ঘটনার পর ঘটনার ভিতর দিয়ে সকলের কাছে বেশী লক্ষ্যনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায়; শকুনি শেষ পর্য্যন্ত পার্শ্ব চরিত্রই থেকে যায়। অথচ নাটকের ভিতর অভিমন্যু নিজে খুব উচ্চ স্তরে উঠতে পায়নি। কাজেই নাটক হয়ে পড়েছে—নায়কশূন্য। এ-ছাড়া নাটকের গতিরক্ষার যা প্রধান বস্তু, সেই সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটেছে "চক্রব্যূহে"র পঞ্চম দৃশ্যে (২য় অঙ্ক। ২য় দৃশ্যে), যেখানে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের প্রতিনিরোধের জন্যে শেষ চেষ্টা—কর্ণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ভেদনীতি—ব্যর্থ হ'ল। কিন্তু তারপরেও আমরা আরও তিনটি অঙ্কে সাতটি দৃশ্য অভিনীত হ'তে দেখি। কাজেই শেষের দিকে স্বভাবতঃই মন হয়ে পড়ে ক্লান্ত, চরম সমাপ্তিকে শীঘ্র দেখবার জন্যে চিত্ত হয়ে ওঠে ব্যাকুল; মনে হয়, অনাবশ্যক দীর্ঘতায় নাটক ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। "চক্রব্যূহে" নাটকীয় গতির মধ্যে অতি সুপ্রয়োজনীয় সমতার অভাব রয়ে গেছে। কিন্তু তবু বলি, "চক্রব্যূহ" হচ্ছে মনোরঞ্জনবাবুর প্রথম রচনা এবং এই কারণেই তা নিখুঁত হওয়া সম্ভব নয়। "চক্রব্যূহে"র ভিতর গতানুগতিকত্বকে দূরে পরিহার ক'রে মনোরঞ্জনবাবু যে সব অভিনবত্বের প্রবর্ত্তন করেছেন, তাতেই আমরা যথেষ্টই খুশী হয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের মনে উচ্চ আশারও সঞ্চার হয়েছে।

*

গেল বুধবার, ১২ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক "রাবণ"-এর উদ্বোধন হয়ে গেছে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে। আমরা উদ্বোধন-রজনীতে উপস্থিত থেকে নাটকখানির অভিনয় দেখে এসেছি। বারান্তরে এর সম্বন্ধে আমরা যথারীতি আলোচনা করব।

*

বড়দিনের আগেই "বিজয়া"কে নাট্যরসিকদের সামনে উপস্থাপিত

করবার জন্যে শিশিরকুমার কোমর বেঁধে আয়োজনে লেগেছেন।" এই মাসেই কিংবা নববর্ষের প্রারম্ভে "বিজয়া"র উদ্বোধন হবে। যতদূর জানা গেছে, "বিজয়া"র মূল ভূমিকাগুলি বিলি হয়েছে এই ভাবে :— বিজয়া—শ্রীমতী কঙ্কা ; নরেন—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী ; রাসবিহারী—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী ; বিলাসবিহারী—শ্রীশৈলেন চৌধুরী ; দয়াল—শ্রীশীতল পাল। শরৎচন্দ্র নিজে "বিজয়া"র নাট্যরূপ দিয়েছেন এবং তাঁর মত হচ্ছে, শিশিরকুমার যদি যথার্থই মন দিয়ে যত্ন ক'রে নাটকটির মহলাকার্য্য সমাধা করেন এবং যথাযথ ভাবে সুস্থ শরীরে নিজের ভূমিকাটিতে প্রাণ ঢেলে অভিনয় করেন, তা'হ'লে "বিজয়া"র মঞ্চসাফল্য অবশ্যম্ভাবী। আমরাও আশা করি, শিশিরকুমার "বিজয়া"র অভিনয়ে এক বিন্দুও শৈথিল্য দেখিয়ে বিজয়লক্ষ্মীকে দূরে ঠেলে দেবেন না।

•

আমরা নিউ এম্পায়ারে ক্যাল্‌কাটা লিরিক্ ক্লাব কর্ত্তৃক অভিনীত "Yeomen of the Guard" অপেরাখানি দেখে এসেছি। একটি ইংরেজী সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয়ে আমরা যে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, সজীবতা, নিখুঁতি এবং অভিনয়ের মধ্যে যা সবচেয়ে বড় কথা, সেই আনন্দদানের প্রয়াস দেখলুম, আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয়েও তা কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

•

"দীনবন্ধু সম্মিলনী" গেল শুক্রবার, ৭ই ডিসেম্বর ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথের মুখনিঃসৃত "বড়ু চণ্ডীদাস"কে রূপায়িত করেছিলেন। কিন্তু সে রূপ দেখে নয়ন মন সার্থক করবার সুযোগ আমাদের হয় নি। কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থার দরুণ নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েও আমরা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি সুবিধামত বসবার জায়গা না পেয়ে। নিজেদের অভিনয়ের সমালোচনাকে যাঁরা পত্র-পত্রিকায় ছাপার হরফে দেখতে চান, তাঁদের উচিত, সম্পাদক বা সমালোচকদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে আদর-আপ্যায়ন না হোক্, অন্ততঃ যোগ্য আসনে বসবার স্থান ক'রে দেওয়া। "দীনবন্ধু সম্মিলনী"র কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কথা কয়টি মনে রাখলে বাধিত হব।

•

আসছে ২৭-এ এবং ২৮-এ ডিসেম্বর, বৃহস্পতি ও শুক্রবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে 'নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হবে। এ ধরণের আয়োজন কলিকাতায় এই প্রথম বা'লে উদ্যোক্তৃগণ এবার এই প্রতিযোগিতা টিকে মাত্র বঙ্গদেশের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছেন, এলাহাবাদের মত আন্তপ্রাদেশিক বা সমগ্র-ভারতীয় সম্মেলনে পরিণত ক'রতে সাহসী হন নি। কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন, তাঁদের এই প্রথম উদ্যম যদি সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিদের উৎসাহ এবং সহানুভূতি পেয়ে যথোচিত সাফল্যমণ্ডিত হয়, তা'হ'লে পরবর্ত্তী বৎসরেই এঁরা এই আয়োজনের সীমা-পরিধিকে অধিকতর বিস্তৃত ক'রতে পারবেন। পরিচালন-সমিতির সভাপতি হয়েছেন নাটোর-মহারাজ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় এবং যুগ্ম-সম্পাদক হচ্ছেন—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীপ্রণবেশচন্দ্র সিংহ।

•

উদ্যোগী পুরুষসিংহ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল ঘোষের নাম জানেন না, শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত সমাজে এমন লোক খুব কম আছে। তিনি রসিক সাধারণকে এবার এমন একখানি জিনিষ উপহার দেবার জন্যে মনোনিবেশ করেছেন, যা সমস্ত ভারতে অভিনব ব'লে স্বীকৃত হবে। বর্ত্তমান ভারতের চিন্তাধারা এবং সংস্কৃতিকে জগৎসভার মাঝে উপস্থাপিত করবার জন্যে তিনি ইংরাজী ভাষায় একখানি বার্ষিকী প্রকাশ করছেন, যার নাম দেওয়া হয়েছে—"Four Arts Annual". এতে প্রধানতঃ থাকবে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, রঙ্গালয় এবং চলচ্চিত্র সম্পর্কীয় সুচিন্তিত এবং সুলিখিত প্রবন্ধ। এই বার্ষিকীর প্রথম সংখ্যায় মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, উদয়শঙ্কর, মেরী উইগ্‌ম্যান, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সোফিয়া ওয়াদিয়া, অমিয় চক্রবর্ত্তী, ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ প্রবোধ বাগচী, প্রমথ চৌধুরী, এন্‌-এম্‌-বালাথল, দিলীপ রায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ প্রভু গুহ-ঠাকুরতা, লতিকা বসু, ধুর্জ্জটী মুখোপাধ্যায়, বেঙ্কটচলম্‌, ক্ষিতিমোহন সেন, কুমার সিং প্রভৃতি বিশিষ্ট মনস্বী বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। পঁচিশটি আর্টপ্লেট পত্রিকাটির শোভা বর্দ্ধন করবে এবং এর মধ্যে অন্ততঃ দশখানি হবে বহু রঙের। প্রথিতযশা শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ললিতমোহন সেন, অ্যালেক্স্ টেলার, মুকুল দে, বেটী ডাইসন, ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্ম্মা, ভোলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির অঙ্কন থেকে এই সব আর্টপ্লেট প্রস্তুত হবে। এবং এর উপর বহুপ্রকার বিচিত্র বিষয়ক অন্যূন দুইশত ছবি এই বার্ষিকীকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে। মুদ্রণ এবং রূপশ্রী যাতে প্রথম শ্রেণীর হয়, সে-বিষয়ে হরেন্দ্রলালের সূক্ষ্ম রসবোধ এবং রূপ-দৃষ্টি সর্ব্বদাই জাগ্রত আছে। বইখানি হরেন ঘোষ প্রতিষ্ঠিত "সিনেমা লাইব্রেরী" থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং এর প্রথম সংখ্যাকে দেখতে পাওয়া যাবে খুব সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ইংরাজী মাসের শেষাশেষি। আমরা এই অভিনব পত্রিকার শ্রীমণ্ডিত স্বরূপ দেখবার জন্যে আগ্রহোন্মুখ হয়ে রইলুম।

•

স্থানাভাবের জন্য শ্রীঅজিত দে লিখিত ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ "রহস্যময়ীর অজানা প্রেমিক" এবারে প্রকাশিত করা সম্ভব হ'ল না।

•

ঢাকা রূপলাল হাউস থেকে শ্রীতারকনাথ দাস জানাচ্ছেন :—

গত ১৪ই নভেম্বর ওয়ারী ড্রামাটিক্ অ্যাসোসিয়েসন্ কর্ত্তৃক 'পতিব্রত' নাট্যাভিনয় হয়ে গেছে। এঁরা প্রায় প্রতি বৎসরই নাটকের ডালি সাজিয়ে থাকেন। বর্ত্তমান বৎসরে এঁদের একবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হ'ল। এঁরাই সর্ব্বপ্রথম অবৈতনিক নাট্যসমাজে শকট-মঞ্চের প্রবর্ত্তন করেছেন এবং সৌখীন নাট্যজগতের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ব্যাপার। এঁদের 'পতিব্রতা' নাটকের অভিনয় এক প্রকার নিখুঁত হয়েছে বললেই চলে। আমরা প্রথম থেকে শেষ অবধি এক নিঃশ্বাসে মুগ্ধচিত্তে এই অভিনয় দেখেছি। বইখানির উপর কিছু কাঁচি চালানো হয়েছে। রণেন্দ্র, কালীনাথ ও তরলার ভূমিকায় যথাক্রমে রামকৃষ্ণবাবু, খগেশবাবু ও সুদেব বসুর অভিনয় অতি মনোরম হয়েছে। সুধাংশুর ভূমিকায় যে বালকটি অভিনয় করেছে, তার ভবিষ্যৎ কুসুমাস্তীর্ণ। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি কামনা করি।

চিত্র-কথা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিত "মৃত্যুবাণ" নামে গল্পটিকে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করেছেন নিউ থিয়েটার্স। তিন রীলে সম্পূর্ণ এই হাস্যরসাত্মক চিত্রটির নামকরণ হয়েছে—**অবশেষে**। ছবিখানির পরিচালনা করেছেন শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া এবং শ্রীমতী মলিনা। এবং এঁদের সঙ্গে আছেন শ্রীঅমরদাস মল্লিক, শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত (চানীবাবু), শ্রীঅহীভূষণ সান্ন্যাল প্রভৃতি। ছবিখানিকে শীঘ্রই "চিত্রা"র পর্দ্দায় দেখতে পাওয়া যাবে।

*

কেশরী ফিল্মস্ "বাসবদত্তা" নাম দিয়ে একখানি বাঙলা ছবি তুলছেন। ছবিখানির পরিচালনা করছেন শ্রীসতীশ দাসগুপ্ত নামে একজন নবীন ভদ্রলোক। নাম-ভূমিকা গ্রহণ করেছেন শ্রীমতী কাননবালা; উপগুপ্তের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্যকে। কারুশিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছবিখানির দৃশ্যপট এবং সাজসজ্জার পরিকল্পনা-ভার গ্রহণ করেছেন।

*

শোনা যাচ্ছে: পাইওনীয়ার ফিল্ম কোম্পানী তাঁদের "মা" ছবির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষকে দিয়ে শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "পোষ্যপুত্রে"র চিত্ররূপ দানে তৎপর হয়েছেন।

*

পরিচালক শ্রীচারু রায় ভারতলক্ষ্মী ফিল্মের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

*

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর আগন্তুক চিত্র "রাজনটী বসন্তসেনা" আস্‌চে ২২এ ডিসেম্বর থেকে "চিত্রা" চিত্রগৃহে দেখানো হবে। নাম-ভূমিকায় দেখা দেবেন শ্রীমতী বীণা এবং অপরাপর বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে রবীন্দ্রমোহন রায়, ফণীন্দ্রনাথ বর্ম্মা, ধীরাজ ভট্টাচার্য, তুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী, কুমার মিত্র, ছায়া রায় প্রভৃতিকে। "রাজনটী" গল্পটী প্রাচীন ভারতের এক কাল্পনিক রাজার জীবনীকে ঘিরে গ্রথিত হয়েছে স্বয়ং শ্রীচারু রায়ের দ্বারা এবং তিনি একে রসিকচিত্তহারী করবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটী করেন নি। "দক্ষযজ্ঞে"র কারু-বিভাগের সুখ্যাত শিল্পীযুগল—মিঃ শঙ্কর এবং মিঃ রামচন্দ্র "রাজনটী"কে দৃশ্যসম্পদে বিচিত্র ক'রে তুলতে কার্পণ্য করেন নি। আশা করা যাচ্ছে, 'রাজনটী" চিত্রপ্রিয়দের প্রীতি-সম্পাদনে সমর্থ হবে।

*

রাধা ফিল্মের "দক্ষযজ্ঞ" এখনও পর্য্যন্ত যে-রকম জনতা আকর্ষণ করছে, তাতে মনে হয়, এর আয়ুকাল যথেষ্টই সুদীর্ঘ হবে। কাল থেকে ছবিখানি দশম সপ্তাহে পদার্পণ করবে! বর্দ্ধমানের "চিত্রা"য় এবং "হাওড়া সিনেমা"তেও ছবিটি দেখানো হচ্ছে।

*

"তরুণী"-বিখ্যাতা শ্রীমতী জ্যোৎস্না সম্প্রতি রাধা ফিল্মে যোগদান করেছেন। শোনা যাচ্ছে, "মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুলে"র "চপলা"র ভূমিকায় তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন।

*

শ্রীজ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় "মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল"কে সকল দিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করছেন। "মানসমোহনে"র ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন সেই জহর গাঙ্গুলী, যিনি এই ভূমিকায় ষ্টার রঙ্গমঞ্চের উপর অবতীর্ণ হয়ে নিজের অসামান্য নাটনিপুণতা দ্বারা রসিকদের কাছ থেকে প্রাণখোলা প্রশংসা আদায় ক'রতে সক্ষম হয়েছিলেন। অপরাপর ভূমিকা এই রকমভাবে বিলি হয়েছে:—নীহারিকা—শ্রীমতী কাননবালা; চপলা—শ্রীমতী জ্যোৎস্না; মানময়ী—শ্রীমতী রাধারাণী; দামোদর—শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী; সত্যেন বারোরী—শ্রীকুমার মিত্র প্রভৃতি।

*

উর্দ্দু ছবি "উমাক এজ্‌রা"র চিত্রগ্রহণ কার্য্য যথানিয়মে অগ্রসর হচ্ছে। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন পাঞ্জাবের বিখ্যাত গায়ক মাষ্টার বসির এবং নির্ব্বাক কপালকুণ্ডলার নাম-ভূমিকাভিনেত্রী সুন্দরী—ইন্দিরা (এফি হিপোলেট)।

*

শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বি, এল, খেম্‌কা মাসিক দুই সহস্র মুদ্রা পারিশ্রমিক দিয়ে ভারতবিখ্যাতা সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রী মিস্ সুলতানাকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। পরিচালক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরবর্ত্তী দুইখানি ছবিতে এঁকে দেখতে পাওয়া যাবে। ছবি দু'খানির নাম—Blood and Beauty (উর্দ্দু) এবং Rebel (হিন্দী)।

*

Rebel ছবিখানির বাঙলা সংস্করণ হবে—"বিদ্রোহী"। এবং এতে অভিনয় করবার জন্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীললিতমোহন মিত্র প্রভৃতি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই বাঙলা সংস্করণটিও শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তোলা হবে।

*

পরিচালক শ্রীযুক্ত মধু বোসের "সেলিমা"র কাজ এই মাসের মাঝামাঝি শেষ হবে। এই ছবিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার নবাবিষ্কার, সুন্দরী নটী মাধবীকে চিত্রজগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ ক'রতে দেখা যাবে। "সেলিমা"র আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন নূতন ক্যামেরম্যান শ্রীযুক্ত প্রবোধ দাস। প্রবোধবাবু যদিও বয়সে যথেষ্টই নবীন এবং এই প্রথম তিনি স্বাধীন ভাবে কাজ করছেন, তবু চিত্র-গ্রহণ বিষয়ে তাঁর দক্ষতা যে অসাধারণ, সে প্রমাণ দর্শকগণ এই ছবি থেকে পাবেন ব'লে আশা করা যায়। অনেকেই বোধ হয় জানেন না, শ্রীযুক্ত প্রবোধ দাস হচ্ছেন যশস্বী ক্যামেরাম্যান শ্রীযুক্ত যতীন দাসের ভাই।

*

"বিমাতা" ছবির কাজ যথানিয়মে অগ্রসর হচ্ছে পরিচালক শ্রীযুক্ত সোরাবজী কেরাওয়ালার অধীনে। ছবিখানি গভীর দুঃখবেদনাপূর্ণ সামাজিক চিত্র। এর প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন শ্রীমতী রাধারাণী। এবং তাঁর সঙ্গে থাকবেন শ্রীমতী সুলতানা, গুল হামিদ, যশোহার খাঁ প্রভৃতি।

*

করাচী "মোতিমহল" থিয়েটারে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার "সুলতানা" ছবি যদিও প্রত্যহই প্রেক্ষাগৃহকে জনাকীর্ণ করছিল, তবু ভারতের অন্যান্য স্থানে শীঘ্র প্রদর্শন করবার তাগিদ থাকায় ছবিখানিকে সরিয়ে নিয়ে তার পরিবর্ত্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়ারই আর একখানি ছবি "মমতাজ বেগম"কে দেখানো হচ্ছে। মূল ছবির আগে ধীরেন গাঙ্গুলী পরিচালিত তিন রীলার হাস্যরসাশ্রিত উর্দ্দু চিত্র "Love Factory"-কে short subject হিসেবে দেওয়া হচ্ছে।

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোহিনুরে ছত্রপতি শিবাজী

গিরিশচন্দ্র তৎপ্রণীত 'ছত্রপতি শিবাজী'র তৃতীয় অঙ্ক পর্য্যন্ত রিহার-স্তাল দিয়া মিনার্ভা থিয়েটার হইতে কোহিনুরে আসিয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ গিরিশচন্দ্রের স্থলে প্রথিতযশা স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে আনিয়া অধ্যক্ষ-পদ প্রদান করিলেন। অমরবাবু শেষ দুই অঙ্কের অভিনয়-শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। ৩২শে শ্রাবণ (১৯০৭ খ্রী; ১৭ই আগষ্ট) তারিখে 'ছত্রপতি শিবাজী' মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

শিবাজী...৺অমরেন্দ্রনাথ দত্ত; দাদোজী কোণ্ডদেব ও সায়েস্তা খাঁ...৺নীলমাধব চক্রবর্ত্তী; রামদাস স্বামী...শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ; শম্ভাজী (শিশু) ...৺শশীমুখী; ঐ (যুবা)...শ্রীদীরেন্দ্রন থ সিংহ; তানাজী...৺প্রিয়নাথ ঘোষ; গঙ্গাজী...৺নৃপেন্দ্রনাথ বসু; ফেরঙ্গজী, খোবান খাঁ ও পোলাদ খাঁ... শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে; মোরো পন্ত...শ্রীরামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়; সূর্য্যাজী...৺সিতাংশুজ্যোতি মজুমদার (বকুবাবু); আফজল খাঁ...N. Banerjee (Amateur); শম্ভাজী মোহিতে, পূজারী ও জমাদার...৺অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী (হাস্তার্ণব); মল্লিকজা ও মুলানা আহম্মদ...শ্রীহরিদাস দত্ত; রুস্তাজী পন্ত...৺অনুকুলচন্দ্র বটব্যাল (অ্যাঙ্গাস); আওরঙ্গজেব...৺তারকনাথ পালিত; জাফর খাঁ...৺সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; দিলির খাঁ...৺অহীন্দ্রনাথ দে; রামসিংহ ও উদয়ভানু...শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়; আবুল ফতে খাঁ...শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; জিজাবাঈ...শ্রীমতী প্রকাশমণি; সইবাঈ...শ্রীমতী কুসুমকুমারী; পুতলাবাঈ...৺সুশীলাবালা; লক্ষ্মীবাঈ... শ্রীমতী সুধীরাবালা (পটল); বিজাপুর বেগম...শ্রীমতী পান্নাসুন্দরী; মুলানা আহম্মদের পুত্রবধূ...শ্রীমতী রাঁকারাণী; সঙ্গীত-শিক্ষক...৺দেবকণ্ঠ বাগচি ও শ্রীতারাপদ রায়; নৃত্য-শিক্ষক...৺নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু; রঙ্গভূমি-সজ্জাকর...৺কালীচরণ দাস।

গিরিশচন্দ্রের নাট্য-নৈপুণ্যে—এবং তাহার উপর স্বদেশী যুগে রচিত হওয়ায় 'ছত্রপতি শিবাজী'ও সিরাজদ্দৌলা' এবং "মীর কাসিম" নাটকের ন্যায় বঙ্গরঙ্গমঞ্চের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মিনার্ভার বিজয়-গৌরবে কোহিনুর থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণও 'ছত্রপতি শিবাজী' অভিনয়ে উত্তেজিত হন। প্রবল উদ্যমে শিক্ষাদান এবং পোষাক-পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটাদি সুসম্পন্ন করিয়া এক মাসের মধ্যে ইঁহারাও ২৮শে ভাদ্র (১৯০৭ খ্রী; ১৪ই সেপ্টেম্বর) তারিখে 'ছত্রপতি'র অভিনয় ঘোষণা করেন। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

শিবাজী...৺সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু); দাদোজী কোণ্ডদেব... ৺কিশোরীমোহন কর; রামদাস স্বামী...৺মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু); শম্ভাজী (শিশু)...শ্রীমতী ফিরোজাবালা (নেনী); ঐ (যুবা)...শ্রীধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়; তানাজী...শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে; গঙ্গাজী...শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু); ফেরঙ্গজী...৺অটলবিহারী দাস; সূর্য্যাজী...৺তুলসীচরণ পাঠক; জমাদার...৺শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু); আওরঙ্গজেব... ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ; জাফর খাঁ...৺নীলমণি ঘোষ; দিলির খাঁ...শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র; রামসিংহ...শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাল; জিজাবাঈ...৺তিনকড়ি দাসী; সইবাঈ...শ্রীমতী কিরণশশী (টালার); পুতলাবাঈ...৺কিরণবালা; লক্ষ্মীবাঈ...শ্রীমতী তারাসুন্দরী; বিজাপুর-বেগম...৺কিরণশশী (ছোটরাণী); মুলানা আহম্মদের পুত্রবধূ...শ্রীমতী পুঁটুরাণী; সঙ্গীত-শিক্ষক...৺পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও প্রফেসর ৺দক্ষিণারঞ্জন সেন; নৃত্য-শিক্ষক...৺শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু); রঙ্গভূমি-সজ্জাকর...৺ধর্ম্মদাস সুর।

তানাজীর ভূমিকা প্রথমে অপরেশবাবুকে দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তিনি ষ্টার থিয়েটার হইতে প্রত্যাগত, সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে-কে উক্ত ভূমিকা প্রদানের নিমিত্ত গিরিশবাবুকে অনুরোধ করেন। গিরিশবাবু কার্ত্তিকবাবুর চেহারা দেখিয়া ভাল ধারণায় তাঁহাকে উক্ত ভূমিকা দিয়াছিলেন। অপরেশবাবু রিজার্ভ (Reserved) থাকিবেন, এইরূপ স্থির হয়।

মিনার্ভার সহিত প্রতিযোগিতায় কোহিনুর থিয়েটার নাট্যামোদী-গণের নিকট এবং সংবাদপত্র সমূহে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র তানাজীর ভূমিকাভিনয়ে সুবিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় প্রিয়নাথ ঘোষ কার্ত্তিকবাবু অপেক্ষা অধিক প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। নাট্যামোদীগণ মাত্রেই জানেন,—গুরুগম্ভীর (Serious) ভূমিকা অপেক্ষা হাস্যরসাভিনয়েই কার্ত্তিকবাবুর দক্ষতা সমধিক। এ নিমিত্ত গিরিশবাবু আপশোষ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"চল্লিশ বৎসর এই কাজ করিতেছি, কিন্তু এমন ভুল কখনও করি নাই।"

অপরেশচন্দ্রের কোহিনুর ত্যাগ

৺শারদীয়া পূজার পর বুধবারের জন্য 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয় ঘোষণা করা হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'সিরাজদ্দৌলা'র পর গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া মিনার্ভায় অভিনীত হইয়াছিল। ওসমান, বিমলা এবং আয়েসার ভূমিকাভিনয়ে দানিবাবু, তিনকড়ি দাসী এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী উক্ত থিয়েটারে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্যই কোহিনুরে ইহার পুনরভিনয়ের আয়োজন করা হয়। দুর্গেশনন্দিনী নাটকের পাণ্ডুলিপি-খানি তাড়াতাড়ি নকল করায় স্থানে স্থানে ভুল থাকিয়া যায় এবং উত্তমরূপে রিহারস্তাল না দিয়া সত্বর অভিনয় ঘোষণা করায় অভিনয় রাত্রে বিশৃঙ্খলা ঘটে। তিনকড়ি দাসীর বিমলা এবং অন্যান্য অনেকেরই ভূমিকাভিনয়ে কথা আটকাইয়া যায় এবং তজ্জন্য রসভঙ্গ হওয়ায় দর্শকগণ বিরক্ত হইয়া বিদ্রূপ করেন।

তৎপর দিবস ইহা লইয়া থিয়েটারে তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে। কথায় কথায় শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সহিত তিনকড়ির বিষম বিবাদ বাধিয়া উঠে। ক্ষেত্রমোহন বাবু বলেন,—"তিনকড়ির বিশেষ দোষ নাই বিবেচনায় কর্ত্তৃপক্ষগণ তিনকড়ির দিকে হওয়ায় তারাসুন্দরী রাগ করিয়া কোহিনুর ছাড়িয়া দিয়া ষ্টার থিয়েটারে চলিয়া যান।" কিন্তু শ্রীমতী তারাসুন্দরী বলেন,—"আমার কোহিনুর ত্যাগের প্রধান কারণ, ইহা নহে। মহাতাপ-বাবু একছড়া সুন্দর মুক্তার মালা তৈয়ারী করিয়া কোহিনুরের অভিনেত্রী কিরণবালাকে দেন; কিরণ সেই মালা আমাকে দেয়। তিনকড়ি আমার উপর দোষারোপ করিয়া বলে—সেই মালা থিয়েটারের এবং আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া থিয়েটার হইতে লইয়া গিয়াছি। এই কারণেই বিবাদ হয় এবং আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগায় আমি থিয়েটার ত্যাগ করি।"

যাহাই হউক, শ্রীমতী তারাসুন্দরী থিয়েটার ত্যাগ করিবার পর অপরেশচন্দ্রও কোহিনুর হইতে চলিয়া যান।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা]   Regd. No. 1304.   [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

৫ই পৌষ
১৩৪১

কলালাপ

সাধারণতঃ পুরাণ বল্‌তে আমরা যা বুঝি, তা হচ্ছে ব্যাসাদি মুনি দ্বারা রচিত শাস্ত্র। এবং এই শাস্ত্র হচ্ছে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পাঁচটি লক্ষণ দ্বারা বিশেষিত। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি ক'রে মূল পুরাণ আছে আঠারোটি এবং এদের সঙ্গে আরও আছে বহু উপপুরাণ।

•

কিন্তু 'পুরাণ' কথাটার যদি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরা যায়, তা' হ'লে প্রচলিত গণ্ডীটাকে অতিক্রম ক'রে তার অর্থ অধিকতর ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়। এবং অতি প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজ ধর্ম্ম প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত যে-কোন আখ্যায়িকাকে তখন 'পুরাণ' নাম দেওয়া চলে। আমরা যখনই কোন-কিছুকে 'পৌরাণিক' আখ্যা দি, তখন এই শেষোক্ত ব্যাপক অর্থেই কথাটাকে ব্যবহার করি।

"কর্ম্ম"-চিত্রের নায়িকা
শ্রীমতী দেবীকারাণী

•

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা যদিও অনেক মাল-মশলা যোগাড় ক'রে পরীক্ষিৎ এবং চন্দ্রগুপ্তের মধ্যবর্ত্তী সময়টির ওপর একটি সেতু বেঁধে মহাভারতীয় যুগকেও সাল-বছর-মাস ইত্যাদির প্যাঁচে ফেলে 'ইতিহাসে'র গণ্ডীর ভিতর টেনে আনবার চেষ্টা করেছেন, তবুও আজও অবধি আমাদের কাছে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তই প্রথম ঐতিহাসিক রাজা হয়ে রয়েছেন এবং তাঁরই নাতি অশোকের আমোলের আগেকার যথার্থ ঐতিহাসিক নিদর্শন আজও পর্য্যন্ত আমরা খুঁজে পাইনি এবং সামান্য যা পেয়েছি, তাকেও কোন রকম যুগনির্দ্দেশক প্রামাণিক চিহ্ন দিতে পারি নি। চন্দ্রগুপ্তের আগের সময়ের যা-কিছু আখ্যান আমাদের কেতাবে লিপিবদ্ধ আছে, তাদের অবলম্বন ক'রে আমরা আজকের দিনে 'ঐতিহাসিক' নাটক লিখিনা, লিখি 'পৌরাণিক' নাটক।

•

'পৌরাণিক' কথাটার সঙ্গে আমাদের মনের একটা বিশেষ চিন্তাধারা বা সংস্কারের খুব নিকট সম্পর্ক রয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সীজার, নেপোলিয়ান প্রভৃতি রাজার শক্তি ও পরাক্রমকে আমরা বিশ্বাস করি, তাদের জীবনের ঘটনাকে খুব আশ্চর্য্যজনক মনে হ'লেও অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য ব'লে উড়িয়ে দিতে চাইনা—এদের মানুষ ব'লে মেনে নিতে আমাদের আপত্তি হয় না কোন দিনই। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণ-বর্ণিত রাজা-রাজড়া কিংবা অপরাপর চরিত্রকে ঠিক আমাদেরই মত অল্‌জ্যান্তো হাত-পা-ওয়ালা মানুষ ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যেখানে ভক্তকে রক্ষা করবার জন্যে ভগবান সুদর্শন ধরেন, স্রেফ্ ইচ্ছা মাত্র মানুষ ম'রে যেতে পারে, শব্দকে অনুসরণ ক'রে বাণ ছেড়ে দিলেই কার্য্যোদ্ধার হয়, কপিসৈন্য মানুষের হয়ে রাক্ষসের বিরুদ্ধে লড়াই করে, কথায় কথায় দেবতারা অসুরের উৎপীড়নে স্বর্গ ছেড়ে পালিয়ে বেড়ায়, সতীত্বের জোরে স্ত্রী মরা স্বামীকে যমের বাড়ী থেকে জ্যান্তো ক'রে ড্যাংড্যাংডিয়ে ফিরে আসে এবং এই রকম আরো কতো-কি হয়, সেখানকার লোকজন আর-যাই হোক্ না কেন, আমাদের মতো মানুষ যে নয়, একথা একশো বার হাজারো বার সত্যি। অতএব ও-সব চরিত্র এবং ওদের কাহিনী বা আখ্যান হচ্ছে 'পৌরাণিক', ঐতিহাসিক নয়। আমরা আমাদের মানুষের মন নিয়ে ওদের গুণাগুণ বিচার ক'রতে পারি না; ওদের কাছে পুণ্যই বা কি এবং পাপই বা কি, তা আমাদের সহজ বুদ্ধি দিয়ে বুঝে ওঠা অসম্ভব; ওদের জীবনের শোক-দুঃখ, সুখ-সমৃদ্ধি, নিন্দা-খ্যাতির কার্য্য-কারণ নির্ণয় আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

•

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের কাহিনী আমরা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতি থেকে পড়ি। কেউ ভক্তিতে গদগদ হই, কেউ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আবিষ্কারে মনোনিবেশ করি, আবার কেউ হয়ত' রূপকথা বা fairy tales-এরই সম-গোত্রীয় 'গাঁজকা' ব'লে হেসে উড়িয়ে দিই। বইয়ের কথা বইয়েই থাকে; বিশ্বাস কর বা অবিশ্বাস কর—তাতে রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ-লেখকের কিছু আসে যায় না, তাঁরা বহুকাল পূর্ব্বেই গতায়ু। চায়ের টেবিলে তর্ক কর, ইউনিভার্সিটির আশুতোষ হলে 'আমেরিকাই মহাভারতের

পাতাল কি না'—সে-বিষয়ে জোর বক্তৃতা দাও, Historical Journal-এ 'রামায়ণের লঙ্কার ভৌগোলিক অবস্থান'-সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ লেখ—লোকে তোমার অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করবে, এ একেবারে নিঃসন্দেহ ব্যাপার; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও ঠিক যে, এত ক'রেও পৌরাণিক যুগকে টেনে হিঁচড়ে নিকটবর্ত্তী ক'রে ঐতিহাসিকের পর্য্যায়ভুক্ত করা যাবে না। এ-বিষয়ে লোকের সংস্কারের শিকড় এতটুকু আল্‌গা হবার সম্ভাবনা নেই।

*

এ হেন অবস্থায় আজকের দিনে আমাদের দেশে পৌরাণিক নাটকের রূপ কি হওয়া উচিত, সেই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন। এই প্রশ্নের যুক্তিসিদ্ধ উত্তর কারুর কাছ থেকে পাওয়া যাবে কিনা জানি না এবং পাওয়া গেলেও, তা সবাইয়ের কাছে সমান ভাবে গ্রহণীয় হবে কি না, তাও ব'লতে পারি না। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমাদের সহজ মতামত যা, তা এখানে সংক্ষেপে জানিয়ে দিতে ক্ষতি কি?

*

'দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষের ফলে নাটকের সৃষ্টি হয়; ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সংঘর্ষ যখন চরমে এসে দাঁড়ায়, তখন এক শক্তি অপর শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে এবং নাটকের হয় সমাপ্তি। নাটকের মধ্যে অ্যাক্‌শান বা গতি থাকা দরকার; ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে নাটকীয় চরিত্রের প্রকাশ বা বিকাশ দেখানো প্রয়োজনীয়'—নাটক রচনা সম্বন্ধে এই মোদ্দা কথাটি মনে রেখে স্বচ্ছন্দে বলতে পারা যায় যে, যদিই পৌরাণিক গল্পকে অবলম্বন ক'রে নাটক গ'ড়তে হয়, তা হ'লে তার নাট্যবস্তুটিকে দস্তুরমত আজকের দিনের দর্শক বা পাঠকের কাছে সম্ভাব্য (probable) এবং গ্রাহ্য (and therefore acceptable) ক'রে তুলতে হবে। এবং এ-জিনিষ করবার প্রধান উপায় হচ্ছে—নাটকীয় চরিত্র থেকে অতি-মানবত্ব বা অলৌকিকত্বকে যথাসম্ভব বর্জ্জন করা।

*

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে শ্রীকৃষ্ণ খুব কাপড় যুগিয়ে চলেছেন, বৃষকেতুকে সকলের সামনে করাত দিয়ে কাটবার পরেও সে নারায়ণের হাত ধ'রে 'বাবা, বাবা, কে এসেছে দেখ' ব'লে কর্ণের সামনে এসে হা'জির হ'ল, সদ্যোজাত মহামায়াকে প্রস্তরশিলার ওপর আচড়ে ফেলবার পর শূন্য থেকে আকাশ-বাণী হ'ল—'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে', হনুমান রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে 'জয়রাম জয়রাম' ক'রে লাঙ্গুলাগ্নি দ্বারা লঙ্কা ছারখার করছে, আর দূতেরা এসে ঘন ঘন সেই খবর দিয়ে যাচ্ছে, সমর-প্রাঙ্গনে প্রবেশ ক'রে রাবণ রামকে চিরারাধ্য দেবতা রূপে দেখে বিনা যুদ্ধে বুক পেতে দিলে—ইত্যাদি গোছ অলৌকিক ব্যাপার বা অতি-মানবীয় চরিত্র নাটকের ভিতর পুরলে 'খেল্ দেখানো' হাততালি হয়ত' পাওয়া যায়, কিন্তু নাটক তাতে গ'ড়ে ওঠে না। পৌরাণিক গল্পের 'পৌরাণিকত্ব' টুকুকে সযত্নে পরিহার ক'রে তবে তাকে নাটকের আকারে প্রকাশ ক'রতে হবে। আজকের দিনের লোক ঘটনার ভিতর কার্য্য-কারণ সম্পর্ক খোঁজে; রাম দেবতা ব'লেই রাবণ তার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌লনা, এ-যুক্তি তার মনঃপুত নয়; তাকে বোঝাতে হবে, রাম-রাবণ দু'জনেই সমান শক্তিশালী হ'লেও রাবণ অমুক দুর্ব্বলতার জন্যে রামের কাছে হ'টে গেল—রামের হাতে তার পরাজয়কে নাটকীয় সম্ভাব্য বস্তু (dramatic probability) রূপে গ'ড়ে তুলতে হবে। নাটকের ঘটনাটিকে পরিপূর্ণভাবে human interst-এ ভরপুর ক'রে না দিতে পারলে আজকের দিনে পৌরাণিক নাটক লিখে সাফল্য লাভ করবার আশা দুরাশা মাত্র।

*

অবশ্য এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের মর্য্যাদা বা মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করা কোন মতেই চলবে না। নাটকীয় কার্য্য সিদ্ধির জন্য কেউ যদি রাম বা যুধিষ্ঠিরকে মদ্যপায়ী লম্পট রূপে চিত্রিত ক'রতে চান, তা হ'লে তাঁকে বা তাঁর নাটককে কেউই সহ্য ক'রবে না। ইউরোপে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আইন ছিল,—ভগবান, খ্রীষ্ট বা ধর্ম্ম নিয়ে নাটক প্রস্তুত হবে না। আমাদেরও মত, দেবতা যিনি, তিনি দেবতাই থাকুন, তাঁকে রঙ্গমঞ্চের ওপর দাঁড় করবার কোন আবশ্যকতা নেই। রাম, শ্রীকৃষ্ণ বা ঐ ধরণের অন্য কোন চরিত্রের জীবনের যে অংশটিতে আমরা তাঁদের মানুষ ব'লে ভাবতে পারব, যদি লিখতেই হয়, তা' হ'লে মাত্র সেই অংশটুকু নিয়েই নাটক লেখা উচিত; দেবত্বের দোহাই পেড়ে নাটকের গতি নিয়ন্ত্রিত করা কিংবা নাটকীয় সমস্যার সমাধান করা নিতান্তই ছেলেমানুষী এবং সেই কারণেই হাস্যকর।

*

এই শনিবার, ২২-এ ডিসেম্বর শিশিরকুমারের অধিনায়কতায় নব-নাট্যমন্দির শরৎচন্দ্রের "বিজয়া"কে পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থাপিত করবেন। শুন্‌তে পাওয়া গেল, গত সপ্তাহে প্রকাশিত "বিজয়া"র ভূমিকা-লিপির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অনেক বিবেচনার পর শিশিরকুমার স্থির করেছেন, "রাসবিহারী"ই হচ্ছে তাঁর যোগ্য ভূমিকা। অতএব "বিজয়া" অভিনয়ে শিশিরকুমার দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করবেন "রাসবিহারী" বেশে এবং নায়ক "নরেনে"র ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তাঁর পরিবর্ত্তে শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী। "বিজয়া"র নাট্যাভিনয় শিশিরকুমার তথা নব-নাট্যমন্দিরকে জয়যুক্ত করুক।

*

মিনার্ভা বড়দিনের ডালি রূপে রঙ্গরসিকদের সামনে হাজির করছেন প্রথিতযশা নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বৈকুণ্ঠে বাজি" নামে একটি নূতন পৌরাণিক গীতিনাটককে। রঙ্গনাট্যের অভিনয়ে মিনার্ভার বেশ সুনাম আছে। আশা করি, "বৈকুণ্ঠে বাজি" অভিনয়ে তাঁদের সে-সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে।

*

রঙ্‌মহলের নূতন নাটক "রাবণ" সম্বন্ধে আমাদের আলোচনাকে স্থগিদ রাখতে হ'ল এক হপ্তার জন্যে। কর্ত্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, "রাবণে"র ভূমিকালিপি বিতরণে তাঁরা যথেষ্টই অদল-বদল করেছেন এবং বইয়ের ভিতরেও অনেক উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছেন। "রাবণে"র এই পরিবর্ত্তিত রূপকে আমরা দেখতে পাব বইখানির দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে (অর্থাৎ আজ রাতে) এবং এর পর "রাবণ" সম্বন্ধে আমরা আমাদের মতামত জানাব।

*

বড়দিনে নাট্যনিকেতন চালাবেন "চক্রব্যূহ", "মা" প্রভৃতির সঙ্গে "প্রতাপাদিত্য", "সাজাহান", "কর্ণার্জ্জুন", "গৈরিক পতাকা" প্রভৃতি বহু নাম-করা নাটক।

*

কানে এল, এই শনিবার ২২-এ ডিসেম্বর থেকে চানী দত্তের পরিচালনায় গ্রে ষ্ট্রীটের "মায়াপুরী"তে সিনেমা এবং ভ্যারাইটী-শো দেখানো সুরু হবে। চানীবাবুর এই নব প্রচেষ্টা সার্থক হোক্, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

পুস্তক-পরিচয়

সিনেমা—শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। মূল্য ৩ টাকা। ১৫৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; আর্ট পেপারের উপর ছাপা ২৫৩টী চিত্র সংবলিত। ৮ পেজী রয়্যাল অ্যান্টিক কাগজে মুদ্রিত।

বাঙলা দেশে সিনেমা কোম্পানী খুলে কে কত লাভবান হয়েছেন, আজও অবধি তার কোন সঠিক হিসেব-নিকেস না হ'লেও এ-কথা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না যে, আজকের বাঙালী অদ্ভুত রকম সিনেমা-প্রেমিক হয়ে উঠেছে। গ্রেটা গার্ব্বো অভিনীত একখানিও ফিল্ম না দেখেও স্রেফ্ গ্রেটা সম্বন্ধে গল্প প'ড়ে এবং গ্রেটার হরেক রকম ছবি নানান্ কাগজে দেখে গ্রেটার ভক্ত হয়ে পড়েছে, এমন লোকও আমরা দেখেছি। কি ক'রে ছবি তৈরী হয়, এ-সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ আজ অল্প নয়; বিশেষ, ছবিতে কথা-গান-শব্দ প্রভৃতি ঢুকে ফিল্ম জিনিষটাকে সাধারণের কাছে একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ের বস্তু ক'রে তুলেছে। এমন কত লোক আমাদের বলেছেন, আপনাদের ত' ষ্টুডিও-ওলাদের সঙ্গে আলাপ আছে; দয়া ক'রে একদিন নিয়ে যাবেন, ছবি কেমন ক'রে তোলা হয়, তা দেখে আসব।—

বায়োস্কোপ সম্বন্ধে জন-সাধারণের আগ্রহ মেটাবার মতো একখানিও ভালো বই বাঙলা ভাষায় ছিল না। শ্রীনরেন্দ্র দেব বহু পরিশ্রম ব্যয় ক'রে নানান্ ইংরেজী বই থেকে বিষয়-বস্তু সংগ্রহ করবার পর বায়োস্কোপ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যকে যথাযথভাবে সাজিয়ে ঝর্ঝরে বাঙলা ভাষায় এই যে 'সিনেমা' নামে বইখানি লিখেছেন, এতে আমাদের বহু দিনের একটি অভাব দূরীভূত হ'ল। সিনেমার জন্মেতিহাস থেকে সুরু ক'রে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তার প্রসার এবং শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা আজ চলচ্চিত্র রাজ্যে কি ক'রে একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়ে পড়েছে, তার সরস ও বৈচিত্র্যময় বিবরণটুকু দিয়ে গ্রন্থকার বইখানির গোড়াপত্তন করেছেন। তারপর সিনেমা ব্যাপারে যতগুলি বিভাগ থাকা সম্ভব, তার প্রত্যেকটিকে —যেমন, চলচ্চিত্রে অভিনয়, অভিনেতৃদের রূপসজ্জা, চলচ্চিত্রের পরিচালনা, গল্প ও চিত্রনাট্য গঠন, তার আলোক-রহস্য, শব্দযন্ত্র-বিভাগ, তার বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক দিক, শিল্পকলার দিক প্রভৃতিকে—এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদের ভিতর যথাসম্ভব আলোচনা করেছেন। এ-ছাড়া চলচ্চিত্রের কার্টুন-চিত্র, চাতুরী, ইতর প্রাণী এবং শিশুদের অভিনয়, অদৃশ্য-লোকের চলচ্চিত্র প্রভৃতি বিস্ময়কর ব্যাপারগুলির রহস্য উদ্ঘাটন ক'রতেও তিনি ত্রুটী করেন নি। গ্রন্থকার তাঁর বক্তব্যগুলিকে সুপরিস্ফুট করবার জন্যে বিভিন্ন বিষয়ক নিবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র ছবি দিয়েছেন। মোট কথা, 'সিনেমা' বইখানি পড়বার পর একজন সাধারণ আনাড়ী লোকও পাঁচজনের কাছে সিনেমা সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতো কথাবার্ত্তা কইতে পারবেন। বইখানির আর একটি সম্পদ হচ্ছে, এর সর্ব্বশেষ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত "চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিশেষার্থবাচক ইংরাজী শব্দের বাঙলা পরিভাষা"।

'সিনেমা' বইখানি একেবারে নিখুঁত হ'লে খুসী হতুম। বইটি অজস্র বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ; এর শুদ্ধিপত্র তৈরী করতে গেলে অন্ততঃ দশখানি গোটা পাতা লাগত। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও ব'লে রাখা দরকার যে, এই অশুদ্ধিগুলি এমন মারাত্মক নয় যে, অর্থবোধে ব্যাঘাত জন্মায়। দ্বিতীয় খুঁত হচ্ছে বইটির দাম। দুশো তিপ্পান্ন খানা ছবি আর্ট পেপারে এবং গোটা বইটাকে দামী এবং মোটা অ্যান্টিক কাগজে ছাপিয়ে বিক্রী ক'রতে গেলে তিন টাকা দামের কমে পোষায় না, একথা মানি। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ছবির সংখ্যা অর্দ্ধেক ক'রলেও বইখানির খুব-বেশী অঙ্গহানি হ'ত না এবং অপর দিকে মূল্যটিকে যথেষ্ট কম ক'রে এমন একখানি সর্ব্বাংশে উপযোগী গ্রন্থের বহুল প্রচারে সাহায্য করা হ'ত।

যাই হোক, একসঙ্গে তিন টাকা ব্যয় ক'রতে সমর্থ, এমন বাঙালী 'ছৈবিকে'র সংখ্যাও আজকের দিনে বড়ো অল্প নয় এবং এঁদের ভিতর প্রত্যেকের হাতে একখানি ক'রে শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত 'সিনেমা' বই ঘুরতে দেখলে আমরা খুসীই হব; কারণ, বইখানি সত্যিই টাকা খরচ ক'রে কেনবার মতো জিনিষ।

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অপরেশচন্দ্রের ষ্টার থিয়েটারে যোগদান

কোহিনূর ছাড়িয়া অপরেশচন্দ্র ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। সে সময়ে ষ্টার থিয়েটারের অন্যতম সত্বাধিকারী এবং সুবিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র পীড়িত। তিনি অপরেশবাবুর সৌজন্য এবং নাট্যাভিজ্ঞতায় পরম প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। অপরেশচন্দ্র সুশিক্ষিত ছিলেন এং তাঁহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। এ নিমিত্ত অমৃতবাবু তাঁহার অভিনীত 'বুদ্ধদেব' প্রভৃতি কয়েকটী ভূমিকা ষ্টার রঙ্গমঞ্চে তাঁহাকে অভিনয়ার্থ অনুমতি দিয়াছিলেন। অপরেশচন্দ্র তাঁহার "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"প্রথম পরিচয় হইতে আমি অমৃতলালের নিকট যে অমায়িক ব্যবহার, যে উৎসাহ, যে প্রীতি, যে স্নেহলাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার এই ক্ষুদ্র নটজীবনে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" বলা বাহুল্য, পীড়িত হইয়া তিনি আর অভিনয় করিতেন না। এই সময়ে ষ্টারে "চন্দ্রশেখরে"'র পুনরভিনয় হয়;—নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় চন্দ্রশেখরের ভূমিকা গ্রহণ করেন। অপরেশচন্দ্র প্রতাপের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দর্শকমণ্ডলীর এবং তৎসঙ্গে অমৃতলালের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

পুনরায় কোহিনুরে আগমন

অপরেশবাবু কোহিনুর থিয়েটার ছাড়িয়া আসিবার অল্পদিন পরেই সত্বাধিকারী শরৎবাবু অসুস্থ হইয়া পড়েন। ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত গমন করেন। দারুণ পরিশ্রমে এবং হেমন্তাগমে গিরিশচন্দ্রও পুনরায় হাঁপানী পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। থিয়েটার খুলিবার ছয় মাস গত হইতে না হইতেই পৌষ মাসে শরৎবাবুর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর তিন দিন পরে তাঁহার পিতৃদেব প্রসন্নবাবুও স্বর্গারোহণ করেন।

এই শোচনীয় ঘটনার পর শরৎবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিশির কুমার রায় শরৎবাবুর এষ্টেটের এক্‌জিকিউটার হইয়া থিয়েটারের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন। রোগপীড়িত গিরিশচন্দ্র এ সময়ে থিয়েটারে যাইতে পারিতেন না—বাটীতে বসিয়াই থিয়েটার পরিচালনের উপদেশ দিতেন। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের "দাদা ও দিদি" রঙ্গনাট্য বড়দিনে (২২শে ডিসেম্বর, ১৯০৭ খ্রীঃ) কোহিনুরে প্রথম অভিনীত হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষরূপে সমাদৃত হয়। দানিবাবু বাধ্য হইয়া ইহার শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তক্ষক (দাদা) সাজিতেন—হাঁদুবাবু, শঙ্খিনী (দিদি) সাজিতেন—কিরণবালা এবং চন্দ্রবিন্দু (হট্টমালার বড় ঠাকুর) সাজিতেন—কটিবাবু (কানাইলাল দাস)। এই রূপক নাট্যখানি খুব জমিয়াছিল। ১৯১১ খ্রীঃ, ১৮ই জানুয়ারী তারিখে গভর্ণমেণ্ট ইহার অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। ইহার পর পণ্ডিত নিত্যবোধ বিদ্যারত্নের "বাজীমাৎ" প্রহসন কোহিনুরে অভিনীত হয়। দানিবাবু এবং শ্রীমতী ভূষণকুমারী ইহার নায়ক ও নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তৎপরে ক্ষীরোদবাবুর নূতন ঐতিহাসিক নাটক "রাজা অশোক" রিহারস্তালে পড়ে। গিরিশচন্দ্র তখনও থিয়েটারে আসিতে অসমর্থ হওয়ায় দানিবাবুই ইহার শিক্ষাদান করিতে থাকেন। ক্ষেত্রমোহনবাবু ইঁহার সহকারী ছিলেন। নাটকখানি খুলিবার পূর্ব্বে এক্‌জিকিউটার শিশিরকুমার বাবুর সহিত বেতনাদি প্রাপ্তি সম্বন্ধে মনোমালিন্য ঘটায় হাঁদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু ও মণ্টুবাবু থিয়েটার হইতে চলিয়া যান। শিশিরবাবু এই সঙ্কট সময়ে উদ্যোগী হইয়া অপরেশবাবু এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে ষ্টার হইতে পুনরায় কোহিনুরে লইয়া আসেন। অশোক নাটকের রিহারস্তাল সমাপ্তির মুখেই আসিয়া পড়ায় ইঁহারা এ নাটকে কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। এদিকে শিশিরবাবু হাঁদুবাবুর সহিত মনোমালিন্য দূর করিয়া তাঁহাকে পুনরায় কোহিনুরে লইয়া আসেন এবং তিনি তাঁহার ভূমিকা আবার গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ, ৭ই মার্চ্চ (২৪শে ফাল্গুন, ১৩১৪ সাল) তারিখে অশোক নাটকের প্রথমাভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:—অশোক—দানিবাবু, বিন্দুসার—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে, বীতশোক—অটলবিহারী দাস, রাধাগুপ্ত—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বিনায়ক—হাঁদুবাবু, ধারিণী—তিনকড়ি দাসী, চিত্রা—সরোজিনী (মোটা) ইত্যাদি। কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হইলেও নাটকখানি বেশী দিন চলে নাই।

"বাসন্তী" অভিনয়ের নূতনত্ব

অপরেশচন্দ্র কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করিবার পর ১৯০৮ খ্রীঃ, ৩রা এপ্রিল (২১শে চৈত্র, ১৩১৪ সাল) তারিখে এখানে ক্ষীরোদবাবুর 'বাসন্তী' নামক একখানি রঙ্গনাট্যের প্রথম অভিনয় হয়। বাসন্তী অভিনয়ের একটু নূতনত্ব আছে। যাঁহারা এমারেল্ড, ক্লাসিক বা কোহিনুর থিয়েটার দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—সে সময়ে থিয়েটারের পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত খালি জায়গা ছিল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় কোহিনুর থিয়েটার নিলামে কিনিয়া লইয়া মনোমোহন থিয়েটার নাম দেন এবং ঐ খালি জায়গায় কতকগুলি বাড়ী তৈয়ারী করিয়া ভাড়া দেন। কোহিনুর থিয়েটার লইয়া শরৎকুমারবাবু ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ফাল্গুন মাসে বসন্ত সমাগমে উক্ত বিস্তৃত খালি জায়গায় 'বাসন্তী মেলা' নাম দিয়া সমারোহ সহকারে একটী প্রদর্শনী খুলিবেন এবং কোহিনুরের দর্শকগণ একই টিকিটে উক্ত মেলা দেখিতে পাইবেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি পূর্ব্ব হইতেই "কোহিনুরে বাসন্তী মেলা" নাম দিয়া একটী বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে তাঁহার বাসনা অপূর্ণ-ই রহিয়া যায়। বিজ্ঞাপনের সার্থকতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিশিরবাবু ক্ষীরোদবাবুকে দিয়া "বাসন্তী" বলিয়া একখানি রঙ্গনাট্য লিখাইয়া অভিনয় ঘোষণা করেন। শরৎবাবুর সাধ—শিশিরবাবু এই নূতন উপায় উদ্ভাবনে মিটাইয়াছিলেন। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ:—চাকাদাস—অটলবিহারী দাস, সুরেশ্বর—হাঁদুবাবু, জয়া—টালার কিরণ, পুঁইমণি—কুমুদিনী (বেঁটে) ইত্যাদি।

অপরেশবাবু ইহার পর বহুবার 'চাকাদাসের' ভূমিকা অভিনয় করিয়া রঙ্গালয় হাস্য-কোলাহলে মুখরিত করিয়াছিলেন। চাকাদাসের ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় আজও অবধি অতুলনীয়। [ক্রমশঃ]

চিত্র-কথা

চিত্র পরিচয়ঃ (১) নেল গুইন (ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ডোমিনিয়ান্ ফিল্মস্)

পরিচালক—হার্ব্বার্ট উইল্‌কক্স

প্রধান ভূমিকায়—অ্যানা নিগ্‌ল্,

সার সেড্রিক হার্ড্‌উইক্ প্রভৃতি

কাল থেকে এম্পায়ারে দেখানো হবে।

*

একখানি কমেডি চিত্র। নেল্ ছিল ড্রুরী লেন থিয়েটারের একজন নৃত্যগীতপটীয়সী সুন্দরী অভিনেত্রী। ইংলণ্ড-রাজ দ্বিতীয় চার্ল্‌স্ থিয়েটার দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হলেন তার রূপে; আহ্বান করলেন তাকে নৈশ-ভোজে। নেল্ হ'ল তাঁর বিলাস-সঙ্গিনী। ডাচেস্ অফ্ পোর্ট্‌স্‌মাউথ এতে গেলেন চ'টে। প্রেম-যুদ্ধ সুরু হ'ল দু'জনের ভিতর। কিন্তু শেষে নেল্‌ই হ'ল জয়ী তার প্রেমের অকৃত্রিমতার জোরে। চার্ল্‌সের মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত নেল্ রইল তাঁর হৃদয়ের অধীশ্বরী হয়ে।

নেল্-এর ভূমিকায় অ্যানা নিগ্‌ল্ এবং দ্বিতীয় চার্ল্‌স্ রূপে হার্ড্‌উইক্ সাহেব অসামান্য নাটনিপুণতা দেখিয়ে ছবিখানিকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করেছেন।

*

(২) **তুলসীদাস** (কালী ফিল্মস্)

পরিচালক—শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়

আলোক-শিল্পী—শ্রীসুরেশ দাস

প্রধান ভূমিকায়—জহর গাঙ্গুলী, রাণীবালা, নগেন্দ্রবালা প্রভৃতি।

"রূপবাণী"তে কাল থেকে চতুর্থ সপ্তাহ সুরু হবে।

*

এতদিন বাদে "তুলসীদাসে"র বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন দেখছি না। তাই মোটের ওপর ব'লতে হচ্ছে, সাধারণ বাঙলা ছবি যেমন ধারা হয়ে থাকে, তুলসীদাস তার থেকে নীচু ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নয়।

অভিনেতৃদের মধ্যে স্মরণীয় অভিনয় করেছেন তুলসীদাসের মায়ের ভূমিকায় শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা। রত্নাবলীর ভূমিকায় শ্রীমতী রাণীবালার অভিনয়ও যথেষ্ট প্রশংসনীয়। দুঃখী ও তুলসীর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীজহর গাঙ্গুলী উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। দেবদাসী-বেশে শ্রীমতী রেণুবালার নৃত্যটি মনোরম।

শব্দযন্ত্রীর কাজ শ্রীজগদীশ বসু অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। কালী ফিল্মস্ আজ পর্য্যন্ত যতগুলি ছবি তুলেছেন, তার মধ্যে তুলসীদাসের 'নেপথ্য-সঙ্গীত'ই সবচেয়ে বেশী উৎরেছে এবং এর জন্যে শ্রীনিতাই মতিলাল আমাদের ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু "তুলসীদাস" ছবিতে যে জিনিষটি আমাদের সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে এর আলোক-শিল্প। আলোকচিত্রের এমন নয়নানন্দকর স্নিগ্ধতা এবং মৃদুতা আজ পর্য্যন্ত ক'খানা বাঙলা ছবিতে কে দেখেছেন? রাত্রির দৃশ্যকে এমন সার্থক বাস্তবতার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠতে কবে কোথায় দেখা গেছে? অবশ্য ছবিটির সর্ব্বত্র আলোকের সমতা নেই, এ-কথা মানতেই হবে, কিন্তু ক'খানা বাঙলা ছবিতেই বা তা থাকে? এবং আলোকের সমতা যে সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নি, তার জন্যে পরিস্ফুটনাগারের দায়িত্বও বড়ো কম নয়। "তুলসীদাসে" আলোক-চিত্রকরের কেরামতী বা trick-photography-র খুব-বেশী নমুনা আমরা পাই নি, কিন্তু তার চেয়েও বা বড়ো জিনিষ, ফোটোগ্রাফীর সেই স্নিগ্ধ-কমনীয়তা এবং আলোছায়ার খেলাকে দেখতে পেয়ে আমরা এত-বেশী খুসী হয়েছি যে, "তুলসীদাসে"র আলোক-শিল্পী শ্রীসুরেশ দাসকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি আমাদের আরও উচ্চ স্তরের কাজ দেখিয়ে আরও বেশী খুসী করবেন।

*

নিউ থিয়েটার্সে'র বাঙলা ছবি "দেবদাসে"র চিত্রগ্রহণ কার্য্য ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে।

*

কালী ফিল্মসের "পাতালপুরী" ও "প্রফুল্ল"র কাজ স্থিরভাবে এগিয়ে চলেছে। এবং "বিদ্যাসুন্দর" পালাও দু'এক দিনের ভিতরেই তোলা আরম্ভ হবে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও কর্ম্মপটুতা বিস্ময়কর এবং অপরের অনুকরণীয়।

*

রাধার "**রাজনটী বসন্তসেনা**"র উদ্বোধন হবে এই শনিবারে "**চিত্রা**"য়, এ-খবর বোধ করি নতুন ক'রে আর কেউকে দিতে হবে না। নাম-ভূমিকায় শ্রীমতী বীণা নেচেছেন, গেয়েছেন, অভিনয় করেছেন। তাঁকে চিত্রপ্রিয়দের ভালো লাগবে ব'লেই আমরা শুনেছি।

*

কাল থেকে "দক্ষযজ্ঞ" এগার হপ্তায় পড়বে এবং বড়দিনের বাজারে "ক্রাউন"কে সরগরম রাখবে। হাওড়া এবং বর্দ্ধমানে ছবিখানির যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সপ্তাহ চলছে।

*

কল্‌কাতার উপকণ্ঠের এক বাগান-বাড়ীতে "মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুলে"র বহির্দৃশ্য তোলা হচ্ছে। ছবিখানি জানুয়ারী মাসের ভিতরেই মুক্তি পাবে ব'লে আশা করা যায়।

"রহস্যময়ীর" অজানা প্রেমিক

[শ্রীঅজিত দে]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

Metro Studioতে Siguard এক শ্রমিকের কাজ গ্রহণ করিলেন। Stiller হঠাৎ একদিন তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সচকিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিবার পর Siguardকে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া Gretaর—বাড়ীতে লইয়া গেলেন। Greta তখন ছিলেন তাঁহার পুষ্পোদ্যানে। মাতা যেমন তাঁহার সন্তানদের পালন করেন, ঠিক সেইরূপ যত্ন-সহকারে তখন তিনি তাঁহার পুষ্পলতাগুলির পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহ শুভ্র পরিচ্ছদে আবৃত ছিল, তাঁহার পায়ে ছিল নীচু হিলওয়ালা জুতা, তাঁহার কেশভার অবিন্যস্তভাবে ঝুলিতেছিল। Siguardকে দেখিবামাত্র Greta লিলিফুলের মত ফ্যাকাসে হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "Siguard—তোমাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখিতেছি।" তাহার পর তাঁহারা দুইজনে একটি ঝরণার পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। Helva, Sven এবং তাঁহার মাতার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে—Gretaর চক্ষে দুঃখের ছায়া ঘনাইয়া আসিল, কিন্তু তিনি একবিন্দুও অশ্রুপাত করিলেন না। Siguard-এর চাকুরীর উন্নতির জন্য Greta ষ্টুডিওর একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট একখানি পরিচয়-পত্র দিতে চাহিলেন, কিন্তু Siguard কিছুতেই তাহা লইতে সম্মত হইলেন না। Siguard-এর অসম্মতি Gretaর মুখ হইতে সমস্ত আনন্দ এবং সজীবতা হরণ করিয়া লইল। Siguard-এর মনে হইল, Gretaর যেন সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। Siguard দেখিলেন, Greta এক্ষণে যদিও আর তুষারাবৃত সুইডেন উপত্যকার স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত "তুষার-রাণী" নন, তথাপি তাঁহার পরিবর্ত্তন তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে মনমুগ্ধকর এবং রহস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে। কথোপকথনের পর Greta Siguardকে তাঁহার সহিত সুইডেনে প্রচলিত প্রথায় প্রস্তুত আহারে যোগদান করিতে অনুরোধ করিলেন। সেইদিনের ভোজ Siguard-এর স্মৃতিপথে সেই পুরাতন দিনের কথা জাগাইয়া দিল, যে-দিন Siguard সুইডেনে Gretaর বাড়ীতে Gretaর সহিত প্রথম আহার করিয়াছিলেন।

Stiller Siguardকে সঙ্গে লইয়া Los-Angeles-এ ফিরিয়া আসিলেন। তিনি Siguardকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "আমাকে কিছুদিনের ভিতরেই এখান হইতে দেশে চলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু আপনার নিকট অনুরোধ, আপনি কোনমতেই Gretaকে হলিউড পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দিবেন না; তাঁহাকে খুব ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে, তাঁহার কর্ম্মজীবনের সমস্ত আশা-উন্নতি এই হলিউডের ভিতরেই রহিয়াছে। Greta যদি দেশে ফিরিয়া যান, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহার কোনই উপকার হইবে না, কিন্তু ক্ষতি এবং অপকার হইবে যথেষ্ট"। Stiller-এর এই কথা আজ সারা হলিউড, সমগ্র জগত এবং Gretaর নিকট দৈব বাণী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। Greta যদি ১৯২৬ সালে চিরদিনের জন্য হলিউড পরিত্যাগ করিয়া আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বর্ত্তমান উন্নতি কতখানি সম্ভবপর হইত, তাহা কে বলিতে পারে? কথা কয়টি বলিতে বলিতে Stiller-এর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, কারণ তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, Gretaর সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইবে না; তাঁহার যখন মৃত্যু হইবে, তখন Greta তাঁহার নিকট হইতে বহু দূরে থাকিবেন।—প্রেমিকাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়া অন্তরে যে সুখশান্তি লাভ করিতে পারা যায়, Stiller ভবিষ্যতে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইবেন। Stiller আরও বলিয়াছিলেন, "Siguard—Gretaর হৃদয়ে আপনার জন্যও এক আসন আছে, যাহা অনেকেরই পক্ষে লোভনীয়—এবং অন্ততঃ এই কারণে আপনি তাঁহাকে হলিউড পরিত্যাগ করিয়া একাকী দেশে ফিরিতে দিবেন না"। Stiller-এর বিষাদমণ্ডিত হাস্য এবং চাহনি Siguard-এর হৃদয়ে এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মত বিদ্ধ হইল। তাঁহার আসন্ন দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া Siguard অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। Siguard তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, Gretaকে তিনি হলিউড পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প হইতে বিরত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শনিবার—২২-এ ডিসেম্বর, ১৯৩৪ হইতে

বড়দিনের অভাবনীয় আকর্ষণ !!

ভারত-লক্ষ্মী টকী হাউস

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ]　　　　[ফোন—বি. বি. ৬৮৩

১। নিখিল ভারতীয় জাতীয় মহাসভা

(বোম্বাই অধিবেশন)

নয় রীলে সম্পূর্ণ সবাক্ চিত্র

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতির অভিভাষণ !

মহাত্মা গান্ধীর ওজস্বিনী বক্তৃতা !!

খান্ আবদুল গফুর খাঁর সমর্থন !!!

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের স্বপক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন !!!!

নারীকণ্ঠে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত শ্রবণ করুন।

তৎসহ

বিশ্ববিখ্যাত চিত্র

২। কর্ম্ম

(হিন্দী সংস্করণ)

বঙ্গদেশে প্রথম প্রদর্শন

ভারতবর্ষ এবং ইউরোপকে যে "কর্ম্ম" স্তম্ভিত করিয়াছে, তাহারই হিন্দী সংস্করণ দেখিয়া ধন্য হউন। লণ্ডনে প্রথম প্রদর্শনী হইয়াছিল ভারতসচিবের উপস্থিতি ও আনুকূল্যে। ভারতবর্ষে ইহার উদ্বোধন হইয়াছিল, ভারতের বড়লাট বাহাদুর লর্ড উইলিংডন ও তৎপত্নী দ্বারা রাজকীয় উৎসব হিসাবে।

আসুন !　দেখুন !!　শ্রবণ করুন !!!

ভূমিকায়—দেবীকারাণী, বর্দ্ধমান-রাজকুমারী সুলারাণী, হিমাংশু রায়

৩। সুনলিনী দেবীর Melody and Rhythm

এবং

৪। লরেল-হার্ডির কৌতুক-চিত্র

প্রত্যহ—তিনবার প্রদর্শনী—২টা, ৬টা এবং ৯॥০ টায়।

ফ্রি পাস একেবারে বন্ধ।　　ম্যাটিনীতে সুলভ মূল্য।

বেলা ১০টা হইতে অগ্রিম টিকিট বিক্রয় হয়।　টিকিটের হার বর্দ্ধিত হয় নাই।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা

১০ম বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

১২ই পৌষ
১৩৪১

কলালাপ

গেল শনিবার, ২২-এ ডিসেম্বর, নব-নাট্যমন্দিরে শরৎচন্দ্র রচিত উপন্যাস "দত্তা"র নাট্যরূপ "বিজয়া"র উদ্বোধন হয়েছে। আমরা পরদিন রবিবারে "বিজয়া"র দ্বিতীয় অভিনয়-রজনীতে উপস্থিত ছিলুম।

•

"বিজয়া'র বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে নব-নাট্যমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ নাট্যরসিক জনসাধারণকে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন, "মঙ্গলঘট স্থাপিত। অভিনেতৃগণ শুদ্ধ চিত্তে নিষ্ঠার সঙ্গে বিজয়ার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সাফল্য সুনিশ্চিত।" তাঁদের এই কথা অখ্যাত কেশ-তৈলের বিজ্ঞাপনের মতো মিথ্যা স্তোক বাক্য বা গর্ব্বস্ফীত দাম্ভিকের শূন্যগর্ভ অহঙ্কারোক্তিতে পর্য্যবসিত হয়নি। "বিজয়া'র অভিনয় সুনিশ্চিত সাফল্যলাভ করেছে। নব-নাট্যমন্দিরে "বিজয়া" রূপে বিজয়লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছে।

•

বাঙলা ভাষার অভিধানে অনেক ভালো ভালো উপমা খুঁজলে পাওয়া যায়। কিন্তু কী উপমার মালা গেঁথে "বিজয়া"কে আমরা অভিনন্দিত করব? "বিজয়া"র অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছে। যদি সা করেন, কতো ভালো লেগেছে, তা' হ'লে সে-প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা অক্ষম। এ-ভালোলাগাকে ওজন করবার মতো বড়ো বাটখারা এখনও পর্য্যন্ত সাহিত্যের কারখানায় তৈরী হয়নি। এবং "বিজয়া"র এই অভিনয়-সাফল্যের জন্যে আমরা সর্ব্বপ্রথমে অভিনন্দিত করছি শ্রীমতী কঙ্কাবতীকে। তাঁর বিচিত্র নাট্যনৈপুণ্যের গুণে বিজয়া-চরিত্র যে অসামান্য মর্য্যাদামণ্ডিত হয়ে রঙ্গমঞ্চের ওপর দেখা দিয়েছে, তা আমাদের রীতিমত বিস্ময়-বিমুগ্ধ ক'রে তুলেছে। শ্রীমতী কঙ্কা তাঁর বাচনে, দৃষ্টিতে, চলনে, অঙ্গভঙ্গীতে মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে বিজয়ার অন্তরের সূক্ষ্মতম ঘাত-প্রতিঘাতকে যে অপূর্ব্ব ভাবে আমাদের চোখের সামনে মূর্ত্ত ক'রে তুলছিলেন, তা দেখে আমরা তাঁকে বারংবার অজস্র সাধুবাদ না জানিয়ে পারিনি। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত "বিজয়া"র ভূমিকাভিনয় আমাদের চোখকে এমনই আবিষ্ট ক'রে রেখেছিল যে, অপর কোন চরিত্রের দিকে আমরা ভালো ক'রে তাকাবার ফুরসৎ পাইনি। শ্রীমতী কঙ্কার অভিনয়ের ঔজ্জ্বল্যের পাশে আর সকল অভিনয়ই—এমন কি "রাসবিহারী"র ভূমিকায় স্বয়ং শিশিরকুমারের চমকপ্রদ অভিনয়ও—যথেষ্টই দীপ্তিহীন হয়ে পড়েছে। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে যোগদান ক'রে পর্য্যন্ত শ্রীমতী কঙ্কা যত অভিনয় করেছেন,
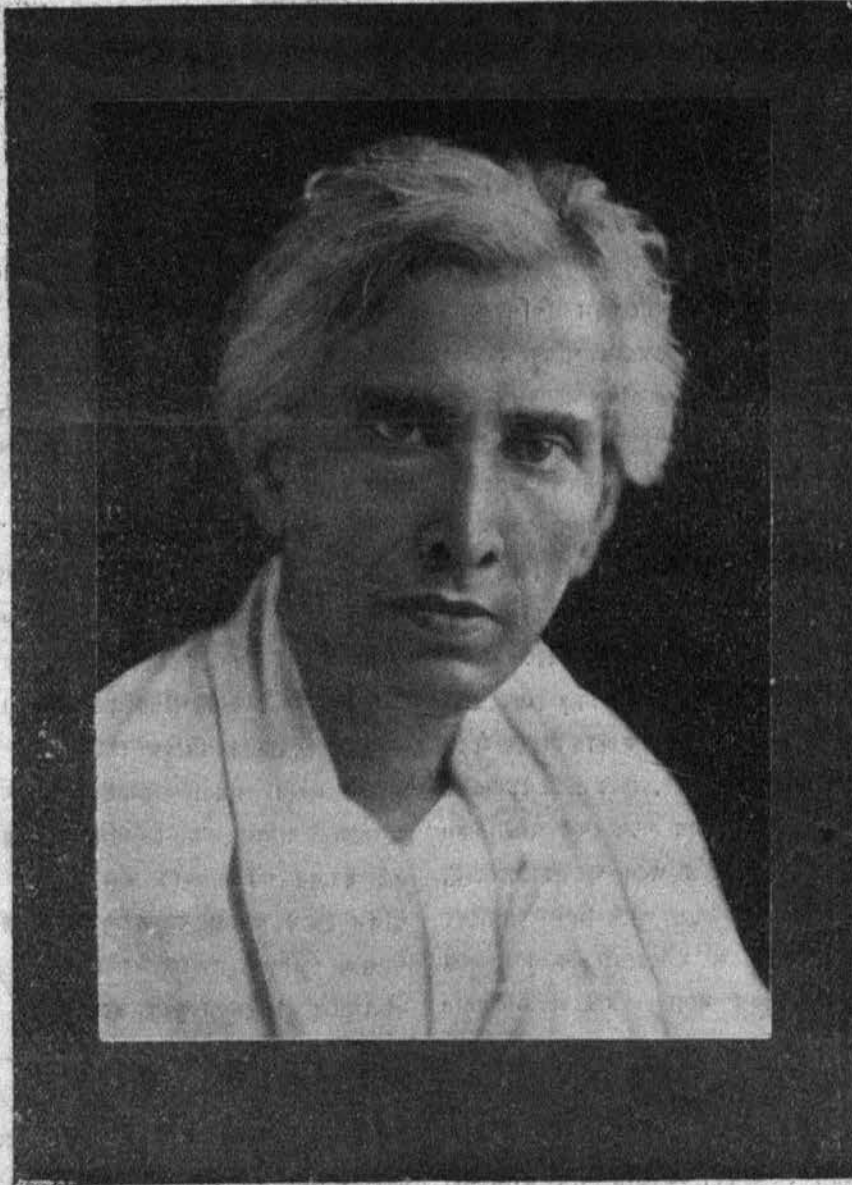
শরৎচন্দ্র

তার মধ্যে তাঁর এই "বিজয়া"র ভূমিকাভিনয়ই অনায়াসে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করবে। এবং "বিজয়া"র ভূমিকায় এতখানি দক্ষতার সঙ্গে চরিত্রমর্য্যাদা বজায় রেখে এমন মনস্তত্ত্ব-উদ্ঘাটনকারী অভিনয় করবার ক্ষমতা বর্ত্তমান বাঙলা রঙ্গমঞ্চে আর একজনও অভিনেত্রীর আছে ব'লে আমরা মনে ক'রতে পারছি না। "বিজয়া"র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে আমরা এক কথায় বলতে পারি—অভিনয়-কলার শেষ কথা তিনি কয়েছেন, she has said the very last word in acting.

•

এর পরেই আসে 'নরেনে"র ভূমিকায় শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অভিনয়ের কথা। চমৎকার সংযতভাবে শ্রুতিসুখকর বাচনের সাহায্যে "নরেন" চরিত্রটিকে সুন্দর মাধুর্য্যমণ্ডিত ক'রে তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। বিজয়ার সঙ্গে সঙ্গে নরেনকেও আমরা ভালোবেসেছি। কিন্তু নরেন-বেশী শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী তাঁর কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে যে-শব্দহীন হাসি হাসেন, তা চরিত্র-সঙ্গত হয়ে উঠতে পায়নি। নরেনের হাসি হবে তার অন্তরের সারল্যের দ্যোতক। কিন্তু তাঁর কারণে-অকারণে শব্দহীন হাস্য সারল্যকে প্রকাশ ক'রতে পারেনি ; ওটা যেন হয়েছে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য মূর্খের হাসির মত। ওর পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন দরকার। এবং নাট্যকার-অঙ্কিত "বিলাসে"র প্রকৃত রূপকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শ্রীশৈলেন চৌধুরী তাঁর অভিনয়ের ভিতর দিয়ে। তাঁর অভিনয় হয়েছে একেবারে দোষ-ক্রটীবর্জ্জিত।

*

কুটিলচরিত্র "রাসবিহারী"র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন শিশিরকুমার স্বয়ং। ঘটনা এবং অবস্থাভেদে তাঁর চাহনি ও কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন এবং মধ্যে মধ্যে শ্মশ্রুতে হস্ত-সঞ্চালন ভণ্ড, কূটবুদ্ধি, প্রতাপশালী ব্যক্তিটিকে দর্শকদের চোখের সামনে এমন পরিষ্কারভাবে ধরা পড়িয়ে দেয় যে, সমস্ত প্রেক্ষাগার শিশিরকুমারের অভিনয়কে সারাক্ষণ ধ'রে রীতিমত উপভোগ করে। তাঁর কথা বলবার ধরণ, বিলাসের প্রতি কপট দৃষ্টি নিক্ষেপ, মঙ্গলময়ের উদ্দেশে প্রণামের ভাণ দর্শকমহলে হাসির হর্‌রা ছুটিয়ে দেয়। কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগছে। "রাসবিহারী"র চরিত্র যদি যথাযথ সুষ্ঠুভাবে অভিনীত হয়, তা' হ'লে রঙ্গমঞ্চের ওপর তাকে দেখে প্রতিটি দর্শকেরই কি মনে হবে না যে,—উঃ, ব্যাটা কী শয়তান? এবং সেই কারণেই তাকে দেখবামাত্রই প্রত্যেকটি দর্শকের অন্তর কি তার বিরুদ্ধে জ্ব'লে উঠবে না? তার চরিত্র আমাদের যতটা না হাসাবে, তার চেয়ে ঢের-বেশী রাগাবে ; এমন কি, আদপেই না-হাসানো হবে তার পক্ষে বেশী স্বাভাবিক। কিন্তু শিশিরকুমারের "রাসবিহারী" দর্শকদের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে হাসিয়েছেই, তাঁদের অন্তরে ক্রোধের অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত ক'রতে পারে নি। আমাদের মনে হয়, সাধারণ দর্শকের কাছে "বিজয়া"কে মুখরোচক করবার জন্যে তিনি জেনেশুনেই "রাসবিহারী"কে নাটকের মধ্যে একটি serio-comic element রূপে খাড়া করেছেন। এবং তাঁর উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে, এ কথা না বল্‌লেও চলে। শিশিরকুমারের রূপসজ্জার প্রশংসা করি।

*

ছোট্ট একটি মিষ্টি চরিত্র "পরেশ"; ভূমিকাভিনেতার নাম জানি না। কিন্তু কী অপূর্ব্ব-সুন্দর হয়েছে এই ভূমিকার অভিনয়? চেহারায়, হাসিতে, চলনে, বলনে, সাজ-সজ্জায় এই অভিনয় হয়েছে এমনই জীবন্ত যে, তাকে আমরা কিছুতেই অভিনয় ব'লে মনে ক'রতে পারিনি ; একেবারে যেন জ্যান্তো পরেশকে পল্লীগ্রাম থেকে ধ'রে এনে কল্‌কাতার রঙ্গমঞ্চের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য, শিশিরকুমারের শিক্ষাদানের গুণ! "দয়ালে"র ভূমিকায় শ্রীশীতল পাল চরিত্র-সঙ্গত সু-অভিনয় ক'রে ভূমিকাটির মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন। "নলিনী"-বেশে শ্রীমতী রাণীবালা যথাসম্ভব ভালো অভিনয় ক'রলেও তাঁকে আমরা কোন জায়গাতেই বি-এ-পড়া কলেজের মেয়ে ব'লে মনে ক'রতে পারিনি। অবশ্য এই ক্রটীর জন্যে হয়ত' নাট্যকারেরও কিছু দায়িত্ব আছে। আমন্ত্রিত ব্রাহ্ম-পুরুষরা প্রায় প্রত্যেকেই এক একটি টাইপ। অধিকাংশ দর্শকই তাঁদের দেখে হেসেছেন ; অবশ্য দর্শকদের মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী যাঁরা, তাঁরা কি করেছেন, তা বলতে পারিনা। "বিজয়া"র মধ্যে আরও কোন কোন চরিত্র আছে ; কিন্তু তাদের গণনার মধ্যে আনবার দরকার দেখিনা।

•

"বিজয়া"র দৃশ্যপট প্রশংসনীয়। বিশেষ, ঘটনার অনুযায়ী বিভিন্ন দৃশ্যের যথাযথ আয়তন-সৃষ্টি আমাদের খুব ভালো লেগেছে। প্রায় সকল পুরুষ-চরিত্রেরই সাজসজ্জা আমাদের আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু স্ত্রী-ভূমিকাগুলি সম্পর্কে ঠিক এই কথা বলতে পারিনা। একমাত্র শ্রীমতী কঙ্কাবতী ব্যতীত আর কাউকেই সভ্যা, শিক্ষিতা, ব্রাহ্ম-মহিলা ব'লে মনে ক'রতে পারিনি। বেশভূষা বা কাপড় পরবার ধরণে এমন ক্রটী কি একেবারেই সংশোধনের বাইরে?

•

"বিজয়া"র অভিনয়ের কথাই বললুম। নাটক হিসেবে "বিজয়া" কেমন হয়েছে এবং "দত্তা"র নাট্যরূপ হিসেবেই বা তা কতখানি সার্থক হয়ে উঠেছে, সে-কথা আলোচনা ক'রব বারান্তরে। এখানে মাত্র এইটুকু জানিয়ে রাখা দরকার যে, "বিজয়া"র নাট্যরূপ দিয়েছেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র। সব শেষে আবার বলছি, বাঙালীর মধ্যে এমন কোন নাট্যরসিক থাকতে পারেননা, যাঁকে বিজয়ার অভিনয় অজস্র খুসীতে ভরিয়ে দেবেনা।

*

রঙ্‌মহলের নূতন পৌরাণিক নাটক "রাবণ" সম্বন্ধে খুব-বেশী আলোচনা করবার প্রয়োজন দেখিনা। কারণ, "রাবণ" নাটক বা সমগ্রভাবে তার অভিনয় এমন কিছুই হয়নি, যা আমাদের মনের মধ্যে একটিও রেখাপাত ক'রতে সমর্থ হয়। "রাবণ" সম্পর্কে একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, শিল্পী শ্রীযামিনী রায় পরিকল্পিত দৃশ্যপট। তাঁর চালচিত্র-পটগুলি মাত্র যে বর্ণ এবং শোভায় বিচিত্র হয়েছে, তা নয় ; ঠিক এই ধরণের দৃশ্যপট আজও অবধি আমরা বাঙলাদেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কোন নাট্যাভিনয় উপলক্ষ্যেই ব্যবহৃত হ'তে দেখিনি। "রাবণে"র মত পৌরাণিক নাটকাভিনয়ে এই ধরণের পট ব্যবহার করা সঙ্গত কি না, সে প্রশ্নের আলোচনা বর্ত্তমানে স্থগিত রেখে আমরা বল্‌তে পারি, শিল্পী শ্রীযামিনী রায় পরিকল্পিত দৃশ্য-পটগুলি "রাবণ" নাট্যাভিনয়টিকে যেন ঘোরতর বিদ্রূপ ক'রে সগর্ব্বে মাথা তুলে তার থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত প্রশংসা লাভ করেছে।

*

"রাবণ" সম্বন্ধে এইটুকু প'ড়েই যাঁরা খুসী হবেন না, তাঁদের অবগতির জন্যে বলছি, এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় হয়েছে এই ক'টি:—রাবণ (ভূমেন রায়), মেঘনাদ (রতীন বন্দ্যো), হনুমান (রবি রায়), বিভীষণ (ইন্দু মুখো), কুম্ভকর্ণ (বিজয় দাস), রাম (জহর গাঙ্গুলী), তরণীসেন (রাধারাণী), ধান্যমালিনী (শান্তি) এবং সীতা (চারু-বালা)। এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরীর "রাবণ" নাটকেরও পরিচয় চান? তাও দিচ্ছি খুব সংক্ষেপে। বর্ণনা-সর্ব্বস্ব নাটক অর্থাৎ narrative drama

ব'লে কোন বস্তু যদি কল্পনা করা সম্ভব হয়, তা' হ'লে আমাদের আলোচ্য "রাবণ" হচ্ছে সেই ধরণের অদ্ভুত বস্তু। প্রত্যেকের রূপ-বর্ণনা এবং অতীতের বা নেপথ্যান্তরালের ঘটনা সুপরিপাটি ক'রে বর্ণনা ক'রেই "রাবণে"র কলেবর পূর্ণ করা হয়েছে—নাটকীয় ঘটনার অগ্রগমনের জন্যে আর বিশেষ-কিছুর প্রয়োজন হয়নি। অবশ্য নাট্যকারের একটি কল্পনাকে আমরা প্রশংসা করি। শোকাচ্ছন্ন রাবণ অশোক-কাননে এসে সীতাকে বলছেন—সীতা, তোমাকে আমি প্রাণ থাকিতে ছেড়ে দেব না; তুমি এইখানে থাকবে, আমি তোমার কাছে ব'সে থাকব; তুমি কথা বলবে, আমি শুনব চুপটি ক'রে; কি কথা তুমি আমাকে বলবে, জান? 'তোমার আমার মাঝে বাণীরূপে রহিবেন রাম; সেই বাণী আমার জীবন'।—যোগেশচন্দ্রের এই কল্পনা, সমগ্র নাটকের ভিতরে মাত্র এই জিনিষটুকু আমাদের কাছ থেকে প্রশংসা দাবী ক'রতে পারে। নইলে ব'লতে আপত্তি নেই, মূলতঃ "রাবণ" নাটকখানির দোষেই "রাবণে"র অভিনয়-প্রচেষ্টা হয়েছে সমূহভাবে ব্যর্থ।

চিত্র-কথা

চিত্র-পরিচয়ঃ রাজনটী বসন্তসেনা (রাধা ফিল্ম)

পরিচালক—চারু রায়

প্রধান ভূমিকায়—বীণা, রবি রায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ফণি বর্ম্মা প্রভৃতি

গেল ২২-এ ডিসেম্বর থেকে "চিত্রা"য় দেখানো হচ্ছে।

•

আকাশে মেঘের গর্জ্জন যখন শ্রবণপটহবিদারী হয়ে ওঠে, তখন বর্ষণের ঘটাটা সময় সময় বিপরীত অনুপাতে অল্পই হয়ে থাকে, এমন কথা অভিজ্ঞদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক জগতের মতো মঞ্চ বা চিত্র-জগতেও অনুরূপ ঘটনা আমাদের হামেশাই দেখতে হয়।—সম্প্রতি পর্দ্দার গায়ে "রাজনটী বসন্তসেনা"-কে চাক্ষুস দেখে এসে আমাদের এই কথাই মনে হয়েছে।

•

সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন পরিচালক চারু রায় এই ছবিখানি তুলতে। এবং রাধা ফিল্ম কোম্পানীর প্রচার-বিভাগও যথাতিরিক্ত নিয়মে "রাজনটী"র জয়ডঙ্কা দিনের পর দিন ধ'রে অক্লান্তভাবে বাজিয়ে চিত্রপ্রিয়দের আগ্রহকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'তে দেন নি। কিন্তু বিপুল আশাকে বুকে বাসা দিয়ে "রাজনটী" দেখবার নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে গিয়ে আমরা কি অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলুম?—রাধার কর্ত্তৃপক্ষ বৃথাই ভস্মে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন। অকাতরে অর্থব্যয়ের ফলে নয়নমনোহর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেট তৈরী হয়েছে একটি মাত্র লোকের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে। কারণ, এই "রাজনটী" চিত্রে চারু রায় হয়েছেন একাধারে গল্পলেখক, চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক। এবং এইখানেই বেঁধেছে বিপত্তি।

•

শিল্পী চারু রায় রঙের মুখে ভাষা ফুটিয়ে তুলতে পারেন, একথা একশো বার স্বীকার করি; তাঁর তুলির টান আমাদের আনন্দ দিয়েছে বহুবার। ফিল্ম-শিল্পে আর্ট-ডিরেক্টার রূপে তাঁর একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান হ'তে পারে অনায়াসেই। "রাজনটী"তেও শিল্প-পরিচালক হিসেবে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রতে ত্রুটী করেন নি। আজকের দিনে রাম-শ্যাম-যদুও যখন—কিসের জোরে জানি না—ছবির পরিচালক হবার সুযোগ লাভ করছে, তখন চারু রায়কে পরিচালক রূপেও সহ্য ক'রতে আমরা প্রস্তুত। এবং সত্যি কথা ব'লতে কি, মাত্র পরিচালক হিসেবে "রাজনটী"তে তাঁর কাজ মোটের উপর ভালোই হয়েছে। যেমন, ছবির নায়িকাকে প্রথমে তিনি যে-ভাবে ছবিতে এনে ফেলেছেন অর্থাৎ introduce করেছেন, তা' যথেষ্ট শিল্পসঙ্গত নূতনত্বের পরিচায়ক। এবং ছবির শেষের দিকে যে-ভাবে দ্রুততালে তিনি wipe-out-এর সাহায্যে বিদ্রোহ-বিস্তার হওয়া দেখিয়েছেন, তা'ও যথার্থ ই উচ্চ প্রশংসার দাবী ক'রতে পারে। কিন্তু মাত্র পরিচালকরূপে প্রকাশ পেয়েই তিনি যদি ক্ষান্ত থাকতেন, তা' হ'লে আপত্তি করবার মতো আমাদের কিছু থাকত না। কিন্তু তিনি সোৎসাহে এগিয়ে গিয়েছেন ছবির গল্প রচনা ক'রতে! এত-বড় দুঃসাহস তাঁর এল কোথা থেকে, তাই ভাবি। গল্প-গঠন-কৌশল আয়ত্ব করা কি তিনি এতই সহজ ব'লে বিবেচনা করেন? গল্প হচ্ছে গল্প—তা সে বইয়ের ওপর ছাপার হরফেই হোক, কিংবা ছবির পর্দ্দায় সেলুলয়েডের ভিতর দিয়েই হোক্। এবং গল্পের রসসৃষ্টি করবার বিশেষ আর্ট-টি জানা না থাকলে এ-বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। শিল্পী চারু রায় যে এই আর্টের অ-আ-ক-খও জানেন, এমন সন্দেহ করবার অবকাশ পাইনি আমরা কোন দিনই, এবং আলোচ্য চিত্রেও নয়।

•

অভিনয়-ক্ষেত্রেও সমান অপরূপ ব্যাপারই লক্ষ্য করেছি! "রাজনটী বসন্তসেনা"র পনেরো আনা সাড়ে তিন পাই স্থান অধিকার ক'রে রয়েছেন নাম-ভূমিকাভিনেত্রী শ্রীমতী বীণা। কিন্তু তিনি যে কখনও সহজভাবে লোকের সঙ্গে কথা কইতে জানেন, এমন ধারণাও আমাদের জন্মালো না তাঁর অভিনয়-চেষ্টা দেখে। যে-ভদ্রলোক তাঁকে আবৃত্তি শিখিয়েছেন, তাঁর নিজেরই এখন বেশ কিছুদিন ধ'রে পাকা লোকের কাছে বিশুদ্ধ ভাবে পাঠ অভ্যাস করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রধান ভূমিকাভিনেত্রীর এত বড় ব্যর্থতার কথা আমরা কল্পনাতেও আনতে পারিনি। একজন রসিক বলছিলেন—The director has tried to exploit every inch of the body of the heroine, but to no appreciable effect. হ্যাঁ, শ্রীমতী বীণা সত্যিই চমৎকার দেহ-সম্পদের অধিকারিণী। কিন্তু তাঁর সে সম্পদ কোনই কাজে লাগেনি, এ-কথা আমরাও স্বীকার করি।

•

ভাগ্যে রবি রায় ছিলেন, তাই ছবিখানিকে আমরা কোন মতে সহ্য করেছি। অত্যাচারী রাজার ভূমিকায় রবি রায় যে অসামান্য নাট-নিপুণতা দেখিয়েছেন, তা বাঙলা ছবির রাজ্যে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও চোখে পড়েনি। তিনি চিত্র-জগতে সম্ভবতঃ এই প্রথম বৃহৎ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তাঁর অভিনয়ের বহু স্থানেই তাঁর গুরু শিশিরকুমারের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেও তিনি তাঁর গৃহীত ভূমিকাকে চরিত্র-সঙ্গত মর্য্যাদা দান করেছেন অবলীলাক্রমে। তাঁর হাসি, চাহনি, কথাবার্ত্তা বলার ভঙ্গী—সমস্তই 'নিরো'সদৃশ অত্যাচারী রাজাকে জীবন্ত ক'রে তুলেছিল। অমাত্য-প্রধানের ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্ত্তী এবং দেবাদিত্যের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য্য মন্দ অভিনয় করেন নি। অপরাপর ভূমিকার কথা অনুল্লেখ্য।

•

'রাজনটী"র আলোক-চিত্রের কাজ শ্রীযুক্ত ওয়াশীকর ভালো ভাবেই সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু ছবির শব্দগ্রহণ শ্রীনৃপেন পালের কর্ত্তৃত্বে আশানুরূপ সুন্দর হয়নি।

"রহস্যময়ীর" অজানা প্রেমিক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীঅজিত দে]

Siguard ভাবিয়াছিলেন, পরদিন তিনি যখন Gretaর নিকটে যাইবেন, তখন তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত বিদায়ব্যথাতুরা এবং চিন্তান্বিত অবস্থায় দেখিবেন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তিনি দেখিলেন, এক হাস্যময়ী যুবতীর নূতন ভাবাবেশ। Siguardকে দেখিয়াই Greta অত্যন্ত আনন্দিত স্বরে বলিতে লাগিলেন—"Siguard,—আমার সঙ্গে Metroর ষ্টুডিওতে তুমি চল।—ষ্টুডিও-কর্ত্তারা আমাকে একটি নতুন গল্পের চিত্রনাট্য দেখতে দিয়েছেন; এই গল্পটিতে আমার নিজের পছন্দমত একটি ভূমিকা আছে। ভূমিকাটি পেয়ে আমি খুব খুসী হয়েছি। ছবিটিতে নায়কের ভূমিকায় যে যুবকটি অভিনয় করবেন, তাঁর সম্বন্ধে আমি আমার মনে অনেক উচ্চাশা পোষণ করি—এবং আজ তুমি আমার ভিতরে যে আনন্দ-হিল্লোল দেখে হয়ত' কিছু বিস্মিত হচ্ছ, সে হচ্ছে অনেকটা এই কারণেই।" Siguard জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই যুবকের সঙ্গে কি তোমার ইতিমধ্যেই পরিচয় হয়েছে?" "হ্যাঁ,—মাত্র কালকে আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তাঁর ভিতর প্রচণ্ড প্রাণের স্পন্দন আমি দেখিছি; সকল আমেরিকান যুবকের মধ্যেই এ জিনিষটা আছে। তিনি খুব দীর্ঘকায় এবং শক্তিশালী; তাঁর চোখ দুটি অতি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণের; মুখে তাঁর চমৎকার হাসি লেগে রয়েছে। অমন একটি সরল বন্যপ্রকৃতির লোকের সঙ্গে অভিনয় ক'রতে আমার খুব ভালো লাগবে।" এই ব'লে গ্রেটা হো-হো ক'রে হাসতে লাগলেন। তিনি তাঁর নব-পরিচিতের সম্বন্ধে আবার বলতে লাগলেন,—"কি চঞ্চল, হাস্যময় লোক যে তিনি, তা আর তোমাকে কি বলব! অনেক কথাই তিনি আমার সঙ্গে কয়েছেন। তিনি বলেছেন, Studioর বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীই আমাকে রীতিমত হিংসে করে।"

Gretaর মনকে সেই অপরিচিত যুবক দ্বারা এমন দৃঢ় ভাবে আচ্ছন্ন এবং অধিকৃত থাকিতে দেখিয়া Siguard মনে মনে ব্যথিত হইলেন। শেষে যখন তিনি সামান্য কথাবার্ত্তার পর গ্রেটার কাছ হইতে চলিয়া আসিতেছিলেন, তখন Gretaর কাছে এক বাক্স Orchid ফুলের উপহার আসিয়া উপস্থিত হইল। Greta আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "পাগ্‌লা জ্যাক্ পাঠিয়েছেন এই ফুল"! এই Jack আর কেউই নন; তিনি হচ্ছেন চিত্র-রাজ্যের খ্যাতনামা অভিনেতা John Gilbert.

Siguard-এর মৌন প্রেম Gretaর অজানা না থাকিলেও Gretaর হৃদয়াসন তখন অধিকার করিয়াছিলেন John. Greta প্রত্যেক দিন ষ্টুডিও হইতে John-এর সহিত সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইতেন বাহিরের মুক্ত বাতাস উপভোগ করিবার জন্য। কোন এক সময়ে Greta বলিয়াছিলেন, "Stiller! তিনি আমার পূজ্য,—তিনি এক মহামানব"; কিন্তু Gretaর এই কথা Siguard-কে মোটেই মর্ম্মাহত করে নাই; কিন্তু John-এর সহিত তাঁহার এই অবাধ মেলামেশা Siguardকে প্রতি মুহূর্ত্তেই কণ্টকবিদ্ধ করিত। প্রচণ্ড আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে John-এর সহিত Gretaর প্রথম ছবি "Flesh and the Devil" তোলা শেষ হইল। এবং ইহার পর হইতেই Gretaর যশ এবং ঐশ্বর্য্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; তিনি তাঁহার ভাগ্যাকাশে এক নূতন সূর্য্যোদয় দেখিলেন। কিন্তু Siguard যে অবহেলিত, সেই অবহেলিত হইয়াই দিন কাটাইতে লাগিলেন। Siguard-এর প্রেম চিরদিনই মৌন হইয়া রহিল। তাহার ভাষাপ্রাপ্তির সুযোগ ঘটিল না কোনদিনই। Siguard এক সময় Gretaকে শেষ বারের জন্য লিখিয়াছিলেন—"Must I die without you?" কিন্তু তাহার কোন রূপ উত্তর তিনি পান নাই Gretaর নিকট হইতে। হতভাগ্য Siguard!

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বরুণা ও মহিলা মজলিসের অভিনয়

ইহার পর কোহিনূরে ১৯০৮ খ্রীঃ ১২ই জুলাই (২৭শে আষাঢ়, ১৩১৫ সাল) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বরুণা' প্রথমাভিনীত হয়। এই গীতিনাট্যখানি খুব জমিয়াছিল। প্রথম রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:—শিববর্ম্মা—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, মানবেন্দ্র—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, পুণ্ডরীক—শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র, অভিরাম—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), বরুণা—(বিষাদ) কুসুম, মাধবী—কিরণবালা, জটাবতী—শরৎকুমারী ইত্যাদি।

ইহার তিন মাস পরে ১৯০৮ খ্রীঃ ১৭ই অক্টোবর তারিখে কোহিনূরে স্বর্গীয় দুর্গাদাস দে প্রণীত 'মহিলা মজলিস' নামক একখানি প্রহসনের প্রথমাভিনয় হয়। হাঁদুবাবু সাজিতেন—মিঃ হিষ্টিরিয়া হোর। প্রহসনখানি বেশী দিন চলে নাই।

দৌলতে দুনিয়া

ক্ষীরোদবাবু তাঁহার ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত 'সপ্তম প্রতিমা' নাটকখানির নূতন রূপ দিয়া 'দৌলতে দুনিয়া' নামকরণ করেন। এই নাটকখানি ১৯০৮ খ্রীঃ ২১শে নভেম্বর (৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ সাল) কোহিনূর থিয়েটারে প্রথমাভিনীত হয়। এই নাটকের নায়ক মুরাদ সার ভূমিকা

অপরেশবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অভিনয়ে যশোলাভও করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভূমিকা :—ফকির—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সুরবয়—হাঁদুবাবু, বকাউল্লা—অটলবিহারী দাস, বেলা—কুসুমকুমারী (বিষাদ) ইত্যাদি।

ভূতের বেগার

ইহার পর কোহিনুরে বড়দিন উপলক্ষে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভূতের বেগার' নামক একখানি প্রহসন ১৯০৮ খ্রীঃ ২৫শে ডিসেম্বর (১০ই পৌষ, ১৩১৫ সাল) তারিখে অভিনীত হয়।

বীর পূজা

গুরু গোবিন্দ সিংহের আখ্যায়িকা অবলম্বনে 'পাঞ্জাব গৌরব' নামে এই নাটকখানি প্রথমে কোহিনুর থিয়েটারে ১৯০৯ খ্রীঃ ৩০শে জানুয়ারী (১৭ই মাঘ, ১৩১৫ সাল) তারিখে অভিনীত হয়। নাটকখানির রচয়িতা হইতেছেন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও সাহিত্যিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু। দর্শকগণের আনন্দধ্বনির সহিত প্রথমাভিনয় রজনী সুশৃঙ্খলায় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এমন কি কয়েকটী উদারহৃদয় শিখ যুবক আসিয়া আনন্দ ও উৎসাহে অভিনেতাগণকে শিখের পোষাক এবং পাগড়ী পরিধানে সাহায্য পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে শিখ সম্প্রদায় উত্তেজিত হইয়া অভিনয় আরম্ভেই বন্ধ করিয়া দেন। গুরু-জননীর ভূমিকা বারাঙ্গনা দ্বারা অভিনীত হওয়ায় ইঁহারা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। ইহার পর নাটকখানি মহারাষ্ট্র-বীর রাজারামের আখ্যায়িকায় পরিবর্ত্তিত করিয়া "বীর-পূজা" নামে অভিনীত হয়। এই নাটকের নায়ক রাজারামের ভূমিকা অভিনয়ে অপরেশবাবু অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনের ভূমিকায় হাঁদুবাবু রঙ্গালয়ে রসের প্রস্রবণ ছুটাইয়াছিলেন। রঙ্গনাথের ভূমিকায় ক্ষেত্রমোহনবাবুও সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়াছিলেন। নাটকখানি নাট্যজগতে সাড়া আনিয়াছিল।

ময়ূর সিংহাসন

'বীরপূজার' কৃতকার্য্যতা দর্শনে হরনাথবাবু উৎসাহিত হইয়া সম্রাট সাজাহানের আখ্যায়িকা অবলম্বনে "ময়ূর সিংহাসন" নাম দিয়া আর একখানি নূতন ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। ১৯০৯ খ্রীঃ, ৮ই মে (২৫শে বৈশাখ, ১৩১৬) তারিখে কোহিনুর থিয়েটারে উহার প্রথমাভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—সাজাহান—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, দারা—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আওরঙ্গজেব—শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র, মুরাদ—অটলবিহারী দাস, জেহন আলী—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), রোসেনারা—প্রমদাসুন্দরী, নাদিরা—টালার কিরণ, সিপির—শ্রীমতী ভূষণকুমারী, আমিনা—শ্রীমতী চারুবালা (ভূষণকুমারীর ভগ্নি) ইত্যাদি।

কেবলমাত্র অপরেশবাবুর দারার ভূমিকা নহে,—প্রত্যেক ভূমিকাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে অভিনীত হইয়া নাটকখানি নাট্যামোদীগণের নিকট আদৃত হইয়াছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক, স্বর্গীয় ডি, এল, রায়ের 'সাজাহান' নাটক ইহার প্রায় চারি মাস পরে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল (২৯শে আগষ্ট, ১৯০৯খ্রীঃ)।

বাণী থিয়েটার

ইহার পর কোহিনুরে 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসুর "নেড়া হরিদাস" উপন্যাসখানি স্বর্গীয় দুর্গাদাস দে কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত হইয়া ১৯০৯ খ্রীঃ, ৩রা জুলাই (১৯শে আষাঢ়, ১৩১৬ সাল) তারিখে প্রথমাভিনীত হয়। শ্রীমতী তারাসুন্দরী বিধবার ভূমিকাটি সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহার পর দুর্গাদাসবাবুর "সোনার সংসার" নামক একখানি নূতন সামাজিক নাটক কোহিনুরে ২১শে আগষ্ট, ১৯০৯ খ্রীঃ (৫ই ভাদ্র, ১৩১৬ সাল) তারিখে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—খেঁদারাম মজুমদার—হাঁদুবাবু, দেবদাস—রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণনাথ বসু—শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র, কৃষ্ণা—শ্রীমতী ভূষণকুমারী, বীণা—প্রমদাসুন্দরী, ক্ষেমঙ্করী—শ্রীমতী পান্নারাণী ইত্যাদি। নাটকখানি বেশ জমিয়াছিল।

থিয়েটারের আয় মন্দ হইতেছিল না, কিন্তু সুপরিচালনার অভাবে কোহিনুরে ক্রমেই বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যথাসময়ে বেতন না পাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। শিশিরবাবু এ সময়ে স্বর্গীয় শরৎবাবুর এষ্টেটের দেনা এবং বিশৃঙ্খল থিয়েটার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শরৎবাবুর মৃত্যুর পর পীড়িতাবস্থায় গিরিশচন্দ্রের তিন মাস বেতন বাকী পড়ায় এবং পুনঃ পুনঃ তাগাদায় বিরক্ত হইয়া তিনিও এই সময়ের এক বৎসর পূর্ব্বে মিনার্ভা থিয়েটারে চলিয়া গিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সহিত সদ্ভাব রাখিলে সম্ভবতঃ শিশিরবাবু সকল দিক গুছাইয়া লইতে পারিতেন। যাহা হউক, বেতনাদি বাকী পড়ায় এবং অন্যান্য কারণে অপরেশচন্দ্রের সহিতও তাঁহার ক্রমশঃ মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অপরেশবাবু শেষে বিরক্ত হইয়া কোহিনুর পরিত্যাগ করিলেন এবং স্বাধীনভাবে থিয়েটার করিবার নিমিত্ত "বাণী থিয়েটার" নাম দিয়া স্বতন্ত্র একটী দল বসাইলেন। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে, অটলবিহারী দাস, শ্রীনুটবিহারী মিত্র, শ্রীননীগোপাল মল্লিক, শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী (বিষাদ), কিরণশশী (ছোট রাণী), কিরণবালা, টালার কিরণ, শ্রীমতী পান্নারাণী, শ্রীমতী পুঁটুমণি প্রভৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাঁহার থিয়েটারে আসিয়া যোগদান করিলেন।

(প্রথমে ইঁহারা বেঙ্গল থিয়েটারের ষ্টেজ ভাড়া লইয়া রিজিয়া ও বরুণা অভিনয় করেন। শ্রীমতী তারাসুন্দরীর মুখে শুনিয়াছি—"সে রাত্রি এত অধিক বিক্রয় হইয়াছিল যে, তাহার পর কোনও থিয়েটার আর ষ্টেজ ভাড়া দিতে চাহিতেন না।" তখন অপরেশচন্দ্র মফঃস্বলে বাণী থিয়েটার লইয়া গিয়া অভিনয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। খয়রার রাজা কোহিনুর থিয়েটারে অভিনয় দর্শনার্থ প্রায়ই আসিতেন ; এই সূত্রে অপরেশবাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। টুরিং পার্টির জন্য ষ্টেজ তৈয়ারী করিতে তিনি অপরেশবাবুকে ৪৫০৲ টাকা প্রদান করেন। নড়ালের জমীদার উদারহৃদয় দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সহিত বহুকাল হইতেই অপরেশবাবুর বিশেষ পরিচয় ও সদ্ভাব ছিল। দেবেন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার সখের থিয়েটারের সমস্ত পোষাক অপরেশবাবুকে ছাড়িয়া দেন। এইরূপে টুরিং পার্টির নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া অপরেশচন্দ্র বাণী থিয়েটার সম্প্রদায় লইয়া প্রথমে কটকে অভিনয়ার্থ যাত্রা করিলেন।)

(ক্রমশঃ)

আধুনিক নাটক এবং "বিজয়া"

(শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল)

গত সাত আট বৎসরের মধ্যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে যতগুলি নাটকের অভিনয় হয়েছে তাদের কোনটীর মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না, যার জন্যে আজকের দিনে তার কথা মনে পড়তে পারে। অথচ, অভিনয়ের দিক থেকে দু'একখানি যে সাফল্যমণ্ডিত হয়নি তা নয়; কিন্তু এ সাফল্য সত্ত্বেও তারা আজ এমনি ভাবে আমাদের মন থেকে মুছে গেছে যে, কোন দিন তাদের সঙ্গে যে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, তা কিছুতেই স্মরণ করা যায় না। যে জিনিষ চোখের সামনে ঘটে, স্বাভাবিক নিয়মে তার স্মৃতি বহুদিন আমাদের চিত্তপটে অঙ্কিত থাকে। এই কারণেই লোকশিক্ষার দিক থেকে নাটকের এমন একটী নিজস্ব মূল্য আছে, যা উপন্যাস কখন দাবী করতে পারে না। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নাটকের এই শক্তি আছে ব'লেই পাঠক অপেক্ষা দর্শকের সংখ্যা এত বেশী। শিক্ষার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নেই, তারাও অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু জানতে পারে এবং সেই সঙ্গে নাটক ও নাট্যকার উভয়েই তাদের কাছে পরিচিত হয়। কিন্তু নাটকের এত বড় শক্তিরও কোন সার্থকতা থাকে না, যদি না নিজের বৈশিষ্ট্যের গুণে সে বেঁচে থাকে। একটা ক্ষণিক উত্তেজনা বা একটা সাময়িক চাঞ্চল্য সৃষ্টি ক'রে যে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে, সাহিত্যের বিচারে তার মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর।

আজ যে কোন নাটক আমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত নেই, তার মূল কারণ, যে বস্তুটীর উপরে নাটকের বৈশিষ্ট্য নির্ভর ক'রে এবং নাটকের যা প্রধান ভিত্তি, সেই নাটকীয় চরিত্রাবলী কোনটীতেই যথাযথ পরিস্ফুট হয় নি। অধিকাংশ নাটকেই কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ঘটনা নাটকীয় চরিত্রাবলীর পরিপুষ্টি সাধন না ক'রে যথেচ্ছভাবে স্থান পাওয়ায় কোন চরিত্রই সুষ্ঠু ভাবে গ'ড়ে ওঠে নি; ফলে, আমরা অভিনয় দেখেছি—এমন কি, তার রসও খানিক উপভোগ করেছি, কিন্তু তাকে ভুলতে আমাদের প্রেক্ষাগৃহের বাইরে আসবার জন্যেও অপেক্ষা করতে হয় নি। অথচ, যে নাটক আমরা পড়েছি মাত্র—যার অভিনয় দেখবার সুযোগ আমাদের কখন ঘটে নি,—তেমন নাটকও এমন স্থায়ীভাবে আমাদের মনের মধ্যে ব'সে গেছে যে, তার সম্বন্ধে কত কথাই না কত ভাবে অহরহ আমাদের মনে পড়ে। যেমন, সেক্সপিয়রের 'The Merchant of Venice'. দিনের মধ্যে কত বারই না আমরা পরস্পরকে 'Shylock' ব'লে ব্যঙ্গ করি। এই কথাটী থেকে বেশ বোঝা যায় যে, আমাদের মনের ভিতরে ঐ চরিত্রটী এমন ভাবে অঙ্কিত হ'য়ে আছে যে, তাকে আমরা কখন ভুলতে পারি নি। অতএব, বলাই বাহুল্য যে, নাটকের সাফল্যের দিক থেকে তার ঘটনাবলীর মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর এবং নাটককে যথার্থই যা বাঁচিয়ে রাখে, তা হচ্ছে তার চরিত্রাবলী। এই চরিত্রাবলীর দৈন্যই বাংলা নাটকগুলির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে।

কি কৌশলে যে একটি চরিত্র পূর্ণতা লাভ করে, তা যে সাধারণ নাট্যকারদের বোধগম্য হয় নি, তা তাঁদের রচিত নাটক থেকেই উপলব্ধি করা যায়। কোন একটী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যে নাটক গ'ড়ে ওঠে, তার আকর্ষণী শক্তি যত বড়ই হোক না কেন, বিভিন্ন কার্য্যপরম্পরার মধ্যে দিয়ে যদি নাটকীয় চরিত্রাবলী যথাযথ রূপ না পায়, তা'হলে সে নাটকের কোনই মূল্য নেই। নাটককে পরিপূর্ণ করে তার চরিত্রাবলী এবং এই চরিত্রাবলীর সুষ্ঠু বিকাশই তার প্রাণধর্ম। যে নাটকে চরিত্রাবলীর বিকাশ কোথাও বাধা পায় নি, সেই নাটকই আমাদের চিত্তকে জয় করে, যুগে যুগে তারি জয়গানে আমরা মুখর হয়ে উঠি। এর প্রধান কারণ— আমরা মানুষ এবং নাটকের মধ্যে দিয়ে আমরা মানুষকেই পেতে চাই। তাই নাটকীয় চরিত্র যা করে বা সে যা বলে, তা আমরা ততক্ষণই সহ্য করি, যতক্ষণ তার মধ্যে দিয়ে তার যথার্থ পরিস্ফুরণ হয়; নচেৎ ঘটনা ঘটনাই থেকে যায়, তার সঙ্গে নাটকের যোগসূত্র গ'ড়ে উঠতে পায় না। অনেকের ধারণা, রঙ্গমঞ্চের উপরে যত বেশী ঘটনার বৈচিত্র্য দেখান যায়, ততই ভাল। এই বিশ্বাসে তাঁরা তাঁদের রচিত নাটকে এমন সব ঘটনার অবতারণা করেন, যাদের মধ্যে কার্য্য-কারণের কোন যোগাযোগ নেই। অর্থাৎ ঘটনার পর ঘটনা ঘ'টে যায়, কিন্তু কেন ঘটলো, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। ফলে, নাটকীয় চরিত্রাবলী এত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে যে, তাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন উৎসাহ থাকে না। আর যে নাটকের চরিত্রাবলীর উপরে সাধারণের ঔদাস্য জাগে, সে নাটকের অভিনয়, সাজ-সজ্জা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বস্তুগুলি যতই উন্নত ও উপযোগী হোক না কেন, তার ব্যর্থতা সুনিশ্চিত। অতএব, নাটকীয় ঘটনা তখনি সার্থক হ'য়ে ওঠে, যখন তার দ্বারা নাটকীয় চরিত্রাবলীর বিকাশ লাভ ঘটে।

আধুনিক যুগে জীবনের নানা ক্ষেত্রে মানুষের যে রুচির পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। এই পরিবর্ত্তনের ফলে নাটকীয় ঘটনার প্রতি আর তারা তেমন আকৃষ্ট হয় না, যেমন হয় নাটকীয় কথাবার্ত্তার প্রতি। চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে নাটকের কথোপকথন আজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। চটুল কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে চরিত্রাবলীর বিকাশ যে কি রকম মনোরম হয়, শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটকখানি তা প্রমাণ করেছিল; এবং আজ তাঁর 'বিজয়া' আবার সেই কথাই প্রচার করচে। অবশ্য, যে কথোপকথন চরিত্রাবলীকে ব্যক্ত করে না, তা যে অবান্তর, সে-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নিছক কথার মধ্যে দিয়ে ঘটনার সুসঙ্গত প্রকাশ ও চরিত্রের সুষ্ঠু বিকাশ এদেশে একমাত্র শরৎচন্দ্রের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে; তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সংলাপ আমাদের এমন ভাবে মাতাল ক'রে তুলেছে। এ কথা আজ কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, নাটকীয় চরিত্রাবলীর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে বাইরের কার্য্যকলাপ অপেক্ষা তাদের সংলাপই অধিকতর কার্য্যকর। আর নাটকের সেই চরিত্রই শিক্ষিত অন্তঃকরণে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করতে পারে, যার অন্তরের সূক্ষ্মতম ভাবগুলিও তার কাছে অতি সহজে ধরা পড়ে। এর প্রধান কারণ, প্রত্যেক মানুষই অপরের মধ্যে দিয়ে নিজেকে চেনবার চেষ্টা করে।

সম্প্রতি নাট্যমন্দিরে শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটকের অভিনয় দেখে এসে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, রঙ্গালয়গুলিকে যদি বাঁচতে হয়, তা'হ'লে এ ধরণের নাটক ছাড়া আর উপায় নেই। এক ঘণ্টাব্যাপী একটি দৃশ্যে, মাত্র দু'টি চরিত্রের সংলাপের মোহে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের জনমণ্ডলী সেদিন যে ভাবে উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছে, তা বাংলা রঙ্গমঞ্চের জীবনে এক অভাবনীয় ঘটনা। এ শুধু সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, নাটকের প্রতিপাদ্য বস্তুকে কেমন ভাবে বলতে হয় এবং কত সহজ ক'রে বললে তা মনের ওপর গভীর হ'য়ে বসে, সে কৌশল শরৎচন্দ্রের এমন ভাবে জানা আছে যে, তার আর তুলনা হয় না। জানি, সবাই শরৎচন্দ্র হ'তে পারেন না— কিন্তু তাঁর পদানুসরণ করাই কি নাট্যকারদের সফলতার একমাত্র উপায় নয়!

PROJECTION & SOUND EQUIPMENT
in one compact unit!

নূতন! অসামান্য! অতুলন!

ফিলিসোনার শব্দযন্ত্রে ফিলিপ্‌সের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নির্ম্মাণ-কৌশল এবং যান্ত্রিক সুবিধা এমন একটী "শব্দপত্রী" সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়াছে, যাহাকে সম্পূর্ণ নিখুঁত বলা যায়। ফিলিসোনারের চিত্র-প্রক্ষেপন এবং পুনর্নাদন-কার্য্য স্বাভাবিক এবং জীবন্তবৎ। প্রক্ষেপনী, শব্দবর্দ্ধনীদ্বয় এবং শব্দনিষ্কাশনী—সকল যন্ত্রই সম্পূর্ণ, অখণ্ড একক রূপে সম ভিত্তিতে কার্য্য করিয়া থাকে।

সকল জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের ভিতর সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্যতা এবং ব্যবহারপ্রণালীর যথাসম্ভব সরলতা ফিলিসোনারকে অপর সকল বহুমূল্য, বিভিন্ন স্থান-অধিকারী শ্রেণীবদ্ধ যন্ত্রসমষ্টিবিশিষ্ট, পুরাতন প্রথায় প্রস্তুত প্রক্ষেপন-যন্ত্র হইতে বহু উর্দ্ধে স্থাপিত করিয়াছে। ফিলিসোনারের ব্যবহার স্থান, সময় এবং অর্থের অপব্যয় ঘটিতে দেয় না। ইহার সর্ব্বাঙ্গীন কার্য্যকারিতা বর্ত্তমানে ভারতের বহু শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহকে জনাকীর্ণ করিয়া তুলিতে যথেষ্টই সাহায্য করিতেছে।

ফিলিসোনারের কাঠিমে একসঙ্গে ৫,০০০ ফুট পর্য্যন্ত ফিল্ম জড়ানো যায়।

বৈদ্যুতিক চাপের তারতম্য হইতে রক্ষার জন্য বিশেষ গতি-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রক এবং বৈদ্যুতিক চাবির চক্রযন্ত্র—কণ্ট্রোল ও সুইচ্‌-গিয়ার পাওয়া যায়। ধূলি-রোধক সংরক্ষণীযুক্ত।

PHILISONOR

কার্য্যকারিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু মূল্যে অত্যন্ত সুলভ

বিস্তারিত বিবরণসহ সচিত্র তালিকার জন্য পত্র লিখুন। অথবা যন্ত্রটীর ব্যবহার-প্রদর্শনীর জন্য ব্যবস্থা করুন, যাহাতে আপনি ফিলিসোনারের সুবিধাগুলি বস্তুতঃ কি, তাহা সচক্ষে দেখিবার সুযোগ পান।

'কিস্তি' হিসাবেও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যাইতে পারে।

ফিলিপস্‌
ইলেক্ট্রিক্যাল কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেস্যাম রোড, কলিকাতা

নিম্নলিখিত স্থান সমূহেও সরবরাহকারী আছে—

দিল্লী, লাহোর, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, বোম্বাই
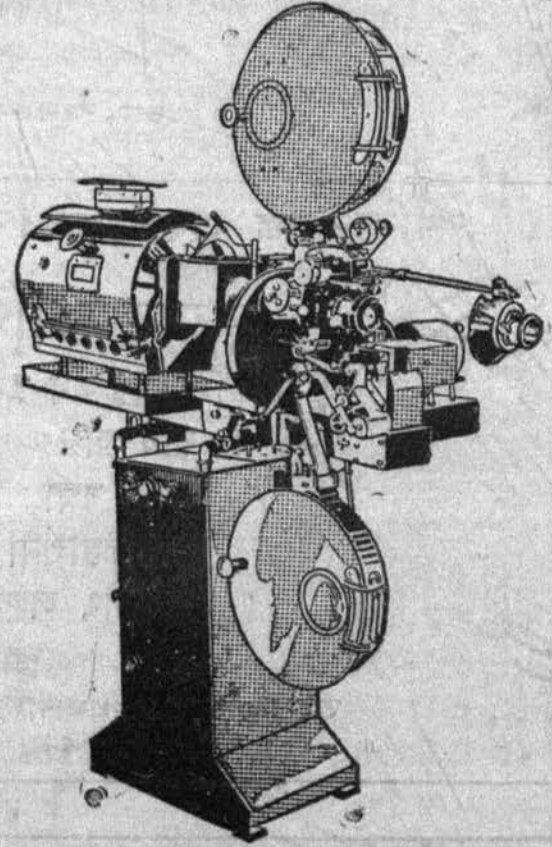
P. P. K. 14

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা

১০ম বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

১৯এ পৌষ
১৩৪১

কলালাপ

গেল ২৭এ ও ২৮এ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-হলে নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হয়ে গেছে। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা।

*

সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে সঙ্গীত সম্পর্কে যে নব-বাণী প্রচার ক'রে গেছেন, তা সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই প্রণিধানযোগ্য। যাঁরা সঙ্গীতের রাগ-রাগিনী সুর-তালের বিধিবদ্ধ বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে অতিমাত্রায় যত্নবান্, তাঁদের লক্ষ্য ক'রে তিনি এই মর্ম্মে বলেছেন, "অনুকরণই মানুষের ধর্ম্ম নয়। সঙ্গীত সাহিত্যেরই মতো প্রাণের প্রকাশ, যুগের প্রকাশ। এর ভিতর গতানুগতিকতা রক্ষা হচ্ছে দাস মনোভাবের পরিচায়ক এবং সেই কারণেই তা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। আমরা আজকের দিনে যা বলতে চাই, তা আমাদেরই গান, কাব্য, ছন্দ, রসের ভিতর দিয়ে আমাদের নিজেদের ভাষায় প্রকাশ করব, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বা অপরের ধার-করা ভাষায় তা প্রকাশ করা চলবে না। আজ যদি কাউকে এমন গান গাইতে শোনা যায়, যা শুনে অভিজ্ঞ লোক বলবেন, তিনি একেবারে নিখুঁত তানসেনের মতো গেয়েছেন, তা হ'লে বলব, সেই গায়কের আজকে জন্মানো উচিত হয় নি, তাঁর তানসেনের যুগে জন্মানোই ভালো ছিল। তানসেন যা সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন, তা তাঁর প্রাণের অভিব্যক্তি, তাঁর যুগের প্রকাশক। তিনি নিশ্চয়ই এমন কথা ব'লে যান নি যে, আমরা যা সৃষ্টি ক'রে গেলুম, পরবর্ত্তী কালের লোকেরা যেন শুদ্ধ তারই বিশুদ্ধ অনুকরণ করে। চর্ব্বিত চর্ব্বণ বা অনুকরণে কৃতিত্ব নেই। অতীতের সঙ্গীত-সৃষ্টিকে শ্রদ্ধা কর; তার ভিতর যা-কিছু শ্রেয়, তার থেকে প্রেরণা লাভ কর, কিন্তু তার দাসত্ব স্বীকার কোরো না। নব-সৃষ্টির ভিতরে অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকতে পারে; কিন্তু তা থাক্, তবু তা সৃষ্টি, জীবনের প্রকাশ। সৃষ্টি যেখানে বন্ধ হয়, সেখানে ঘটে মৃত্যু, সেখানে হয় তার সমাপ্তি।"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি।

নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনের প্রধানতম আকর্ষণদ্বয়
ফয়েজ খাঁ এবং আলাউদ্দীন খাঁ

*

সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ অনুষ্ঠিত সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় এবার যাঁরা যোগদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে তাঁদের নিজ নিজ গুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। এবং এই পরিচয় থেকে সমবেত সকলেই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, কণ্ঠ বা যন্ত্র-সঙ্গীতের ষ্ট্যাণ্ডার্ড মোটের উপর খুবই উচ্চ শ্রেণীর হয়েছিল। দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত মহিলাদের ভিতর আমরা শুনতে পেয়েছি একমাত্র শ্রীযুক্তা মায়া দেবীর খেয়াল-গান। তাঁর গান এমনই উচ্চাঙ্গের কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক হয়েছিল যে, উভয় দিনই শ্রোতৃবৃন্দ তাঁকে উল্লসিত ভাবে অজস্র করতালি দ্বারা অভিনন্দিত করেছিলেন। প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত ছাত্রীদলের ভিতর আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ দিয়েছে কুমারী বালিকা শ্রীমতী ছবিরাণী চট্টোপাধ্যায়ের ঠুংরী (খাম্বাজ) গানখানি। এত অল্প-বয়সী বালিকার এমন উঁচু দরের সুমিষ্ট কণ্ঠ আমাদের রীতিমত বিস্মিত ক'রে তুলেছিল। কুমারী মায়া পাল এবং কুমারী প্রভাবতী মিত্রের মতো বালিকার কণ্ঠে যথাক্রমে মালকোশ্ এবং আড়ানায় খেয়াল-গানও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে কম বিস্ময়াবিষ্ট করে নি। রাজসাহী কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ রাধিকামোহন মৈত্রের স্বরোদ-যন্ত্রে 'নট কেদার' বাদনও উচ্চ শ্রেণীর গুণপনার প্রকাশক হয়েছিল। প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত ছাত্রদের ভিতর শ্রীমান্ মুরারিমোহন মিশ্র ধ্রুপদ, খেয়াল, আধুনিক বাঙলা গান এবং গ্রাম্য সঙ্গীত—চারটি বিভাগেই প্রথম স্থান অধিকার করেছে; অথচ তাকে দিয়ে সম্মেলন-বৈঠকে

একখানিও গান না গাওয়ানো কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে রীতিমত অপরাধ হয়েছে ব'লে মনে করি।

যে-সকল ওস্তাদ বা গুণী ব্যক্তি এই সম্মেলনে নিজেদের গুণপনা দেখিয়ে সমবেত ব্যক্তিবর্গকে সম্মোহিত করেছিলেন, তাঁদের ভিতর সর্ব্বাগ্রে যাঁর নাম আমাদের কলমের গোড়ায় আপনা-আপনি এসে পড়ছে, তিনি হচ্ছেন বরোদা রাজ্যের স্বনামধন্য গায়ক, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেয়ালিয়া ফয়েজ খাঁ সাহেব। যদি বলি, তিনিই ছিলেন এই সঙ্গীত-সম্মেলনের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ, তা' হ'লে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না। দ্বিতীয় দিনে মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে প্রায় পুরোপুরি দু'টি ঘণ্টা ধ'রে তিনি যে-ভাবে 'জয়-জয়ন্তী' এবং 'ছায়ানটে'র ভিতর দিয়ে খেয়াল-গানের চরমোৎকর্ষের অপরূপ রূপ আমাদের মানসপটে এঁকে দিয়েছেন, তাতে আমরা কৃত-কৃতার্থ হয়ে তাঁকে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর পরেই নাম ক'রতে হয় প্রোফেসার আলাউদ্দীন খাঁ এবং তাঁর পরিচালিত মাইহার ষ্টেট ব্যাণ্ডের। খাঁ সাহেবের স্বরোদ, এনায়েৎ খাঁর সেতার এবং ছোটে খাঁর সারেঙ্গী—এই তিনটি জিনিষই রসিকমহলের কাছে সুপরিচিত; কাজেই এগুলিকে যে সবাই প্রচুর উপভোগ করেছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। মাইহার ব্যাণ্ড দেশী গৎগুলিকে বিদেশী ঐক্যতানবাদনের রীতি বা টেক্‌নিক্ অনুসারে বাজিয়ে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব নূতনত্বের দ্বারা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। সম্মেলনের আর একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ ছিল—শ্রীমতী বালা সরস্বতী এবং শ্রীযুক্ত শঙ্করম্ নম্বুদরীর নৃত্য। শ্রীমতী সরস্বতীর চক্ষু, হস্ত এবং দেহভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে অসামান্য পায়ের কাজ এবং শ্রীযুক্ত নম্বুদরীর রসপ্রকাশক 'কথাকলি' নৃত্যনাট্য প্রতিটি দর্শককে ক'রে তুলেছিল বিস্ময়বিমুগ্ধ। কুমার বীরেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরীর বীণ্ ও সুরশৃঙ্গার, আমাদের গিরিজাবাবু, ভীষ্মদেব এবং শচীন্দ্রদেব বর্ম্মণের গান এবং হীরু গাঙ্গুলির তব্‌লা সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রতে অল্প সাহায্য করেনি।

*

কল্‌কাতা সহরে এই ধরণের সঙ্গীত-বৈঠক এই প্রথম। কাজেই এর মধ্যে বহু কারণে বহু রকম গলদ থেকে গেছে; তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশী ক'রে আমাদের চোখে লেগেছে, সেটি হচ্ছে এই যে, নিখিল-বঙ্গ সম্মেলনে বাঙলা দেশকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। তবুও বলতে হচ্ছে, কর্ম্মকর্ত্তারা যে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলার সঙ্গে বৈঠকের দুটি দিনেরই কাজ চালিয়েছিলেন, তা অজস্র প্রশংসালাভের যোগ্য। আশা করা যায়, প্রথম বৎসরের অসামান্য সাফল্য সহরবাসী সঙ্গীতরসিক বাঙালীকে ভবিষ্যতের কার্য্যক্ষেত্রকে অধিকতর বিস্তৃত এবং বিরাট ক'রে তুলতে প্রেরণা দেবে।

*

এবারে বড়দিনের ছুটিতে কল্‌কাতায় প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের বৈঠক হয়ে গেল। আমরা প্রবাসী নই, ঘরবাসী; কাজেই দিনের পর দিন নিয়মিতভাবে সাহিত্য সেবা করা সত্ত্বেও আমাদের ওখানে প্রবেশ নিষেধ। তবে অনুষ্ঠাতৃদের কাছ থেকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য হবার জন্যে অন্ততঃ একখানি 'বিনীত নিবেদন' পাবার আশা আমরা খুবই করেছিলুম। কিন্তু কি নিগূঢ় কারণে জানিনা, আমাদের সে-আশা চরিতার্থ হয় নি। অবশ্য, আমন্ত্রণ-লিপি পাবামাত্রই যে আমরা গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে সভ্যতালিকা-ভুক্ত হবার দরুণ সোৎসাহে দৌড়ে যেতুম, এমন কথাও হলফ্ ক'রে বলা কঠিন।

——

জাতীয় শিল্প-গৃহ

(শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র)

এবার বড়দিনে শিল্পপ্রদর্শনীগুলি দেখতে গিয়ে একটা কথা নতুন ক'রে মনে পড়ল। নতুন ক'রে মানে, এর আগেও মনে হয়েছিল, কিন্তু নানা কাজে সে কথা ভুলেছিলুম; আবার বেশী ক'রে মনে পড়ল।

লণ্ডনে, প্যারীতে বড় বড় আর্ট গ্যালারী আছে—সেখানে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ছবি ও অন্যান্য শিল্পনিদর্শন দাম দিয়ে কিনে রাখা হয়। দেশের দরিদ্র জনসাধারণই শুধু যে তাতে ক'রে নিজেদের বৃহত্তর ক্ষুধা তৃপ্ত করবার সুযোগ পায় তা নয়, বিদেশের বহু সহস্র দর্শকও বিস্মিত দৃষ্টিতে সে দিকে চেয়ে থাকে—তাতে ক'রে নগরীর গৌরব অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, এত বড় সহর কল্‌কাতা—সমস্ত দিক দিয়ে যা পৃথিবীর বড় সহরদের মধ্যে নিজের স্থান ক'রে নিয়েছে, তার মধ্যে একটীও এমন শিল্প-গৃহ নেই, যেখানে রসিকজনের নয়নানন্দ স্বরূপ জাতীয় শিল্পনিদর্শন রেখে দেওয়া যেতে পারে। ফলে, আমাদের ছবি দেখবার সুযোগ আসে বছরে মাত্র আট দশটী দিন। তারপরেই ভাল ভাল ছবিগুলি রাজা মহারাজারা বা বিদেশী বড় লোকেরা কিনে নিয়ে গিয়ে নিজেদের প্রমোদভবন বা বৈঠকখানার শোভা বৃদ্ধি করেন এবং দুদিন পরে আমরা সে ছবি বা চিত্রকরের কথা ভুলে যাই।

অথচ, পৃথিবীর লোককে যাঁদের ছবি গৌরব ক'রে দেখানো যেতে পারে, এমন শিল্পীর সংখ্যা আমাদের দেশে কম নেই। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, প্রমোদকুমার, অসিতকুমার, উকীল ভ্রাতৃবৃন্দ, মুকুল দে, যামিনী রায়, যামিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতির ছবি যে-কোনও দেশের গৌরব। প্রায়ই দেখি, ভাল ভাল ছবি—হয় কোনও মহারাজা, নয় বোম্বাইয়ের কোনও বড়লোক কিনে নিয়েছেন। তাতে যে ছবির সমাধি লাভ ঘটল, একথা ধ'রে নিতেই হবে। কারণ, অধিকাংশের পক্ষেই ঐ সব বড় লোকের বাড়ী গিয়ে ছবি দেখা সম্ভব নয়।

সেদিন একটী ভদ্রলোককে যামিনী গাঙ্গুলীর তৈল-চিত্রের কথা বলতে তিনি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। যামিনীবাবু ত তবু এখনও বেঁচে আছেন। দুদিন পরে লোকে হয়ত অবনীবাবু বা নন্দলাল-বাবুর নাম শুনেও এমনিই অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট এবং কর্পোরেশন বহু অকাজে অজস্র অর্থব্যয় করেন। তাঁরা যদি মিলিত চেষ্টায় কর্পোরেশন বা গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে একটী জাতীয় শিল্প-গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তা হ'লে তাঁরা দেশ ও বিদেশের লোকের শ্রদ্ধাভাজন হবেন। বড়লোক আমাদের দেশে এখনও দু চারজন আছেন; তাঁরাও ঐ মহৎ কার্য্যে স্বচ্ছন্দে কিছু কিছু টাকা দিতে পারেন। আর ছবির দামই বা আমাদের দেশে কী? এবারে প্রাচ্যকলা-প্রদর্শনীতে নন্দলালবাবুর একখানা ছবি দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম। ক্যাটালগ খুলে দেখলুম, দাম মাত্র দেড়শ' টাকা।

অ্যামেরিকা বা জার্ম্মানী থেকে কল্‌কাতায় যদি কোনও যাত্রী আসেন, তাঁকে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বড় বড় বাড়ী দেখেই চ'লে যেতে হ'বে; বাংলার নিজস্ব শিল্পসম্পদও যে প্রচুর আছে, একথা জানবার তাঁর উপায় মাত্র নেই। অথচ কর্পোরেশন যদি সামান্য মাত্র চেষ্টা করেন, তা হ'লেও এ অভাব ঘোচে।

এই প্রসঙ্গে একটী অবান্তর কথা বলবার অনুমতি চাইছি। আচ্ছা, চারুশিল্প-প্রতিষ্ঠান (A. F. A.) তাঁদের প্রদর্শনীতে সংখ্যায় বেশী ছবি দেখাবার চেষ্টা করেন কেন? অত বেশী ছবি হ'লেই তার মধ্যে বাজে ছবি থাকবে অধিকাংশ, এ তাঁদের জানা উচিত। হয়েছেও তা'ই—বাজে ছবির সংখ্যা এত বেশী যে দেখ্‌তে দেখতে বিরক্তি আসে; ভাল ছবি দেখবার আর ধৈর্য্য থাকে না। তা ছাড়া তাঁদের প্রাচ্যকলাবিভাগে সত্য-কারের প্রাচ্যকলাসম্মত ছবির অত্যন্ত দৈন্য দেখলুম। এদিকে তাঁদের আর একটু যত্ন নেওয়া উচিত ছিল।

——

চিত্র-কথা

গেল ১লা জানুয়ারী **কালী ফিল্মসের** দ্বিতীয় বাৎসরিক জন্ম-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়ে গেল। এই উৎসবে যোগদান করবার জন্যে আমরাও নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম সত্য, কিন্তু নিমন্ত্রণ-পত্র এমনই অসময়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছিল যে, যথাসময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তখন আমাদের সাধ্যের বাইরে। অতএব উৎসবের বিবরণ পত্রস্থ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। **কালী ফিল্মসের** এই জন্মদিনটি স্মরণ ক'রে আমরা আমাদের এই বাঙালী প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘায়ু এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

•

২৯শে ডিসেম্বর থেকে **ছায়ায়** ভারতলক্ষ্মীর নবতম কৌতুক-চিত্র **"শুভ ব্রাহস্পর্শ"** দেখানো হচ্ছে। ছবিটিতে হাস্যার্ণব চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, আশুতোষ বসু, জহর গাঙ্গুলী, ইন্দুবালা প্রভৃতি বহু নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন। আমরা ছবিটি দেখে এসে আসচে বারে আমাদের মতামত জানাব।

•

ফিলিপস্ ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানীর **ফিলিসোনার** শব্দযন্ত্রের নাম আজ আর ছবির জগতের কারুরই অপরিচিত নয়। এই কোম্পানীটি সম্প্রতি তাঁদের কলিকাতা-শাখায়, (২, হেসাম্ রোড) চলচ্চিত্র-প্রদর্শকদের সুবিধার জন্য যে ব্যবহার-প্রদর্শনী গৃহ খুলেছেন, তাকে চিত্ররাজ্যে সকল দিক দিয়ে আধুনিক বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের প্রতি যাঁরা কিছুমাত্র আকর্ষণ অনুভব করেন, তাঁরা এই প্রদর্শনী-গৃহটি পরিদর্শন ক'রলে যথেষ্টই উপকৃত হবেন ব'লে মনে হয়।

ফিলিপ্‌স কোম্পানীর
ব্যবহার-প্রদর্শনী গৃহ

•

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর হয়ে পরিচালক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় "বিদ্রোহী" নামে যে বাঙলা ছবিটি তুলবেন, তার নায়িকা সাজবার মতো উপযোগী মেয়ে খুঁজে মেলা দুষ্কর হয়ে উঠেচে। ডি-জি নাছোড়বান্দা হয়ে নায়িকা আবিষ্কারের জন্যে পরিশ্রম করছেন। অহীন্দ্র চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, ভূমেন রায়, ললিত মিত্র, ইন্দুবালা, ডলি, পূর্ণিমা প্রভৃতি ইতিমধ্যেই ছবিটিতে অভিনয় করবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

*

"বিদ্রোহী"র হিন্দী সংস্করণে এবং উর্দ্দু ছবি Blood & Beautyতে নায়িকার ভূমিকায় দেখা দেবেন শ্রীমতী সুলতানা, এ-খবর আগেই পাঠকরা পেয়েছেন। এই ছবি দুটির অপরাপর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন মজাহার খাঁ, গুল্ হামিদ, মাধবী, রাধাবাঈ প্রভৃতি।

*

এই ক'খানি ছবিতেই সঙ্গীত-পরিচালকের কাজ করবেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে এবং নৃত্য-পরিচালিকা হবেন শ্রীমতী নীহারবালা।

•

গেল ১২ই ডিসেম্বর শুভক্ষণে ছবি ক'খানির প্রথম চিত্র-গ্রহণ উৎসব সমাধা হয়েছে।

•

শ্রীমধু বোস পরিচালিত "সেলিম"র দরবার-দৃশ্যের কাজ শেষ হয়ে গেছে। বোগদাদ সহরকে চিত্রে দেখাবার জন্যে যে বৃহৎ সেট্‌টি নির্ম্মিত হয়েছে, এখন তাইতেই শুটিং চলছে। "হারেম"-দৃশ্যের জন্য আর একটি প্রকাণ্ড সেট্ তৈরী হচ্ছে। নাম-ভূমিকায় শ্রীমতী মাধবীর সঙ্গে ছবিটিতে দেখা দেবেন গুল্ হামিদ, মজাহার খাঁ, ইন্দুবালা, পাহেলবান প্রভৃতি।

•

মাদ্রাজের "ক্রাউন টকী হাউসে" ইষ্ট ইণ্ডিয়ার তামিল ছবি "সীতার বনবাস" মুক্তিলাভ করেছে। প্রকাশ, ছবিখানি সাধারণ ছবি থেকে উন্নত ধরণের ব'লে খ্যাতিলাভ করেছে। শ্রীযতীন দাসের ফোটোগ্রাফী ছবিখানির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। ত্রিচর শ্রীমতী রুক্মিণী, অন্নজী রাও, জয়রাম, মহাদেবম্, সি-ভি পাণ্টুলু, এম্-এস্ রাঘবন্ প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রী ছবিটিতে অভিনয় করেছেন।

•

শ্রীযুক্ত যতীন দাস "মিঃ ডাবলু" নাম দিয়ে একটি ছোট্ট কৌতুক-চিত্র তুলবেন। ছবিখানির পরিচালক এবং আলোকচিত্রকর—উভয় রূপেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে। ম্যাডানের গিরিজা গাঙ্গুলী, হাস্য, নন্দকিশোর এবং মিস্ ময়রা এই ছবিটিতে অভিনয় করবেন।

*

এই শনিবার থেকে রাধার পৌরাণিক চিত্র "দক্ষযজ্ঞ" ক্রাউনে ত্রয়োদশ সপ্তাহে পদার্পণ করবে। চিত্রপ্রিয়দের আগ্রহ দেখে মনে হয়, ছবিখানি এখনও বেশ কিছুদিন ক্রাউনের পর্দায় সগৌরবে বিরাজ করবে। বর্দ্ধমানের "বিচিত্রা" চিত্রগৃহে ছবিখানির চতুর্থ সপ্তাহ চলছে।

*

কল্‌কাতার উত্তরাঞ্চলের জনপ্রিয় চিত্রগৃহ "চিত্রা"য় রাধার নবতম অবদান "রাজনটী বসন্তসেনা" দেখানো হচ্ছে। আসচে শনিবার থেকে ছবিখানির তৃতীয় হপ্তা সুরু হবে।

•

রাধা ফিল্ম কোম্পানী ১৯৩৪ সালে সবশুদ্ধ পাঁচখানি ছবি দেখিয়েছেন: নাগান্ (তামিল), হরিভক্তি (হিন্দি), শচীদুলাল (বাঙলা), দক্ষযজ্ঞ (বাঙলা) এবং বসন্তসেনা (বাঙলা)। এঁদের তিনখানি ছবি—সতী বা দক্ষযজ্ঞ (হিন্দী), রাজনটী (হিন্দী) এবং ফুলঝরি (উর্দ্দু)—দেখাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। বাঙলা কৌতুক-চিত্র "মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল" এবং উর্দ্দু ছবি "উমাক্ এজ্‌রা"র কাজও প্রায় শেষ হয়ে এল। ১৯৩৫ সালেও রাধা ফিল্ম কোম্পানী বহু সংখ্যক সুন্দর চিত্র সাধারণ্যের সামনে উপস্থাপিত ক'রতে পারবেন ব'লে আশা করা যায়।

•

সহরের উত্তরাঞ্চলের বাঙালী পরিচালিত সর্ব্বপ্রথম চিত্রগৃহ—**টকী শো-হাউস**। জন্মাবার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত এর মালিকেরা শতকরা অন্ততঃ আশিখানা ভালো ছবি দর্শকদের দেখিয়ে আসছেন। বর্ত্তমানে উত্তর-পাড়ায় বাকী চারটি ছবিঘর যখন মাত্র বাঙলা ছবি দেখিয়েই বড়-দিনের বাজার গরম রাখবার চেষ্টা করলেন, তখন শো-হাউস প্রত্যহ এক একখানি ক'রে বছরের সেরা বিদেশী ছবি দেখিয়ে রসপিপাসু চিত্রপ্রিয়দের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা ক'রে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। আর একটি কথা বল্‌লে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না যে, এই অঞ্চলের পাঁচ পাঁচটি চিত্রগৃহের মধ্যে একমাত্র "শো-হাউসে"র শব্দ-যন্ত্রটিই পুনর্নাদন বা Sound-reproduction-এর দিক দিয়ে প্রায় নিখুঁত এবং সেই কারণেই শ্রেষ্ঠ।
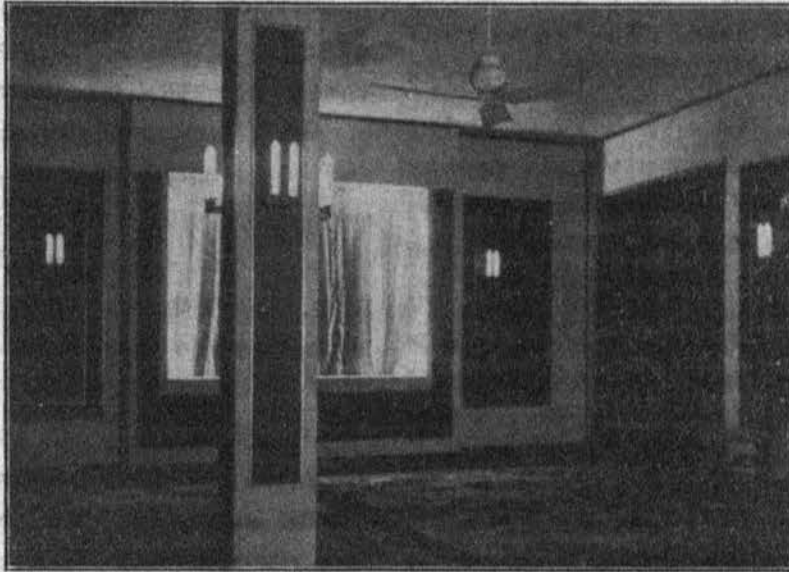
"চক্রব্যূহ"

(অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ,
এম্-এ, পি-আর্-এস্)

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই 'নাচঘরে'রই পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম— "বর্ত্তমানে মহাকবি 'ভাসে'র (যিনি 'কালিদাসে'রও পূর্ব্ববর্ত্তী) রচিত একখানি সমবকার পাওয়া গিয়াছে। উহার নাম 'পঞ্চরাত্র'। মহাভারতোক্ত উত্তর-গোগৃহের ঘটনা অবলম্বনে উহা রচিত।……আজ বাঙ্‌লাদেশে নাট্যকলার নানাভাবে দ্রুত উন্নতি হইতেছে। ভরতোক্ত দশরূপকের প্রবর্ত্তন বাঙলায় আবার হইবে—এ আশা কি এখনও শুধুই দুরাশা বলিয়া মনে করিতে হইবে? বাঙ্‌লা ভাষায় এইরূপ 'সমবকার', 'ডিম' বা অন্যান্য রূপক রচনা করিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার উপযুক্ত যুগপ্রবর্ত্তক নাট্যকার ও অভিনেতার দর্শন কবে মিলিবে, কে বলিতে পারে? বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের অভিনেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে একটু অবহিত হইবেন কি? আমাদের মনে হয়, 'ভাসে'র 'পঞ্চরাত্র' বাঙ্‌লা ভাষায় (আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন সহকারে) অনূদিত হইলে বেশ নূতনত্ব দেখান যাইতে পারে"*।

বস্তুতঃ মহাকবি ভাসের নাট্যরচনাগুলি সংস্কৃতনাট্যসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। ভাবে, ভাষায় ও নাটকীয়তায় ভাসের রূপকাবলী জগতের নাট্যসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহাদের অনুবাদ প্রচারিত হইলে বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যের যে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবেই হইবে—এরূপ একটী বদ্ধমূল ধারণা আমার বহুদিন হইতেই ছিল। তাই ঐ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে নানা পত্রিকায় আলোচনা করিতাম। এমন কি, গত আশ্বিন মাসের 'উদয়ন' পত্রিকাতেও 'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা' প্রবন্ধে 'পঞ্চরাত্রে'র অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। অবশেষে কিঞ্চিদধিক দুইমাস পূর্ব্বে 'খেয়ালী' পত্রিকায় নিজেই 'পঞ্চরাত্রে'র আক্ষরিক অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। এই সময় একদিন কাণে আসে যে, সুনিপুণ ও জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'পঞ্চরাত্র' অবলম্বনে 'চক্রব্যূহ' নামক নাটক রচনা করিয়াছেন। শুনিবার পর হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাটক কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য মনে বেশ একটু কৌতূহল জন্মিয়াছিল। গত ৮ই ডিসেম্বর শনিবার 'নাট্যনিকেতন' রঙ্গমঞ্চে 'চক্রব্যূহে'র অভিনয় দর্শনে সে কৌতূহল চরিতার্থও হইয়াছে।

আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা যাঁহাদিগের চেষ্টায় আংশিকভাবে পূর্ণ হইয়াছে, সেই নাট্যনিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষগণকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাইতেছি। দ্বিতীয় ধন্যবাদ এই নবীন নাট্যকারকে। কারণ, তিনি তাঁহার প্রথম নাট্যরচনার উপাদান বৈদেশিক সাহিত্য হইতে সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া দেবভাষার অক্ষুণ্ণ ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়াছেন।

'চক্রব্যূহ' মহাকবি ভাসের 'পঞ্চরাত্র' অবলম্বনে রচিত হইলেও উহা 'সমবকার'খানির নিছক অনুবাদ নহে। কারণ, ভাস 'পঞ্চরাত্র'মধ্যে দেখাইয়াছেন যে, বিরাটের গোধন অপহরণ প্রসঙ্গে দ্রোণাচার্য্য পঞ্চরাত্রমধ্যে পাণ্ডবগণের সন্ধান আনিয়া দিলে দুর্য্যোধন সকৃত সর্ত্ত রক্ষাপূর্ব্বক দক্ষিণাস্বরূপে আচার্য্য-কর্ত্তৃক প্রার্থিত অর্দ্ধরাজ্য পাণ্ডবগণকে প্রদান করিলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের আভাস পর্য্যন্ত "পঞ্চরাত্রে" নাই। কিন্তু মহাভারত-পাঠক মাত্রেই জানেন যে, প্রকৃত ঘটনা ঠিক তাহা নহে। মনোরঞ্জনবাবুও ভাসের উপসংহারাংশটুকু বর্জ্জন করিয়া মূল মহাভারতের বস্তুভাগের অনুসরণ করিয়াছেন। দুই এক স্থলে "প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারদের ব্যতিক্রম সাহস" তাঁহাকে "স্বাধীন ঘটনাসংস্থাপনেও সাহসী করিয়াছে"। গ্রন্থকার পঞ্চরাত্রকে তাঁহার "নাটকের প্রথম অঙ্কে গ্রহণ ও পরিপাক করিবার চেষ্টা" করিয়াছেন এবং সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য হইতে এ বিষয়ে সঙ্গতির নজির উপস্থাপিত করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার এরূপ চেষ্টা যে অসঙ্গত, তাহা কোন সমালোচকই বলিতে পারিবেন না। তবে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে কি না, তাহার বিচার প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নাটকখানির সমালোচনা নহে—অভিনয়ের সমালোচনাই ইহার মূল বিষয়। অভিনয়-সমালোচনাপ্রসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে গ্রন্থখানির সম্বন্ধেও কিছু কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

বঙ্গরঙ্গালয়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এদেশে একাধারে নট ও নাট্যকারের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও 'অভূত তদ্ভাবে' উক্ত দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুনিপুণ নটরূপেই তিনি এতদিন নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার মধ্যে নাট্যকার-প্রতিভার এই অভিনব স্ফুরণদর্শনে সহৃদয় দর্শকমণ্ডলী যে তাঁহাকে সমধিক অভিনন্দিত করিবে—তাহা বলাই বাহুল্য।

অভিমন্যুবধের প্রাক্কালে দ্রোণাচার্য্য যে দুর্ভেদ্য সৈন্যসমাবেশ করিয়াছিলেন, 'চক্রব্যূহ' বলিলেই সর্ব্বাগ্রে তাহার কথা মনে পড়ে। গ্রন্থকারও 'ছয়' মহারথ † কর্ত্তৃক নিরস্ত্র অভিমন্যুবধের অব্যবহিত পরেই তাঁহার নাটক সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু 'চক্রব্যূহ' মধ্যে অভিমন্যুবধই তাঁহার মুখ্য প্রতিপাদ্য নহে। অভিমন্যুবধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্র-সমর ধীরমন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। অভিমন্যুনিধনের পরেই করাল সমরানল পূর্ণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আর সে অনলে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ব্যথা, গ্লানি ও অধর্ম্ম দগ্ধ হইয়া ভারতে নবধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এ সকলেরই মূলে ছিল সেই 'চক্রীর চক্র'। 'চক্রব্যূহ' বলিতে গ্রন্থকার এই সকল ঘটনাই ইঙ্গিতে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। চক্রীর চক্রের গতিরোধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন—ভীষ্ম ও দ্রোণ। তাই এই দুইটি চরিত্র নাটকখানির 'প্রতিনায়ক'। যজ্ঞদীক্ষিত দুর্য্যোধনের নিকট হইতে যজ্ঞদক্ষিণাচ্ছলে অর্দ্ধরাজ্য প্রতিগ্রহপূর্ব্বক ভাবী কুরুক্ষেত্র-সমর প্রতিরোধের প্রথম প্রয়াস পাইয়াছিলেন দ্রোণ। মহাকবি ভাসের 'পঞ্চরাত্র' ইহারই কাহিনী। কিন্তু মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদ, আচার্য্য দ্রোণ এ দুর্ব্বার চক্রগতিরোধে সমর্থ হন নাই—মহাভারতপাঠক মাত্রেই ইহা জানেন। তাহার পর ধর্ম্মরাজ স্বয়ং চক্রীকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া চক্রের আবর্ত্তন রোধের চেষ্টা করিলেন। চক্রী যে তাঁহার চক্রের আবর্ত্তন কখনও থামাইবেন না—ইহা ত জানা কথাই! তাই সমর আরম্ভ হইল। তখন ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম যেন দুই হাতে মৃত্যুকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া সমরের গতিহ্রাসের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চক্রগতি মন্থর হইয়া আসিল দেখিয়া রণক্ষেত্রে চক্রী চক্রধারণ করিলেন। সে মহাচক্রের গতিরোধ করা মৃত্যুঞ্জয়ী ভীষ্মেরও সাধ্য ছিল না। কালচক্রের আবর্ত্তনে নিয়তির অলঙ্ঘ্য নিয়মে ভীষ্মও মৃত্যুকে বরণ করিতে বাধ্য হইলেন। চক্রের গতিবেগ যেটুকু মন্দ হইয়া আসিতেছিল, কিশোরবীর

* মদীয় প্রবন্ধ—"দেবভাষায়-আদি-দৃশ্যকাব্য"—নাচঘর, ২রা ফাল্গুন ১৩৩৬

† প্রচলিত প্রবাদ, অভিমন্যু 'সপ্তরথী' দ্বারা বেষ্টিত হইয়া নিহত হন। মূল মহাভারতে কিন্তু ছয়জন মহারথের উল্লেখ আছে।

অভিমন্যুর তপ্ত শোণিতে সিক্ত হইয়া সে ধীর গতি পরিবর্ত্তিত হইল। শোণিতপিচ্ছিল কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে চক্রীর চক্র পূর্ণ বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। দ্রোণের চক্রব্যূহ চক্রীর কুটিল চক্রের নির্ম্মম আবর্ত্তনের প্রধান সহায়। তাই এই নাটকখানির নাম 'চক্রব্যূহ' দেওয়ায় গ্রন্থকারের সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

অবশ্য চক্রীর প্রবর্ত্তিত এই চক্রের গতি বড়ই দুর্ব্বোধ্য। গ্রন্থকার শকুনিকে উহার ব্যাখ্যাতৃরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। আর এই কুটিল কালচক্রানুবর্ত্তনের প্রথম নিমিত্ত হইয়াছিলেন—কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের দুইটি অভিন্নহৃদয় কিশোর বীর—পার্থপুত্র অভিমন্যু ও দুর্য্যোধন-নন্দন লক্ষ্মণ। চক্রের গতিপথে যিনি ছিলেন প্রবলতম বাধা—সেই ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করতঃ রণভূমি হইতে দূরাপসারিত করিয়া—চক্রতলে নিষ্কলঙ্ক শিশুযুগলকে বলিদানপূর্ব্বক তাহাদের পূত হৃদয়শোণিতস্রোতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধাগুলিকে ভাসাইয়া দিয়া চক্রগতিপথকে মসৃণ করিয়া দিবার একমাত্র সহায় ছিলেন—শকুনি। তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই নাটকের 'প্রচ্ছন্ন নায়ক' হইলেও উহার 'প্রকট নায়ক' শকুনি ব্যতীত আর কেহই নহেন। যেখানে যেখানে চক্রগতি মন্থর হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল, গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে সেই সেই স্থলেই কূট কৌশলী শকুনির আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন। এই শকুনির ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন প্রখ্যাত-নামা নট শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়। তাঁহার ভগ্নদন্ত, কুব্জদেহ, কুটিল হাস্য ও সর্ব্বোপরি তাঁহার অননুকরণীয় গতি ও বচোভঙ্গী চরিত্রটিকে উজ্জ্বলভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তবে তাঁহার প্রতিশোধ-গ্রহণস্পৃহা আর একটু চাপা থাকিলে বোধ হয় আরও ভাল হইত। কিন্তু এ ত্রুটিটুকুর জন্য নট অপেক্ষা নাট্যকারই অধিক দায়ী। স্থানে স্থানে শকুনির আত্মপ্রকাশের মাত্রা আরও কমাইয়া দিলে নাটকখানি আরও কৌতূহলোদ্দীপক হইত বলিয়া মনে করি।

শকুনির পরেই মনে পড়ে যশস্বী নট শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী মহাশয়ের ভীমের অভিনয়। যে রসের অভিনয় হইতেছে, তাহার যে একটা নিজস্ব রূপ আছে, সে জ্ঞান খুব কম অভিনেতারই থাকে। এই রসানুযায়ী পরিচ্ছদ ধারণ না করিলে অতি উত্তম অভিনেতাও রসসৃষ্টির পরিপূর্ণ অধিকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। ভীমের অন্তর্গূঢ় রৌদ্ররস তাঁহার রক্তবর্ণ পরিচ্ছদে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এই মর্ম্মবিদাহী রৌদ্রভাবকে বলপূর্ব্বক চাপা দিবার জন্য মত্ততার কল্পনা ও তদনুরূপ অভিনয়—এ উভয়ই হইয়াছে অনবদ্য। অন্যান্য স্থলেও ভীমচরিত্রের অভিনয় পূর্ণমাত্রায় পূর্ব্বোত্তর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে। ভীমের দেহসৌষ্ঠবও প্রশংসনীয়।

ভীমের পরেই বিরাটের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। তবে একটি কথা বলিবার আছে। বিরাটের চরিত্রটিতে আর একটু রাজোচিত গৌরব ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা উচিত ছিল। মনে হয়, বিরাটকে অতটা জরাতুর ভাবে না দেখাইলেই এ ক্ষুদ্র ত্রুটিটুকু দূর করা সম্ভব হইত।

শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাটিও অতি সুন্দরভাবে অভিনীত হইয়াছে। সেই প্রচ্ছন্ন হাস্যরঞ্জিত মুখভাব—এ মরজগৎ অতিক্রম করিয়া মহাশূন্যে নিবদ্ধ অর্দ্ধস্তিমিত দৃষ্টি—কেবলই স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে, ইনি একাধারে নর এবং নারায়ণ। কেবল আকৃতিটি আশানুরূপ দীর্ঘ ও সুগঠিত না হওয়ায় তাদৃশ ব্যক্তিত্বের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল।

কর্ণের ভূমিকায় স্বয়ং নাট্যকারের অভিনয় দর্শকবৃন্দকে বিশেষ তৃপ্তি দিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। কর্ণকে অর্দ্ধরথ বলিয়া ভীষ্ম উপেক্ষা করিতেন। সে উপেক্ষার ফলে অনেক সময় কর্ণও আত্মনির্ভরতা হারাইয়া ফেলিতেন। কর্ণের ভূমিকায় মনোরঞ্জনবাবুর অভিনয়েও এই আত্মনির্ভরতার অভাব দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। মাত্র কর্ণ-কুন্তী সংবাদের দৃশ্যে তাঁহার অভিনয় ভাবশুদ্ধ ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল।

বৃহন্নলার রূপসজ্জায় ইরাণী ভাব আনিবার কারণ কি—বুঝিতে পারিলাম না। ইহার অভিনয়েও প্রাণহীনতাই প্রধান দোষ।

দুর্য্যোধনের ভূমিকা মন্দ অভিনীত হয় নাই। কিন্তু প্রথম অঙ্কের অন্তে নাট্যকার দুর্য্যোধনের মুখ দিয়া 'সম্মিলিত কৌরব পাণ্ডবে'র জয়ধ্বনি করাইবার পর কুরুক্ষেত্রের অবতারণা করায় দুর্য্যোধন চরিত্রটি পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। কেবল দুর্য্যোধন চরিত্র কেন, সমগ্র নাটকটিই এখানে বেখাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অংশটি (অন্ততঃ দুর্য্যোধনের শেষ উক্তিটি) বাদ দিলে নাটক আরও জমিতে পারে। নতুবা এই উক্তির পরে প্রথমাঙ্কের যবনিকাপাতের সঙ্গে সঙ্গে নাটকও বুঝি শেষ হইল—বলিয়া ভ্রম হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

যুধিষ্ঠিরের অভিনয় দর্শকবৃন্দের মনে কোনরূপ ছাপ দিতে পারে নাই। তাঁহার জড়তাটুকু কাটান সম্ভব হইলে অভিনয় খুবই হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে।

ভীষ্ম ও দ্রোণের অভিনয় কোনরূপে কাজ চালান গোছ হইয়াছে। কিন্তু জয়দ্রথের অভিনয় আমাদিগকে হতাশ করিয়াছে। অতি তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দর্শকগণ যখন প্রায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়েন, তখন জয়দ্রথের অঙ্গসঞ্চালনে হাস্যরসের উদ্রেক হয় মাত্র।

অভিমন্যু ও লক্ষ্মণের ভূমিকাভিনয় দর্শনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ অনুভব করিতে হইয়াছে। এই দুই কিশোর বীরের পরস্পর সৌভ্রাত্র রক্ষার প্রতিজ্ঞা—নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনা—সত্য সত্যই অতি সুন্দর হইয়াছে। আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের দিক্ দিয়াও কোন খুঁৎ ধরা যায় না। তবে একটি অভাব পুনঃ পুনঃ নজরে পড়িয়াছে। সেটি অভিনয়ে পৌরুষের অভাব। অভিনেত্রীর দ্বারা পুরুষের ভূমিকার অভিনয় যতদূর ভাল হইতে পারে, তাহা অবশ্য হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে একটা সংশয় জাগিয়াছে—সত্য সত্যই কি অভিমন্যু ও লক্ষ্মণের ভূমিকায় অভিনয় করিবার উপযুক্ত দুইজন তরুণ নটের সন্ধান মিলে নাই? যদি না মিলিয়া থাকে, তবে বঙ্গরঙ্গালয়ের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। চরিত্র দুইটির মধ্যে লক্ষ্মণের অভিনয় ফুটিয়াছে ভাল। শকুনির মোহময় প্রভাবে বিভ্রান্ত বিমূঢ় লক্ষ্মণের আত্মবলিদান যতটা প্রাণস্পর্শী হইয়াছে—অভিমন্যুর অভিনয় সর্ব্বত্র ততটা মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই। ইহার কারণ, কোন কোন স্থলে শৌর্য্য-বীর্য্য অপেক্ষা একটু অতিরিক্ত প্রণয়-প্রগল্‌ভতাই অভিমন্যুর অভিনয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ, যুদ্ধক্ষেত্রে শিবিরমধ্যে অভিমন্যু ও উত্তরার প্রেমালাপ নিতান্তই বিসদৃশ ঠেকিয়াছে। অভিমন্যুকে দিয়া গান গাওয়ান অপেক্ষা হাস্যকর ব্যাপার কল্পনায়ও আনা অসম্ভব। আর সে গানের ভাষা ও সুর এতই আধুনিক তরল ভাবের যে, ঐ দৃশ্যটি সমগ্র নাটকের ঘটনোপযোগী গুরুত্ব যৎপরোনাস্তি লঘু করিয়া তুলিয়াছে। মোটের উপর দুই তিনটি দৃশ্যে অভিমন্যুর অভিনয়ে একটু সংযমের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। তবে এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কয়েকটি দৃশ্যে (বিশেষতঃ যে দৃশ্যে ভীমহস্তে অভিমন্যু বন্দী—সেই দৃশ্যে) অভিমন্যুর অভিনয় হইয়াছে অনুপম! এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলিবার আছে। বিরাটের নাট্যশালায় "রাসলীলা" অভিনয় ও নৃত্য-গীত খুবই উপভোগ্য হইয়াছে—সন্দেহ নাই। কিন্তু 'রাস' বলিতে যে "হল্লীশ" নৃত্যকে বুঝায়, এ নৃত্য তদনুরূপ হয় নাই। উহার লক্ষণ ও বর্ণনা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। রাস-নৃত্যের পরিকল্পনা

শাস্ত্রসঙ্গত ভাবে করিলে এই দৃশ্যটির মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি পাইত। গীত কয়খানির সুর দেওয়া হইয়াছিল অতি মনোরম। গান কয়টি সুগীতও হইয়াছিল। কিন্তু গানের ভাষা বড় তরল—নাটকের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারে নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে কর্ত্তৃপক্ষগণ একটু অবহিত থাকিবেন, যেন গানের ভাষা নাটকের মূল ভাবের অনুগামী হয়।

স্ত্রী ভূমিকাগুলির মধ্যে দ্রৌপদী ও উত্তরাই উল্লেখযোগ্য। দ্রৌপদী-চরিত্র গোড়া হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত খুবই উচ্চ সুরে বাঁধা। অভিনয়ও তদুপযোগী হইয়াছে। নাট্যকার মহাশয় দ্রৌপদীকে নিমিত্ত করিয়া নারীর মাতৃত্বকে তাঁহার সতীত্বের উপরে স্থান দিবার যে প্রচ্ছন্ন চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানের এক শ্রেণীর দর্শকের নিকট খুব 'বাহবা' পাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা কৃষ্ণার চরিত্রকে উজ্জ্বল না করিয়া মসীকৃষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে—ইহাই নিরপেক্ষ সমালোচকের অভিমত।

উত্তরার বাগঙ্গাভিনয়—উভয়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু মাথায় গুপ্তযুগের 'যবনী' ধরণের খোঁপা কেন বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, বুঝা গেল না।

সেদিন কুন্তীর ভূমিকাভিনেত্রীর অনুপস্থিতিতে সুভদ্রা ও কুন্তীর অভিনয় একজনের দ্বারাই করান হইয়াছিল। ফলে, কোন চরিত্রটিই ফুটিবার সুযোগ পায় নাই।

ক্ষুদ্র ভূমিকাগুলির মধ্যে গোপ সৈন্যদ্বয়ের অভিনয় বেশ একটু রস-সৃষ্টি করিয়াছিল। অবশিষ্ট ভূমিকা চলনসই—উল্লেখযোগ্য নহে।

দৃশ্যপটাদি সম্বন্ধে বিশেষ অভিযোগ বা প্রশংসার মত কিছু নাই। তবে সাজসজ্জা সবই বেশ জমকাল হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহা যে নিখুঁৎ হইয়াছিল, তাহা বলা চলে না।

নাটকখানির ভাবানুযায়ী ভাষা সব স্থলে প্রাঞ্জল হয় নাই। আর অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, লেখক মহাশয় ছন্দঃ পতনের হস্ত হইতেও অব্যাহতি পান নাই। তবে ইহা তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা। তাই এ সকল ত্রুটি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। মোটের উপর, অভিনয় বেশ প্রশংসার যোগ্যই হইয়াছে। নাটকখানির দৈর্ঘ্য আরও কমাইতে পারিলে অভিনয় খুবই জমিবে বলিয়া আশা করা যায়।

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন এবং মিনার্ভায় যোগদান

অপরেশচন্দ্র যে দিন 'বাণী থিয়েটার' লইয়া কটক যাত্রা করেন, সেদিন পঞ্জিকায় "দক্ষিণে যাত্রা নাস্তি" লেখা ছিল কি না—অবগত নহি; কিন্তু তিনি তথায় গিয়া সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। আষাঢ় মাসে তিনি কটকে গিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন; সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাও নামিল, প্রত্যহ বৃষ্টি—বিক্রয় যৎসামান্য হইতে লাগিল। তথাপি তিনি প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া এক মাস দশ দিন তথায় অভিনয় করিয়াছিলেন। অবশেষে দেড় হাজার টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সহিত মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের তাৎকালীন সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে এক হাজার এবং অপরেশচন্দ্রকে সাত শত টাকা অগ্রিম প্রদান করেন। ইহা হইতে দেড় হাজার টাকা লইয়া অপরেশবাবু পূর্ব্বোক্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

মিনার্ভায় আসিয়া অপরেশচন্দ্র প্রথমে পুরাতন নাটকের ভূমিকা অভিনয় করিতে থাকেন। পরে ১৯১০ খ্রীঃ, ৩রা ডিসেম্বর (১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল) তারিখে গিরিশচন্দ্রের নূতন ঐতিহাসিক নাটক "অশোক" যখন প্রথম অভিনীত হয়, তখন অপরেশচন্দ্র ইহাতে বীতশোকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অশোকের ভূমিকায় দানিবাবু যথেষ্ট কৃতিত্ব এবং কলা কৌশল প্রদর্শন করিলেও বিচিত্র অশোক-চরিত্র সাধারণ দর্শকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। অশোকের চরিত্র অপেক্ষা বীতশোকের চরিত্র দর্শকবৃন্দের অধিকতর মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল। অপরেশবাবু ইহার অভিনয়ে অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। বীতশোকের পর কুনালের ভূমিকায় সুশীলাবালার অভিনয় দর্শকবৃন্দের অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আকালের ভূমিকায় স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত, পদ্মাবতীর ভূমিকায় শ্রীমতী তারাসুন্দরী এবং চিত্তহরার ভূমিকায় শ্রীমতী চারুশীলা বিশেষরূপ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ইহার পর ১৯১১ খ্রীঃ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে মিনার্ভায় ক্ষীরোদপ্রসাদের নূতন গীতিনাট্য 'পলিন' প্রথমাভিনীত হয়। অপরেশচন্দ্র এই গীতি-নাট্যে 'হাসানের' ভূমিকা নিখুঁতরূপে অভিনয় করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট উচ্চ প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। আলমামুন, আলমামুন-মন্ত্রী, ওমার, পলিন ও আইরিনের ভূমিকায় দানিবাবু, তারকনাথ পালিত, প্রিয়নাথ ঘোষ, সুশীলাবালা এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। গীতিনাট্যখানি সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়া বহুদিন চলিয়াছিল।

X মিনার্ভা মহেন্দ্রবাবুর হস্তে

মনোমোহনবাবুর পিতা স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের কাশীধামে জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিবার বিশেষরূপ ইচ্ছা ছিল। মনোমোহনবাবু পিতার অভিপ্রায়মত কাশীধামে একটি বাটী এবং তাঁহার নামে তথায় একটী শিবালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। এই নিমিত্ত কাশীতে কিছুকাল থাকিবার প্রয়োজন হওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে তিনি থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে চাহেন। "নাচঘরের" পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, মনোমোহনবাবু মহেন্দ্রবাবুকে থিয়েটারের এক-তৃতীয়াংশ বখরা দিয়া এ পর্য্যন্ত এক সঙ্গে মিনার্ভা চালাইয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে মনোমোহনবাবু থিয়েটারের যথেষ্ট সংস্কার সাধন করিলেও প্রথমে যে ষাট হাজার টাকায় তিনি মিনার্ভা থিয়েটার খরিদ করিয়াছিলেন এবং থিয়েটার-সংলগ্ন নূতন হোটেল-বাটী নির্ম্মাণ করিতে তাঁহার যে ছয় হাজার টাকা খরচ পড়িয়াছিল,—তাহার অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ছয়ষট্টি হাজারের এক-তৃতীয়াংশ—মোট বাইশ হাজার টাকা লইয়া তিনি মহেন্দ্রবাবুকে বখরা-বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দেন। উৎকৃষ্ট সাজ-সরঞ্জাম এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী পরিবৃত মিনার্ভা থিয়েটারের পূর্ণ অধিকার পাইয়া মহেন্দ্রবাবু মনোমোহনবাবুকে তাঁহার অংশের নিমিত্ত মাসিক আঠার শত টাকা করিয়া ভাড়া দিতে স্বীকৃত হন এবং ১৩১৮ সাল, আষাঢ় মাস হইতে মনোমোহনবাবুর নিকট দশ বৎসরের লিজ লইয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করেন।

মহেন্দ্রবাবুকে মিনার্ভা থিয়েটার লিজ দিবার পর নানা কারণে মনোমোহনবাবু তাঁহার উপর অপ্রসন্ন হন। অপরেশবাবু যে মনোমোহনবাবুর নিকট কিরূপ উপকৃত ছিলেন, পাঠকগণ তাহা বিশেষরূপই জ্ঞাত আছেন। মনোমোহনবাবুই তাঁহাকে প্রথমে মিনার্ভা থিয়েটারে লইয়া আসেন এবং তাঁহার উন্নতিসাধনে সমধিক যত্নবান হন। X

(ক্রমশঃ)

রাধা ফিল্মের

বর্ত্তমান বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম সবাক-চিত্র

দক্ষযজ্ঞ

এই শনিবার হইতে ক্রাউনে

ত্রয়োদশ সপ্তাহে পড়িল।

মুক্তিপ্রতীক্ষায় রাধা ফিল্ম্ কোম্পানীর

আর একখানি গৌরবোজ্জ্বল বাংলা সবাকচিত্র

মানময়ী গার্ল্‌স্‌-স্কুল

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ কাননবালা ('শ্রীগৌরাঙ্গ' ও 'মা'র নায়িকা)
জহর গাঙ্গুলী ('তুলসীদাসের' নায়ক) ও
জ্যোৎস্না গুপ্তা ('তরুণী'-র নায়িকা)

== রঙমহল ==

১৬।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ফোন—বড়বাজার ২৪৪৫

শনিবার ৫ই জানুয়ারী রাত্রি ৭ টায়
রবিবার ৬ই জানুয়ারী ম্যাটিনী ৩॥০ টায়, শেষ ৯ টায়
মঙ্গলবার ৮ই জানুয়ারী ঐ ঐ ঐ

= বাঙ্‌লার মেয়ে =

আখ্যায়িকা— প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
নাট্যরূপ— যোগেশ চৌধুরী

যুগ্ম প্রযোজক—
নরেশ মিত্র ও সতু সেন

বাঙ্‌লার মেয়ে বাঙলা দেশের প্রতি ঘরে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপের মতোই সংসারের সমস্ত অন্ধকার ও অমঙ্গল দূরীভূত ক'রে স্বচ্ছ পুণ্যালোক বিতরণ করে—
মাতার মমতায় ভগিনীর স্নেহে প্রিয়ার প্রেমে

বাঙ্‌লার মেয়ে

আপনাকে তৃপ্তিদান করিবে—

ঈদের ছুটী উপলক্ষে

সোমবার ৭ই জানুয়ারী ম্যাটিনী ২ টায়, শেষ ১১-৪৫এ

কাজ্‌রী ও মহানিশা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা।

নাট্য নিকেতন

রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট] [ফোন নং বি, বি, ২৫১

অধ্যক্ষ—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

শনিবার ৫ই জানুয়ারী রাত্রি ৭ ঘটিকায়
পরদিন রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায়

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন পৌরাণিক নাটক

চক্রব্যূহ

(মহাসমারোহে ২০ ও ২১ অভিনয়)

ঈদের ছুটী উপলক্ষে বিশেষ ম্যাটিনী অভিনয়।

সোমবার ৭ই জানুয়ারী ম্যাটিনী ৪টায়

১। রিজিয়া

বক্তিয়ার—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
রিজিয়া—নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী

২। গৈরিক পতাকা

শিবাজী—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
বীরাবাই—শ্রীমতী নীহারবালা

মঙ্গলবার ৮ই জানুয়ারী ম্যাটিনী ৪টায়

১। মা

অরবিন্দ—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
অজিত—শ্রীমতী সরযূবালা
ব্রজরাণী—শ্রীমতী নীহারবালা

২। কর্ণার্জ্জুন

[illegible]—[illegible] তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
নিয়তি—শ্রীমতী নীহারবালা

FOUR ARTS ANNUAL

OF

1935

১৯৩৫এর চারুশিল্প বার্ষিকী

ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের প্রবন্ধসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া, প্রথিতযশা শিল্পীবৃন্দের অঙ্কিত চিত্রাবলী দ্বারা সুশোভিত হইয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর
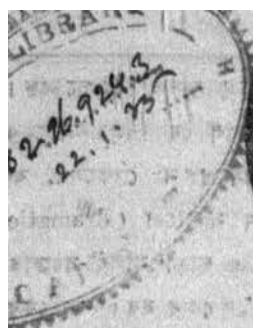
প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৸০ টাকা

১০ম বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

৪ঠা মাঘ
১৩৪১

উদয়শঙ্করের ভারতীয় নৃত্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক
"যুদ্ধযাত্রা" নৃত্য

কলালাপ

শরৎচন্দ্রের "বিজয়া" নাটক খুব মনোযোগ সহকারে পড়লুম। এবং সঙ্গে সঙ্গে "দত্তা" নামে যে উপন্যাসখানিকে অবলম্বন ক'রে এই নাটকটি গ'ড়ে উঠেছে, তার পৃষ্ঠাগুলির উপর দিয়েও আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখলুম।

•

একখানি মৌলিক নাটক লেখার চেয়ে সর্ব্বজনপরিচিত কোন একখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ গ'ড়ে তোলা যে একদিক দিয়ে ঢের বেশী কঠিন ব্যাপার, এ-কথা আমরা বহুবার এই "নাচঘরে"র পৃষ্ঠাতেই পাঠকদের জানিয়েছি। সাধারণতঃ, একখানি নাটক খুব জোর ঘণ্টা পাঁচেকের বেশী অভিনীত হ'তে পায়না। ফলে, ঐ সময়ের মধ্যে শেষ হবার মতো নাটক তৈরী করবার জন্যে বড়ো উপন্যাসের অনেক ঘটনা, এমন কি অনেক চরিত্র বর্জ্জন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তারপর, আজকালকার রুচির দিকে দৃষ্টি রেখে নাটক লিখতে গেলে নাটকের দৃশ্যগুলিকে যথাসম্ভব দীর্ঘ ক'রে গ'ড়তে হয়; এক মিনিট, দু' মিনিট অন্তর দৃশ্য-পরিবর্ত্তন রসগ্রহণের পথে অত্যন্ত ব্যাঘাত উপস্থিত করে। নাটকীয় রসকে উত্তরোত্তর ঘনীভূত করবার জন্যে ঘটনার পারম্পর্য্য রক্ষা ক'রে নাটকীয় ক্রিয়ার গুরুত্ব অনুযায়ী এক একটি দৃশ্যের দৈর্ঘ্য কতখানি হওয়া উচিত, সেদিকে খর দৃষ্টি রাখা দরকার আধুনিক নাট্যকারের। কাজেই একখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেবার সময় রূপদাতাকে বহু ক্ষেত্রেই উপন্যাসের পাঁচদিনের ঘটনাকে নাটকের ভিতর একটিমাত্র দৃশ্যে এক রকম গায়ের জোরেই পুরে দিতে হয়; অথচ সঙ্গে সঙ্গে এদিকেও নজর রাখতে হয় যে, এই গা-জুয়ারি ক'রতে গিয়ে সময়ের ওলট-পালট (time-lapse) বা ঘটনার অসম্ভাব্যতা (improbability of situation)—এই উভয় ফাঁদে যেন না পা প'ড়ে যায়। এ ছাড়াও বিপদ আছে। উপন্যাসে যে-ঘটনাকে কিছুমাত্র অসম্ভব

ব'লে বোধ হয় না, নাটকে তাকে হয়ত' কোন ক্রমেই সম্ভব (probable) ব'লে চালানো যায় না। উপন্যাসে যে-জিনিষটাকে ভাষার মারপ্যাচে খানিকটা অস্পষ্ট ক'রে রেখে পাঠকের কল্পনার চোখের সামনে চমৎকার রঙীন ক'রে তোলা যায়, নাট্যাভিনয়ে সেই জিনিষই হয়ে পড়ে দিবা-লোকেরই মতো অতি-মাত্রায় স্পষ্ট এবং সেই কারণে সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত। উপন্যাসের যে-সমাপ্তি পাঠকচিত্তকে খুসীতে ভরিয়ে দেয়, অনেক সময় নাটকীয় পরিণতি হয়ত' তাকে সমর্থন না-ও ক'রতে পারে। এম্‌নি ধারা আরও অনেক-কিছুই বলা চলে। মোট কথা, নাটক এবং উপন্যাস এক জিনিষ নয়; দুইয়ের কাঠামো হচ্ছে ভিন্ন। একই গল্পকে নাটক এবং উপন্যাসের ছাঁচে ফেলা যেতে পারে, এ-কথা সত্যি; কিন্তু তাই ব'লে ছাদ দু'টিও যে অনেকটা এক, এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সেই কারণে উপন্যাস থেকে নাটক গড়বার সময় তার ভিতরকার গল্পটুকুকে মাত্র ছেঁকে তুলে নিতে হয়, তার বেশী-কিছু টেনে আনলেই ঘটে বিপদ। এবং এই বিপদ এড়ানো আদপেই সহজ ব্যাপার নয়।

*

বিশেষ, যিনি উপন্যাসকার, তিনি নিজেই যদি তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপ গঠনে যত্নবান হন, তা' হ'লে তাঁর কাজ বড্ড বেশী কঠিন হয়ে পড়ে। উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনা, প্রত্যেকটি কথাবার্ত্তার সঙ্গে তিনি এমনই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, তাদের থেকে পৃথক হয়ে সমস্ত গল্পটিকে একক রূপে দূর থেকে পর্য্যবেক্ষণ করা তাঁর পক্ষে খুবই দুরূহ। উপন্যাসের ছাঁচের ভিতর থেকে গল্পটিকে তুলে নেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর সামর্থ্যের বাইরে। উপন্যাসের যে-কোন অংশকেই নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ ক'রতে তাঁর রীতিমত কষ্টবোধ হয়। যে-জিনিষকে আমরা কোন একটা বিশেষ পারিপার্শ্বিক, আবহ বা সংস্থানের ভিতর দিয়ে দেখতে বরাবর অভ্যস্ত, তাকে যেমন আমরা কোন দিনই অল্পমাত্র পরিবর্ত্তিত অবস্থানের ভিতর দেখতে প্রস্তুত নই, অন্ততঃ দেখে পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করি না, উপন্যাসকারও তেমনি তাঁর গল্পকে নাটকের গণ্ডী দ্বারা আবদ্ধ করবার সময় তাঁর উপন্যাসের পারিপার্শ্বিককে বাদ দিয়ে গল্পটিকে গ্রহণ ক'রতে অনেক সময়ই অপারগ হন; এবং এই না-পারাটা যতখানি না তাঁর অক্ষমতার পরিচয় দেয়, তার চেয়ে ঢের-বেশী পরিচয় দেয় তাঁর দুর্ব্বলতার। সন্তানের প্রতি মায়ের দুর্ব্বলতার মতোই এ দুর্ব্বলতাও সহজে পরিত্যজ্য নয়।

*

একথা স্বীকার ক'রতেই হবে যে, "দত্তা" উপন্যাস থেকে "বিজয়া" নাটক গড়বার সময় শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিকের সাধারণ দুর্ব্বলতাকে সম্পূর্ণ-ভাবে পরিহার ক'রতে পারেন নি। ফলে, অনেকগুলি ঘটনাকে সম্বদ্ধ ক'রে এক একটি দৃশ্যের গণ্ডীভূত করবার সময় বহু জায়গাতেই তিনি সময়ের অনুপাতকে বজায় রাখতে পারেন নি; এমন কি, তাঁর অনবধানতার জন্যে একই দৃশ্যে ঘটনার পারম্পর্য্যবিরোধী কথাবার্ত্তাও অতি-সহজেই স্থান পেয়েছে। নাটকের রসকে গাঢ় থেকে গাঢ়তর করবার উদ্দেশ্যে তিনি বহু জায়গাতেই নাটকের দৃশ্যগুলিকে যে ভাবে আবশ্যক অনুযায়ী দীর্ঘ বা হ্রস্ব করেছেন, তা যথেষ্টই মুন্সীয়ানার পরিচায়ক এবং তাঁর পঞ্চাঙ্ক নাটক "বিজয়া"র তৃতীয় অঙ্কের পর পর তিনটি দৃশ্যে খুব দ্রুত তালে (quick tempo-তে) নাটকীয় climax ঘটিয়ে একথাও তিনি প্রমাণিত করেছেন যে, নাট্য-রচনার মূল রীতি সম্বন্ধে তিনি মোটেই ঘোরতর রকম অজ্ঞ নন। কিন্তু উপন্যাসের প্রতি অত্যধিক মমতা বশেই হোক্ কিংবা অন্য যে-কারণেই হোক্, "বিজয়া" নাটকের সমাপ্তি বা পরিণতিকে শরৎচন্দ্র হুবহু উপন্যাসানুবর্ত্তী ক'রে ফেলার দরুণ নাটকের শেষের দিকটা অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। রাসবিহারীর মতো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে দয়াল যে বিজয়া-নরেনের বিবাহ-ব্যাপারটা সেরে ফেলবে, এটা উপন্যাসে বিসদৃশ না ঠেকলেও, বা এমন কি বাস্তব জগতে সম্ভব সত্য হ'লেও নাটকীয় সাম্ভাব্যে (dramatic probability) পরিণত হয়ে উঠতে পায় নি। এ ছাড়া নলিনী-সমস্যার সমাধানটা অত্যন্ত ক্ষিপ্র এবং আকস্মিক (abrupt) ব'লে বোধ হয়। নাটকের ভিতর বিলাসবিহারীকে প্রথম থেকেই যে-ভাবে চড়া সুরে বাঁধা হয়েছে, তাতে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই ওই চরিত্রের সমাপ্তি ঘটানো খুব ন্যায়-সঙ্গত হয়েছে ব'লে মনে ক'রতে পারছি না; শেষের দিকে নাটকটি যে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, তার একটি প্রধান কারণই হচ্ছে, এই বিলাস-বিহারীকে নাটকের মধ্যে আর না নিয়ে আসা। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলি, নাটকের বিলাস থেকে উপন্যাসের বিলাস আমাদের কাছে ঢের বেশী রক্ত-মাংসওলা সহজ মানুষ ছিল এবং নাটকে তা নেই ব'লেই বিলাসকে বিবাহ ক'রতে বিজয়ার বাক্যদানের ("আমি কথা দিয়েছি দয়ালবাবু"—৪।৩) কোন সঙ্গত কারণ বা অর্থ আমরা খুঁজে পাই না। শরৎচন্দ্র আর একটি মস্ত ভুল করেছেন, নাটকের প্রথম দৃশ্যেই রাসবিহারীর স্বরূপকে দর্শকদের সামনে খুলে ধ'রে;—গোড়া থেকেই তাকে পুরোপুরি শয়তান (out and out villain) না দেখিয়ে দর্শকদের বিচার এবং কল্পনা শক্তিকে যথেষ্ট আন্দোলিত করবার পর মূল উপন্যাসের মতো নাটকেরও যথাসম্ভব শেষাশেষি যদি তিনি তার ধর্ম্ম ও স্নেহের মুখোস্‌কে হঠাৎ সরিয়ে দিতেন, তা হ'লে তা "রাসবিহারী"র চরিত্রটিকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক (interesting) ক'রে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের নাটকীয়তাকেও বহু গুণে বর্দ্ধিত করত।

*

কিন্তু এই সকল ত্রুটী সত্ত্বেও "বিজয়া" নাটক রসিক-অরসিকনির্ব্বিশেষে সকলকেই যে বহুল পরিমাণে আনন্দের খোরাক জোগাতে পেরেছে, সে কেবল শরৎচন্দ্রের স্বর্ণ-লেখনী থেকে ঝ'রে পড়া অপূর্ব্ব সংলাপের (dialogue-এর) গুণে। ডায়ালোগই নাটকের সবখানি নয়; কিন্তু তা যে কতো বেশী-খানি হওয়া সম্ভব, তা দেখবার জন্যে আমরা সকলকেই "বিজয়া"র নাট্যাভিনয় দেখতে অনুরোধ করি। "কথাকে কেমন ভাবে কত সোজা ক'রে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে; সে কৌশল" মাত্র যে তাঁর অজানা নয়, এই বল্‌লেই যথেষ্ট হবে না; ব'লতে হবে, এটা তাঁর এত বেশী জানা আছে যে, আর কোন লেখকের জানা-ই তার কাছাকাছিও এগুতে পারে না। তাঁর ডায়ালোগের মাধুর্য্য আমাদের ন্যায়-বিচার বা logic-জ্ঞানকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করে, ডুবিয়ে দেয়। "বিজয়া"র তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি অন্ততঃ পুরো তিনটি কোয়ার্টার ধ'রে রঙ্গমঞ্চের ওপর অভিনীত হয়; কিন্তু দর্শকেরা এমনই মোহাচ্ছন্ন ভাবে এই দৃশ্যের প্রতিটি কথাকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে অন্তরে গ্রহণ ক'রতে থাকে যে, আমাদের মনে হয়, দৃশ্যটি আরও তিন কোয়ার্টার সময় নিলেও দর্শকরা তিলমাত্রও ক্লান্তি অনুভব ক'রত না। নাটকটির ভিতর নরেন এবং বিজয়ার কথোপকথন প্রতিটি দর্শকের—তা' তিনি পুরুষই হোন বা নারীই হোন—চিত্তকে এমনই গভীরভাবে স্পর্শ করে যে, অতি-বড়ো অরসিকের পাথর-জমা বুকেতেও কিছুক্ষণের জন্যে রঙীন যৌবনের তড়িৎপ্রবাহ জেগে না উঠে পারে না। "বিজয়া"র মঞ্চ-সাফল্যের জন্যে আমরা যাকেই যত দায়ী করি না কেন, মূল দায়ী যে শরৎচন্দ্রের ডায়ালোগ রূপ অমৃতের ঝরণাঝারা, এ-কথা যে-কোন রাম-শ্যাম-যদুও স্বীকার ক'রবে।

*

গেল বাবের কথামত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে আজকাল "কথাকালি" নৃত্য-নাট্য কি ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

*

নৃত্য-নাট্যের নায়ক, নায়িকা বা অন্যান্য ভূমিকাধারীর প্রথম আবির্ভাবের সময় "পুরপ্পাড়ু" নামে সুবৃহৎ অনুষ্ঠান-কার্য্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। দামামা, মদ্দল, ঝল্লরী, ঘড়ি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রকে একযোগে খুব চড়া পর্দ্দায় সুষ্ঠু-সংযোগ সহকারে বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জায়গাটিকে বহু সংখ্যক মশালের আলো দ্বারা প্রখর ভাবে উজ্জল ক'রে তোলা হয়; চন্দ্রাতপ, রাজ-পতাকা, শঙ্খ, অলবট্টম্ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য নৃত্য-ক্ষেত্রের যথাস্থানে রক্ষিত হবার পর যখন দুইজন ব্যক্তি ধীরে ধীরে যবনিকা উত্তোলন করে, তখন তার পশ্চাতে সুসজ্জিত নৃত্য-নায়ককে অপরূপ ভঙ্গীতে আবির্ভূত হ'তে দেখা যায়। প্রবেশমান চরিত্রের মর্য্যাদা এবং তার নৃত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে যবনিকাকে যথাসময়ে উত্তোলন এবং পাতন করা বিশেষ সতর্কতার কাজ।

*

নৃত্য সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মদ্দল এবং ঝল্লরীর বাদ্য সহকারে চলতে থাকে নাটকের সংলাপ (dialogue); এই সংলাপ প্রায় সব সময়েই গানের আকারে রচিত হয় এবং তার ভাষা হচ্ছে মালয়লম্। নাচ শেষ হ'লেই যবনিকা প'ড়ে যায় এবং পরবর্ত্তী দৃশ্য আরম্ভ হবার আগে দুই দৃশ্যের মধ্যবর্ত্তী ঘটনাকে শ্লোকের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়; এই শ্লোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত (এইখানে জানিয়ে রাখা উচিত, প্রথম প্রথম এই শ্লোক দ্রাবিড়ী ও সংস্কৃত—এই দুইয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন 'মণিপ্রবালম্' নামে ভাষায় লিখিত হ'ত)। এই শ্লোকগুলি মাত্র যে সংস্কৃত নাটকের বিষ্কম্ভকের কাজ করে, তা নয়; পরবর্ত্তী দৃশ্যের নটেদের আবির্ভাব-কথাও দর্শকের কাছে জানিয়ে দেয়।

*

"কথাকালি" নৃত্য-নাট্যের অভিনেতাদের রূপসজ্জা অত্যন্ত বিচিত্র। দক্ষিণ-ভারতের মন্দির-গাত্রের কারুচিত্রকে অনুসরণ ক'রে এদের অলঙ্কার এবং পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক নটের মুকুট বা শিরাভরণ তার চরিত্র এবং পোষাকের মর্য্যাদার অনুরূপ। এদের মুখমণ্ডলের অঙ্গরাগ তিনটি বর্ণের সাহায্যে হয়ে থাকে—সবুজ, লাল এবং কালো; জেনে রাখা উচিত যে, এই তিনটি বর্ণ যথাক্রমে চরিত্রের সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক প্রকৃতির পরিচায়ক; এই রঙের চারদিকে সাদা রঙের একটি বেষ্টনী দেওয়া হয়।

*

নৃত্যের দ্বারা একটি সংলাপ যখন শেষ হয়ে যায়, তখন প্রতিবারই নর্ত্তক এক একটি ক'রে "কলাশম্" নাচেন; এই "কলাশম্" হচ্ছে দামামা বা ঢাকের তাল-বাদ্যের (time-beat) অনুবর্ত্তী তাল-লয় সমন্বিত চরণক্ষেপ এবং যথাযোগ্য অঙ্গভঙ্গী। আর একটি কথা পাঠকদের জানিয়ে দিতে চাই যে, এই "কথাকালি" নৃত্যকে ওদেশের অভিনেতা বা দর্শকেরা এমনই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকেন যে, এই নৃত্যানুষ্ঠানের সময় তাঁরা সকলেই কল্পনা করেন যেন, এই নৃত্য-নাট্য দেবগণের চিত্তবিনোদনের জন্যে ইন্দ্র-সভায় গন্ধর্ব্ব-কিন্নরদের দ্বারা অভিনীত হচ্ছে। "কথাকালি" হচ্ছে দক্ষিণ-ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতার এক অপরূপ নিদর্শন।

*

কথা ছিল, উদয়শঙ্কর এবং তাঁর নবগঠিত নৃত্য সম্প্রদায় এবার তাঁদের নূতন নাচের ডালি নিয়ে ভারতব্যাপী যে পরিভ্রমণ করবেন ব'লে স্থিরীকৃত হয়েছে, তার সুরু হবে এই কল্‌কাতা থেকেই। স্থানীয় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে আসচে শনিবার, ২৬এ জানুয়ারী উদয়শঙ্কর-সম্প্রদায়ের নৃত্য-প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন হবে, এই আশায় আমরা বহুদিন থেকেই আগ্রহোন্মুখ হয়ে প্রাচীর-পত্রিকার দিকে আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছিলুম। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ! আমাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে অগণিত নৃত্যানুরাগী রসিকের আকাঙ্ক্ষা আপাততঃ চরিতার্থতা লাভ করবার সুযোগ পেল না।

*

নিয়মিতভাবে প্রত্যহ বহুক্ষণ ধ'রে মহলা দেবার দরুণ অতিরিক্ত পরিশ্রম হওয়ার ফলে উদয়শঙ্করের শরীর সম্প্রতি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি বেশ কয়েকদিনের জন্যে সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। উদয়শঙ্কর আপনার আমার মতো বাঙালী হ'লেও তাঁর কাজের হিসাব জানলেই বাঙালীর চিরাচরিত ধারাকে অনুসরণ করে না। ওদিক দিয়ে তিনি পুরোদস্তুর খাস শ্বেত-চর্ম্মের সমপর্য্যায়ভুক্ত। কর্ম্ম-তালিকা তাঁর সেকেণ্ডের কাঁটা ধ'রে চলে; তার কোনওখান্‌টায় একটু নড়্‌চড়্ হয়ে গেলে তার ধাক্কা গিয়ে পৌঁছোয় অনেক দূর পর্য্যন্ত—স্থির জলে ঢিল প'ড়লে তজ্জনিত তরঙ্গ যেমন অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিস্তার লাভ করে, এও অনেকটা সেই ধরণের। কাজেই এই যে তাঁকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্যে অবসর গ্রহণ ক'রতে হয়েছিল, এরই ফলে তাঁর নৃত্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন তারিখকে প্রায় একটি মাসের জন্যে পেছিয়ে দিতে হয়েছে; অপ্রস্তুত অবস্থায় যেমন-তেমন ভাবে দর্শক-সম্মুখে হাজির হবার কথা তাঁর কল্পনাতেও আসে না।

*

নৃত্যলীলার নব-সম্ভারকে উদয়শঙ্কর-সম্প্রদায় ভারতবর্ষের রসিক-জনমণ্ডলীর সামনে এবার সর্ব্বপ্রথম উপস্থাপিত করবেন আসচে ২২এ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় এবং তাঁদের অভিবাদনকে প্রথম গ্রহণ করবার সৌভাগ্য হবে সুদূর লাহোর-বাসীর; কারণ নৃত্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান হবে এই ল্যাহোরেরই সুবিখ্যাত প্লাজা থিয়েটারে। বহুপূর্ব্ব হ'তেই নির্দ্ধারিত ভ্রমণসূচীর আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটিয়ে উদয়শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ভারতীয় প্রদর্শনী-ব্যবস্থাপক (impresario) শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল ঘোষ ২২এ ফেব্রুয়ারী তারিখের আগে পর্য্যন্ত যে-যে জায়গায় নাচের আসর বসবার কথা ছিল, মাত্র সেই-সেই জায়গা সম্বন্ধেই নূতন ব্যবস্থা ক'রতে যত্নবান্ হয়েছেন এবং দুর্ভাগ্য-ক্রমে এই জায়গাগুলির গোড়াতেই যে ছিল কল্‌কাতার নাম, এ-কথা নিশ্চয়ই আবার ক'রে ব'লতে হবে না।

*

লাহোরের প্লাজা থিয়েটারে উপর্য্যুপরি চারদিন নৃত্যানুষ্ঠানের পরেই সম্প্রদায় দিল্লী সহরের রিগ্যাল থিয়েটারে তাঁদের আসর বসাবেন ২৭এ ফেব্রুয়ারী থেকে সুরু ক'রে তিন দিনের জন্যে। দিল্লীর মেয়াদ মিটিয়ে তাঁরা পর পর যাবেন কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস এবং পাটনা সহরে। এবং তারপর তাঁরা ফিরে এসে পৌঁছুবেন আমাদের এই কল্‌কাতায় সম্ভবতঃ মার্চ্চের মাঝামাঝি। এর আগে পর্য্যন্ত বিভিন্ন সহরে উদয়শঙ্কর-সম্প্রদায়ের নৃত্যানুষ্ঠানের সাফল্য-কাহিনী খবরের কাগজ মারফত প'ড়েই আমাদের ধন্য হ'তে হবে; চাক্ষুষ সেই নৃত্যরূপ দেখবার আগ্রহকে ততদিন পর্য্যন্ত প্রাণপণে দমন ক'রে রাখা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কল্‌কাতার পালা সাঙ্গ ক'রে তাঁরা আবার ধাবমান হবেন দক্ষিণ-ভারতের অভিমুখে এবং এদিকে মাদ্রাজ, কলম্বো, বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি কম-বেশী তেরটি সহরে তাঁদের নাচের আসর বসাতে হবে। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের এই বিরাট ভারত-অভিযান সার্থক হোক্, শুভ হোক্, জয়শ্রীমণ্ডিত হোক্।

*

"রঙমহল" নাট্যরসিকদের জন্যে এক অভিনব ব্যবস্থা করছেন। তাঁরা এবার এমন একখানি নাটককে মঞ্চস্থ ক'রতে উদ্যোগী হয়েছেন, যার চরিত্রাবলী হচ্ছে বাঘ, ভাল্লুক, শিয়াল, গণ্ডার প্রভৃতি। এরা কি চেহারা নিয়ে দর্শকদের অভিবাদন করবে এবং এদের কথাবার্ত্তার আমাদের কাছে নতুনত্ব ঠেকবে কি না, সে-খবর আমরা পাই নি। কিন্তু এ-ধরণের নাট্যপ্রচেষ্টা আমাদের দেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে সম্পূর্ণ নূতন, এ-কথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন। আলোচ্য নাটকখানির নাম—"মায়াপুরী" এবং এটি হচ্ছে শিশু-সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক, শিল্পী শ্রীঅখিল নিয়োগীর রচনা। নাটকখানির অভিনয় দেখে শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাবা-কাকা-দাদা এবং মা-কাকী-দিদি-বৌদিরাও আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠবেন, এমনি ধারা একখানা বিজ্ঞাপন রঙমহলের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কথা সার্থক হ'লে আমরা খুবই খুসী হব।

প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা সম্বন্ধে দুইটি কথা

[পণ্ডিত শ্রীগোবর্দ্ধন দাস শাস্ত্রী]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আরও একটি কথা এই যে, কেরলের কৃষ্ণনাট্যকে এই প্রথম স্তরের মূক নৃত্যেরই অবিকৃত রূপ বলিয়া যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহা অবিসংবাদে বলা যাইতে পারে যে, এই মূক নৃত্যেরও পদবিন্যাসে (foot-work) সূক্ষ্মতর কারুকার্য্য অল্পবিস্তর ছিল। কৃষ্ণনাট্যের রাসক্রীড়া এবং কালিয়মর্দ্দনে যে "খুরক" নামক নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই "খুরক" নামক নৃত্যের লক্ষণ হইতেছে :—

"পঠমঞ্জরি রাগসংযুতংযদ্ দ্রুতমধ্যেন লয়েন যৎপ্রযুক্তম্।
প্রতিতালযুতঞ্চ নর্ত্তনং তৎ খুরকাখ্যং মুনয়ে শিবেন দত্তম্॥"

অর্থাৎ "পঠমঞ্জরী" রাগসংযুক্ত, দ্রুতমধ্যলয়ে প্রযুক্ত, "প্রতিতাল"যুক্ত নৃত্যকে খুরক বলা হয়; ইহা মুনিকে শিব কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় (যে পদবিন্যাসে লঘুভূত দুইটি দুইটি করিয়া "দ্রুত" তাল থাকে, তাহাকে প্রতিতাল বলা হয়— "লঘুদ্রুতদ্বয়ং যত্র প্রতিতালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ")। ভরতের মতে "খুরক" গীতি-বিশেষ মাত্র; নৃত্য নহে। এখানে বলিয়া রাখি যে, এই কৃষ্ণনাট্যেও সঙ্গীতের স্থান আছে। নর্ত্তকদিগের গল্পাংশ স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য "পণব" বা মর্দ্দল (মাদল) নামক বাদ্যের তালে তালে কাঁসর ও করতাল বাজাইয়া গায়কেরা গান করে।

এই ত গেল প্রথম স্তরের মূক নৃত্য। ইহার পরেই মুখর নৃত্যের আবির্ভাব। ইহার পূর্ব্বে মূক নৃত্য ছাড়া মুখর নৃত্যের প্রচলন ছিল না, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভরতও বলিয়াছেন :—

"দেবেন চাপি সংপ্রোক্তস্তণ্ডুস্তাণ্ডব পূর্ব্বকম্।
গীতপ্রয়োগমাশ্রিত্য নৃত্যমেৎপ্রবর্ত্যতাম্॥" নাট্যশাস্ত্র ৪।২৫০

(মহাদেব তণ্ডুমুনিকে বলিলেন—তাণ্ডব নামক নৃত্যপূর্ব্বক এই নৃত্যকলা তুমি গীতপ্রয়োগ সহকারে প্রবর্ত্তন কর)।

ইহাতে বুঝা যায় যে,—ইহার পূর্ব্বে গীতপ্রয়োগহীন মূক নৃত্যকলাই প্রচলিত ছিল। মহাদেবের আদেশ পাইয়া তণ্ডুমুনিই প্রথম সুখবোধ্য গীতি-মুখর নৃত্য প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এখানেই ভারতীয় নৃত্যকলার দ্বিতীয় স্তরের আরম্ভ। ইহার ফলে এতদিন যাহা চক্ষুর ভূষণ হইয়াই ছিল, এখন তাহা চক্ষু-কর্ণ উভয়েরই ভূষণে পরিণত হইল,—এতদিন যাহা দৃশ্য মাত্র ছিল, এখন তাহা দৃশ্য-শ্রব্য উভয় রূপ ধারণ করিল। মূক ভাষা পাইয়া সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু মূক নৃত্যের সে মহিমা আর রহিল না। গীতিমুখর নৃত্যে নৃত্যের প্রাধান্য নষ্ট হইল; এখন সে গীতের অর্থ কিংবা ভাব পরিপুষ্ট করে মাত্র। এতদিন সে "বাদশাহ" ছিল; এখন সে "গোলাম"। ঠিক এমনি সময়ে কে বা কাহারা এই মূক নৃত্যের পুনরুদ্ধার সাধনে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহারা প্রথমে নৃত্যের জন্য ভাষা সৃষ্টি করিলেন। ইহার জন্য প্রথমতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্রোক্ত চব্বিশটি মুদ্রার প্রত্যেকটির এক একটা করিয়া অর্থ পরিকল্পনা করিলেন। তাহার পরে প্রত্যেকটি মুদ্রার, অবশিষ্ট মুদ্রা এবং বামক, নন্দ্যাবর্ত্ত আদি সংস্থান সকলের (pose) প্রত্যেকটির সঙ্গে পৃথক্ পৃথক কিংবা মিলিতভাবে যোগ করিয়া এক একটি স্বতন্ত্র অর্থ কল্পনা করিলেন। এই যোগকরণ দক্ষিণ ভারতে "মুদ্রাপ্রস্তার" নামে অভিহিত। এইরূপে মুদ্রাপ্রস্তার দ্বারা তাঁহারা একটি "মুদ্রা-ভাষা"র সৃষ্টি করিলেন। এ ভাষায় নাম, অব্যয়, সংখ্যা, কারক, ক্রিয়া, কাল আদি সমস্তই আছে; নাই কেবল ধ্বনি কিংবা বর্ণ। ইহা মূকেরাও বলিতে পারে, বধিরেরাও শুনিতে পারে। এই সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ মুদ্রাভাষার সাহায্যে তাঁহারা সেই অচলপ্রায় মূক নৃত্যকে আবার সচল করিয়া দেশে প্রচার করিলেন। এই মুদ্রাবহুল মূক নৃত্যকে ভারতীয় নৃত্যকলার তৃতীয় স্তর বলা যাইতে পারে।

কিন্তু ইহাতে সুফল দেখা দিল না। দ্বিতীয় স্তরের নৃত্যে কথার যেমন প্রাধান্য দেখা গিয়াছিল, তেমনি এই তৃতীয় স্তরের নৃত্যেও ক্রমে ক্রমে মুদ্রার প্রাধান্য দেখা দিল। সহৃদয় দর্শকগণের চিত্ত মুদ্রাভাষার নব নব কাব্য সৃষ্টি দেখিয়া যতই মুগ্ধ হইতে লাগিল, ততই করণ অঙ্গহার আদি নৃত্যের অন্যান্য অংশের প্রতি উদাসীনও হইতে লাগিল। ফলে মুদ্রার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নাই, এরূপ নিয়তন অঙ্গের ক্রিয়াগুলি অজ্ঞাতসারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শেষে এই মূক নৃত্য কতকগুলি লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক মুদ্রাড়ম্বর প্রদর্শন মাত্রে পর্য্যবসিত হইল। মূক নৃত্যের এই অবনত অবস্থারও পরিচয় কেরল দেশে প্রচলিত "মত্তবিলাস" নামক নৃত্যাভিনয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই "মত্তবিলাস" নৃত্য সে-দেশের কতিপয় দেবালয়ে ছাড়া অন্য কোথাও অভিনীত হইবার নিয়ম নাই। এবং "চাক্কিয়ার" নামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেহ এই নৃত্য করিতে পারে না, জানেও না। এই "চাক্কিয়ার" জাতীয় ব্রাহ্মণদের সংখ্যাল্পতা হেতু বহুকাল হইতেই ইহার প্রচার অতি অল্প। মহাদেব কিংবা বলরামের নেশাসেবনের উপাখ্যান লইয়াই এই "মত্তবিলাস" নৃত্যের "গল্প"-সৃষ্টি। ইহাতে একজন মাত্র অভিনেতা থাকে। বাদ্য কিংবা পোষাক-পরিচ্ছদের কোনো আড়ম্বর নাই। নৃত্যে নিয়তন অঙ্গের ব্যাপারেও কিছু বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু মুদ্রা এবং তৎসংলগ্ন উপরিতন অঙ্গের ক্রিয়াগুলি এতই বিশুদ্ধ এবং পূর্ণ যে, কেবলমাত্র এই-গুলির সাহায্যেই একই ব্যক্তি বেশ পরিবর্ত্তন না করিয়াও বিভিন্ন ভূমিকা অভিনয় করিতে সমর্থ হয়। অভিজ্ঞ দর্শকগণের এই নৃত্য দেখিয়া, "নর্ত্তক এখন কোন্ ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন কিংবা কি কথা প্রকাশ করিতেছেন" ইত্যাদি বুঝিতে এতটুকু বিলম্ব হয় না। এই "চাক্কিয়ার" জাতীয় ব্রাহ্মণেরা দেবালয়ে আরও এক প্রকার নৃত্য করিয়া থাকেন। ইহা মূক নৃত্য নহে; মুখর নৃত্য। ইহাতেও মুদ্রার বাহুল্য রহিয়াছে; এই মুদ্রাবহুল মুখর নৃত্য সে-দেশের ভাষায় "কূত্তু" নামে অভিহিত। ইহাকে কতকটা সংস্কৃত সাহিত্যের "ভাণ" নামক দৃশ্য-কাব্যের অভিনয় বলা চলে।

মূক নৃত্যকলার এই দুরবস্থা কত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, বলা যায় না। প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে "তিরুবিতাঙ্কুরের" (Travancore) জনৈক রাজকুমার (নাম বোধ হয়, কেরল বর্ম্মা ছিল) ইহার উদ্ধার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক কারণে "সামূদিরি" রাজার (Zamorin) কৃষ্ণনাট্য তিরুবিতাঙ্কুরের দিকে নৃত্য করিতে আর যায় না দেখিয়াই নাকি তিনি রুষ্ট হইয়া এই নৃত্যকলার উদ্ধার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, তিনি প্রথমে কৃষ্ণনাট্যের নৃত্যশিক্ষকগণের নিকট হইতে নৃত্য শিক্ষা করিলেন এবং চাক্কিয়ার ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে সম্পূর্ণ মুদ্রাভাষা আয়ত্ত করিয়া এই দুইটির অবলম্বনে অভিনব একটি মূক নৃত্যাভিনয়-পদ্ধতি পরিকল্পনা করিলেন। এই অভিনব নৃত্যাভিনয়ে ভাব আছে, ভাষা আছে, ছন্দ আছে, গতি আছে। ইহা যেমন সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ, তেমনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। পরে ঐ রাজকুমারই রামায়ণ মহাভারত আদি গ্রন্থ হইতে উপাখ্যান-ভাগ সংগ্রহ করিয়া মালায়ালম ভাষায় এই অভিনব পরিকল্পিত নৃত্যাভিনয়ের উপযোগী

অনেক বড় বড় "গল্প" লিখিলেন এবং নর্ত্তকদল গঠন করিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষাদানপূর্ব্বক দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন। এইরূপে একজন লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন রাজর্ষির আজীবন সাধনার ফলে সেই তণ্ডু, ভরত আদি মহামুনিগণের প্রবর্ত্তিত প্রাচীন নৃত্যকলার উদ্ধারকার্য্য সাধিত হইল। যদিও এই মূক নৃত্যাভিনয়ের পরিকল্পনা বেশী পুরাতন নয়, তাহা হইলেও ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে সেই প্রাচীন নৃত্যকলার মূল সূত্রগুলিই ওতপ্রোতভাবে আজও রহিয়াছে। এই নৃত্যাভিনয়ের পরিকল্পনা অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া ইহা অনতিবিলম্বেই সে-দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। এই নব পরিকল্পিত মূক নৃত্যাভিনয়কেই সে দেশে "**কথাকলী**" বলে।

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

"বিশ্বামিত্র" অভিনয়ের পর কোহিনুরের কর্ত্তৃপক্ষগণ একখানি উৎকৃষ্ট গীতিনাট্য অভিনয়ের অভিপ্রায়ে সুপ্রসিদ্ধ গীতিনাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্রকে লইয়া আসেন। মিনার্ভার তাৎকালীন স্বত্বাধিকারী সুচতুর এবং সুদূরদর্শী মহেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় পাছে অতুলবাবুকে মিনার্ভায় পুনরায় লইয়া যান, সেইজন্য কোহিনুরের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায় মহাশয় অতুল-বাবুকে একেবারে তাঁহার দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। শিশিরবাবুর মধ্যমাগ্রজ সহৃদয় বসন্তকুমারবাবু দেশে জমীদারীর তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার অমায়িকতা এবং পরমাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহারে অতুলবাবু তথায় কিছুদিন পরম আনন্দেই কাটাইয়াছিলেন। সেখানে "জেনোবিয়া" নামক একখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

"জেনোবিয়া" ১৩১৮ সাল, ৯ই অগ্রহায়ণ (২৫শে নভেম্বর, ১৯১১খ্রীঃ) তারিখে কোহিনুর থিয়েটারে প্রথমাভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :—জেনোবিয়া—কুসুমকুমারী, লঙ্গিনেশ—তারকনাথ পালিত, জোজিয়ফ—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, ফরমাজ—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জবদাস—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, অরিলন—কালীপ্রসন্ন দাস, দাবিদ—প্রবোধচন্দ্র বসু, জুহেলিয়া—বিনোদিনী (হাঁদী)। উৎকৃষ্ট পোষাক-পরিচ্ছদ, নয়ন-বিমোহন দৃশ্যপট এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হইলেও গীতিনাট্যখানি বেশী দিন চলে নাই।

"জেনোবিয়া" অভিনীত হইবার পূর্ব্বে কোহিনুরে "গ্রহের ফের" (২৫শে কার্ত্তিক, ১৩১৮ সাল), পরে "মোহিনী মায়া" (১৭ই চৈত্র, ১৩১৮ সাল) নামে দুইখানি রঙ্গনাট্য অভিনীত হইয়াছিল ; কিন্তু দর্শকগণের সেরূপ প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। ইহার পর ক্ষীরোদবাবুর "খাঁজাহান" নামক একখানি নূতন ঐতিহাসিক নাটক কোহিনুরে ১৩১৯ সাল, ১৫ই আষাঢ় (২০শে জুন, ১৯১২ খ্রীঃ) তারিখে প্রথমাভিনীত হয়। অপরেশবাবু নাটকের নায়ক খাঁজাহানের ভূমিকাভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও নাটকখানি জমে নাই। এইরূপে উপর্য্যুপরি নূতন বই জমাইতে না পারিয়া কোহিনুর থিয়েটার দিন দিন দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িতে লাগিল। এই সময়ে মিনার্ভা থিয়েটার মনোমোহনবাবুর হস্তে আসায় অপরেশবাবু আবার মিনার্ভা থিয়েটারে গিয়া যোগদান করিলেন।

মনোমোহনবাবুর কর্ত্তৃত্বাধীনে মিনার্ভা

পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, মহেন্দ্রবাবু মনোমোহনবাবুকে তাঁহার থিয়েটারের ⅓ অংশের জন্য মাসিক আঠারোশত টাকা ভাড়া দিতে স্বীকৃত হইয়া মিনার্ভার পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন। দশ বৎসরের নিমিত্ত লীজ লেখাপড়া হয়। ঐ লীজের একটি বিশেষ সর্ত্ত থাকে,—যদ্যপি মহেন্দ্রবাবুর হঠাৎ মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে লীজও ক্যান্‌সেল হইয়া যাইবে। মহেন্দ্রবাবু সে সময়ে বহুমূত্র পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রবাবু যেরূপ উচ্চ শিক্ষিত, সেইরূপ নাট্যকলাভিজ্ঞ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। 'নাটকে'র প্রশ্নপত্রে সেই বৎসর ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি-এ মহাশয়ের ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং শিশির পাব্‌লিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী ও "শিশির"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র বি-এ মহাশয় ইহার পুত্র। মহেন্দ্রবাবুর তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং নানাগুণে গিরিশচন্দ্র তাঁহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। হাইকোর্টে ওকালতী করিবার সময় ইনি মিনার্ভা থিয়েটারের তাৎকালীন লেসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকারের এষ্টেটের ম্যানেজার হইয়া থিয়েটারের সংস্রবে আসিয়া পড়েন। ওকালতীতে তাঁহার পসার থাকিলেও প্রস্রাবের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ইনি হাইকোর্টে কমই বাহির হইতেন। শেষ জীবনে তিনি থিয়েটার লইয়াই থাকিবেন—সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যেই তিনি পরম উৎসাহের সহিত মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গনাট্যশালার দুর্ভাগ্য—বৎসর গত হইতে না হইতে ইনি অকালে মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন (২৬শে বৈশাখ, ১৩১৯)। এগ্রিমেণ্টের সর্ত্তানুসারে লীজ ক্যান্‌সেল হইয়া যাওয়ায় মনোমোহনবাবু পুনরায় মিনার্ভা থিয়েটার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

গিরিশচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিলে মহেন্দ্রবাবু তাঁহার স্থলে তৎপুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষকে (দানিবাবু) মিনার্ভার ম্যানেজার করিয়াছিলেন। মনোমোহনবাবুও দানিবাবুকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার পরিচালনায় পুনরায় অগ্রসর হইলেন। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে নাট্যকার নিযুক্ত করা হইল,—তিনি "মিডিয়া" নামক বৈচিত্র্যপূর্ণ একখানি অলৌকিক নাটক লিখিয়া দিলেন। ১৩১৯ সাল, ২২শে আষাঢ় (৬ই জুলাই, ১৯১২খ্রীঃ) তারিখে নাটকখানি মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—আলমনসুর—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), জিবার—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, এলাহী—প্রিয়নাথ ঘোষ, মিডিয়া—তারাসুন্দরী, দৌলতী—প্রকাশমণি, লুনা—নীরদাসুন্দরী।

নাটকখানি উচ্চ ভাবাপন্ন হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয় নাই,—এ নিমিত্ত পর সপ্তাহে "অম্লমধুর" নামক একখানি নূতন প্রহসন উহার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তথাপি বিক্রয়ের স্বল্পতা দর্শনে গ্রন্থকার ক্ষীরোদবাবু উত্তেজিত হইয়া বলেন,—জিবারের কঠিন ভূমিকা ঠিক অভিনীত না হওয়ায় নাটকখানি দর্শকগণের হৃদয়গ্রাহী হইতেছে না, আমি স্বয়ং অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দিব। ক্ষীরোদবাবুর এ প্রস্তাবে অনেকের সম্মতি ছিল এবং রঙ্গমঞ্চে তাঁহার অভিনয় দেখিবার কৌতূহল অনেকেরই মনে জাগিয়াছিল;—কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তিনি কখনও অবতীর্ণ হন নাই; পাছে কোনও ত্রুটির জন্য সাধারণ দর্শকের কোনওরূপ অশিষ্টতায় তাঁহার সম্মান হানি হয়, এ নিমিত্ত মনোমোহনবাবু তাহাতে সম্মত হ'লেন না। যাহাই হউক, কর্ত্তৃপক্ষগণ পুনরায় নূতন নাটকের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

গিরিশচন্দ্রের 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকাভিনয়

গিরিশচন্দ্র চতুর্থ অঙ্ক পর্য্যন্ত একখানি সামাজিক নাটক লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন,—পঞ্চম অঙ্ক লিখিতে বাকী ছিল। মনোমোহনবাবু উক্ত পঞ্চম অঙ্কটী লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি এরূপ দুঃসাহসিকতার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করি। স্বর্গীয় ডি, এল, রায় এবং পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—উভয়েই নাটকের পঞ্চমাঙ্কটি লিখিয়া দিতে সম্মত ছিলেন; কিন্তু মনোমোহনবাবু বলেন,—"অবিনাশবাবু গিরিশবাবুর সহিত থাকিয়া এই নাটকখানি লিখিয়াছেন,—চৌদ্দ বৎসর সদাসর্ব্বদা তাঁহার সাহচর্য্য করিয়া গিরিশচন্দ্রের ভাব ও ভাষার সহিত পরিচিত হইয়াছেন। নাটকখানি কিরূপভাবে শেষ করিবেন, গিরিশচন্দ্রের কল্পনার কতকটা আভাস অবিনাশবাবুর জানা আছে। আপনারা লিখিলে গিরিশবাবুর রচনার সহিত তাহা খাপ খাইবে না।" মনোমোহনবাবুর বিশেষ প্ররোচনায় বাধ্য হইয়া আমি শেষ অঙ্ক সমাপ্ত করি এবং সংশোধনের জন্য কাহাকেও কিছু না বলিয়া গিরিশচন্দ্রের পিতৃব্যশ্রেয় সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের শরণাপন্ন হই। তিনি আমার লিখিত অঙ্কটী কাটিয়া-ছাঁটিয়া—শেষটায় এক রকম "হুঁকো-নলচে" বদলাইয়া নূতন করিয়া লিখিয়া দেন।

অপরেশচন্দ্রের মিনার্ভায় আগমন

এই সময়ে অপরেশচন্দ্র মনোমোহনবাবুর সাদর আহ্বানে মিনার্ভায় আসিয়া যোগদান করেন। সামাজিক নাটকখানির নামকরণ হয়—'গৃহলক্ষ্মী'। ১৩১৯ সাল, ৫ই আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯১২ খ্রী) তারিখে মিনার্ভায় ইহার প্রথমাভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ:—উপেন্দ্র…সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), শৈলেন্দ্র…N. Banerjee Esqr., নীরদ…শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র, মন্মথ…শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে, হীরু ঘোষাল…অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ…নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, নকুলানন্দ…পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, নিতাই…প্রিয়নাথ ঘোষ, শিবু উকীল…তারকনাথ পালিত, শরৎ…শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়, সতীশ…অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল, ভৈরব…হরিদাস দত্ত, বিরজা…শ্রীমতী তারাসুন্দরী, তরঙ্গিনী…শ্রীমতী প্রকাশমণি, সরোজিনী…সরোজিনী (নেড়া), ফুলি…শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী, মণি কীর্ত্তনী…হেমন্তকুমারী, কুমুদিনী…শ্রীমতী চারুশীলা ইত্যাদি।

নাটকখানি বেশ জমিয়াছিল এবং সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। দানিবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় করিয়াছিলেন। হীরু ঘোষালের ভূমিকাভিনয়ে অপরেশচন্দ্র অদ্ভুত কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই জীবন্ত ছবি এখনও নাট্যানুরাগীগণ ভুলিতে পারেন নাই।

(আগামী বারে সমাপ্য)

চিত্র-কথা

এক শ্রেণীর ছবি আছে, যাদের এক কথায় আমরা পরিচয় দিয়ে থাকি "বোম্বাই" মার্কা ব'লে। এই শ্রেণীর ছবির প্রতি আমাদের কোন দিনই শ্রদ্ধা ছিল না, বর্ত্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও আশা করি থাকবে না তবু স্বীকার ক'রতে বাধা নেই, ভারতীয় চিত্রদর্শকদের ভিতর এই বিশেষ ধরণের ছবির ভক্তের সংখ্যা আজও পর্য্যন্ত খুবই বেশী এবং বাঙালী দর্শকদের মধ্যেও এমন লোক হয়ত, খুঁজলে গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যাবে, যাঁরা এই "বোম্বাই" মার্কা ছবি দেখে খুসী হ'তে নারাজ নন।

•

সম্প্রতি ধর্ম্মতলার নিউ সিনেমায় শ্রীরঞ্জিত মুভীটোনের "তুফান মেল" নামে যে-ছবিখানি একটানা এগারো হপ্তা ধ'রে দেখানো হবার পরেও দর্শক-সমাজে ক্লান্তি এনে দিচ্ছে না, তাও হচ্ছে একখানি "বোম্বাই"-মার্কা ছবি। কিন্তু এই ছবিকে উপলক্ষ্য ক'রে যেদিন বাঙলার চিত্ররাজ্যের বড়ো বড়ো রথী-পদাতির ভিতর রীতিমত আন্দোলন উপস্থিত হ'তে দেখলুম, তখন আমাদের বিস্ময়ের অভাব রইল না এই ভেবে যে, এই 'খাস-বোম্বাই' ছবিখানির মধ্যে এমন কি বস্তু থাকতে পারে, যার দরুণ এই গুণী ও জ্ঞানী রসিকেরা এতখানি বিচলিত হ'তে পারেন!

•

কাজেই চোখ এবং কানের মাঝে বহুদিন প্রচলিত ঝগড়াকে মিটিয়ে ফেলবার জন্যে আমরা একদিন সুযোগ বুঝে নিউ সিনেমায় গিয়ে "তুফান মেল" ছবিখানিকে দেখে এসেছি! ছবিটি দেখে কি আমরা খুসীতে ডগমগ হয়ে উঠেছি? না, তা আদপেই না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও অস্বীকার ক'রতে পারি না যে, ছবিটিকে শেষ পর্য্যন্ত না দেখে মাঝামাঝি কোন একটি জায়গায় আমরা উঠে আসতে পারিনি। ছবিটি দেখতে সুরু ক'রে অবধি যখনই মনে হয়েছে,—নাঃ, এইবার উঠে যাই, ঢের 'গঞ্জিকা' দেখা গেল, অমনই তৎক্ষণাৎ আর একটা মন ভবল জোরে ব'লে উঠেছে—থাক থাক, আরও খানিকটা দেখা যাক্। এম্‌নি ক'রেই ছবিটাকে শেষ অবধি দেখতে হয়েছে। এবং ছবি তৈরী ব্যাপারে এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের "Thief of Bagdad" যে-কারণে একদিন আমাদের কিশোর চিত্তে প্রচুর আনন্দের খোরাক জুগিয়েছিল, ঠিক সেই কারণেই এই "তুফান মেল" ছবিখানি আমাদের আর-কিছু না পারুক, অন্ততঃ শেষ পর্য্যন্ত চেয়ারের ওপর বসিয়ে রেখেছিল। ছবির যে-কোনও জায়গায় দর্শককে পরবর্ত্তী ঘটনার জন্যে আগ্রহোন্মুখ ক'রে রাখা এবং stunt, thrill ও comic action—এই তিনের যথাযথ সংমিশ্রণে ছবির একটি চমৎকার entertainment value সৃষ্টি করা—এই দুটি কাজই আলোচ্য ছবিটিতে খুব কৌশলের সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এ-কাজে যে যথেষ্টই বাহাদুরী আছে, এ কথা অস্বীকার করা সহজ নয়।

•

রাধা ফিল্ম একখানি তামিল এবং আর একখানি তেলেগু ছবি তৈরী ক'রতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দু'খানি ছবিই হবে পৌরাণিক গল্প নিয়ে গঠিত এবং দক্ষিণ-ভারতের রুচির সম্মান রাখবার জন্যে তাদের মধ্যে দেওয়া হবে গানের 'হরির লুট'। ছবি দু'খানিতে অভিনয় করবার জন্যে রেডিও, গ্রামোফোন এবং রঙ্গমঞ্চে বিখ্যাত মাদ্রাজী নট-নটীদের সংগ্রহ করা হয়েছে।

•

"মানময়ী গার্লস্ স্কুলে"র চিত্র-গ্রহণ কার্য্য খুব দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। ছবিখানিতে নায়িকা "নীহারিকা"র ভূমিকায় শ্রীমতী কাননবালা কয়েকখানি মধুর গান গাইবেন ব'লে শোনা যাচ্ছে।

•

এরই সঙ্গে পরিচালক শ্রীজ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর একখানি তিন রীলের কৌতুক-চিত্র তুলতে মনস্থ করেছেন। শ্রীহেমন্তকুমার গুপ্ত রচিত একটি গল্প অবলম্বনে এই ছবিখানি গঠিত হবে। ছবির বিভিন্ন ভূমিকার জন্য উপযুক্ত নট-নটী নির্ব্বাচনের পালা সুরু হয়েছে। ছবিটির আপাততঃ নাম দেওয়া হয়েছে—"সপ্তম প্রেম"।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মাধুর্য্যে, পরিচালনার অসামান্য নিপুণতায়, ফোটোগ্রাফীর বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে, এবং অভিনয়ের অপূর্ব্ব মনোহারিত্বে এই ছবিখানিকে চিত্রজগতের একখানি শ্রেষ্ঠ দান ব'লে স্বীকার ক'রতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। তার ওপর ছবিখানির যা প্রধান সম্পদ, তা হচ্ছে এতে নায়িকার ভূমিকাভিনেত্রী গ্রেস্ মূরের কণ্ঠ-সঙ্গীত। কী অসম্ভব চড়া পর্দ্দায় কতো সুন্দর গান যে এই মেয়েটি গাইতে পারেন, তা নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। "ওয়ান্ নাইট্ অফ্ লাভ্"-এ গ্রেস্ মূরের কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত-সুধা প্রাণ ভ'রে পান করবার জিনিষ। ছবিখানি দেখবার জন্যে অসম্ভব রকম জনসমাগম হচ্ছে দেখে আমরা এই ভেবে আশ্বস্ত হয়েছি যে, ভালো জিনিষের কদর বোঝবার অভাব এখনও কল্‌কাতা সহরে ঘটেনি।

*

(৩) The Count of Monte Cristo (Reliance Pictures ; Released thru United Artists).

দি কাউন্ট অফ্ মন্টি ক্রিষ্টো (রিলায়ান্স পিক্‌চার্স)
প্রযোগশিল্পী—এড্‌ওয়ার্ড স্মল
পরিচালক—রোল্যাণ্ড ভি, লি

প্রধান ভূমিকায়—রবার্ট ডোনাট্, এলিসা ল্যাণ্ডি প্রভৃতি।

কাল শনিবার ১২ই জানুয়ারী থেকে আর-কে-ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে দেখানো হবে।

*

আলেক্‌জাণ্ডার ডুমার বিখ্যাত উপন্যাসের সবাক্ চিত্র-সংস্করণ। গল্পের রসকে ছবির ভিতর দিয়ে যথাসম্ভব ঘনীভূত এবং চিত্তগ্রাহী করবার জন্যে মূল বইখানির ওপর যথেষ্টই কাঁচি চালানো হয়েছে। দৃশ্য-সংস্থান, ঘটনার উপযোগী আবহ-সৃষ্টি, ফোটোগ্রাফী, অভিনয় এবং পরিচালনার দিক দিয়ে ছবিখানিকে একেবারে নিখুঁত বলা চলে। ছবির ঘটনাটিকে এমন বিস্ময়কর নৈপুণ্যের সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ ভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে চরম সমাপ্তির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যে, দর্শকের মনের আগ্রহ একটি মুহূর্ত্তও নিস্তেজ হবার সুযোগ পায় না। রোল্যাণ্ড লি সাহেবের পরিচালনার প্রশংসা করি শত মুখে।

*

নায়ক ডান্টিসের ভূমিকায় রবার্ট ডোনাট্ নামে একজন নবীন ব্রিটিশ অভিনেতা যে অসামান্য নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন, তা আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ ক'রে তুলেছে। এই অভিনেতাটির সাবলীল ভঙ্গী, চমৎকার কণ্ঠ, সুগঠিত দেহশ্রী এবং সহজসুন্দর পাদক্ষেপ এঁকে অতি-শীঘ্রই চিত্রজগতের "তারকা"-লোকে উন্নীত করবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী আমরা অনায়াসেই ক'রতে পারি। ফ্রেড্‌রিক মার্চ্চের পরে এমন সতেজ অভিনয় আমাদের কচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়েছে। নায়িকা মার্সিডিজের ভূমিকায় সুন্দরী নটী এলিসা ল্যাণ্ডির অভিনয় তাঁর সুনামকে বর্দ্ধিত করবে ব'লেই মনে করি। এঁদের পরেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে কূট-চরিত্র ড্যাঙ্গ্‌লার্সের ভূমিকায় রেমণ্ড ওয়াল্‌বার্ণের চমৎকার অভিনয়ের প্রতি ; এঁর অভিনয়ে আমরা লাওনেল ব্যারিমূরের সুস্পষ্ট ছাপ দেখলুম। ভিলিফোর্ট, মণ্ডেগো, অ্যাবি প্রভৃতি ভূমিকাও যথাযোগ্য ভাবে অভিনীত হয়েছে। মোটের ওপর ছবিখানি সকল দিক দিয়ে চিত্রপ্রিয়দের অতি-মাত্রায় আনন্দ দিতে পারবে, এ-কথা আমরা জোর গলায় বলতে পারি।

*

ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিমিটেডের সবাক্ চিত্রগৃহ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন পিক্‌চার প্যালেসে (বাঁকীপুর) আসছে ১৩ই এবং ১৪ই জানুয়ারী বিখ্যাত নৃত্য-শিল্পী বেগম হাসনা জেহান তাঁর নৃত্যকলা দেখাবেন। ১৯এ তারিখ থেকে এখানে ভারতলক্ষ্মীর নূতন টপিক্যাল্ "১৯৩৪-এর কংগ্রেস" দেখানো হবে। তারপর ২৬এ জানুয়ারী থেকে শ্রীরঞ্জিত পিক্‌চার্সের যুগান্তরকারী চিত্র "তুফান মেল"—যা দেখতে এখনও কল্‌কাতার নিউ সিনেমায় কাতারে কাতারে লোক জড়ো হচ্ছে, তাই—প্রদর্শিত হবে।

*

নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ গত শনিবার রাধা ফিল্মের চিত্রশালা পরিদর্শন ক'রতে গিয়েছিলেন। ষ্টুডিও-ম্যানেজার এবং শব্দযন্ত্রী ডাঃ হৃষীকেশ রক্ষিত ডি-এস্‌সি সর্ব্বক্ষণ তাঁদের সঙ্গে থেকে তাঁদের প্রত্যেক বিভাগ দেখতে সাহায্য করেছিলেন।

*

গত সোমবার ভারতের বড়লাট বাহাদুর সপরিবারে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের চণ্ডী ঘোষ রোডস্থ ষ্টুডিওতে পদার্পণ করেছিলেন। ষ্টুডিওর চিত্রনির্ম্মাণ-পদ্ধতি তাঁদের দেখানো হয়েছিল।

বিভ্রাট

[প্রাপ্ত পত্র]

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৭এ ডিসেম্বর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসে 'বন্দেমাতরম্' গানখানি গাহিবার জন্য আমি কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। ২৬এ ডিসেম্বর মাইক্রোফোন ঠিক করিবার কথা ছিল ; আমি সেদিন টাউন হলে গানখানি গাহিবার পর শ্রীযুক্তা সরলা দেবী আমায় বলেন যে, 'বন্দেমাতরম্' ঐ সুরে গাহিলে চলিবে না ; রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সুরে গাহিতে হইবে ; কারণ কবি স্বয়ং সভায় উপস্থিত থাকিবেন। আমি তাঁহাকে তদুত্তরে জানাই যে, 'বন্দেমাতরম্' বঙ্কিম-চন্দ্রের লেখা এবং আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক স্পষ্টাক্ষরে লিখিত মল্লার সুরে আমি গানখানি গাহিয়া থাকি ; ইহাতে কবীন্দ্রের কোন বিরক্তির কারণ ঘটিতে পারে,—এরূপ ত ভাবিতে পারি না।

ইহার পরে কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক ২৭এ ডিসেম্বর ঐ গান গাহিবার জন্য পুনরায় অনুরুদ্ধ হওয়ায় আমি পরদিন যথাসময়ে সভামণ্ডপে উপস্থিত হই ; কিন্তু সভারম্ভ হইতেই দেখি যে, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও কয়েকজন মহিলা 'বন্দেমাতরম্' এক ছত্র গাহিয়া শেষ করিলেন। আমি যে ঐ গান গাহিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, এ'কথা কাহারও মনে আছে—বোধ হইল না। বাঙ্গলা ভাষায় যত গান রচিত হইয়াছে, তাহাদের 'সুর-ভাণ্ডারের' চাবিকাঠি শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর হাতে কবে হইতে আসিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ? বঙ্কিমচন্দ্রের গান বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দ্দিষ্ট সুরে গাহিলে অপরাধ করা হয়, এ কথাও এই প্রথম শুনিলাম।

যাহা হউক, কার্য্যকরী সমিতির এই ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ ও 'ত্রুটী স্বীকার' দাবী করিয়া সম্পাদকের নামে ২৮এ ডিসেম্বর তারিখে একখানি পত্র দিয়াছিলাম ; কিন্তু অদ্যাবধি উহার কোন উত্তর না পাওয়ায় সংবাদপত্রের সাহায্য লইতে বাধ্য হইলাম। সঙ্গীত আমার উপজীবিকা নহে এবং কিল খাইয়া কিল চুরী করিবার মত অবস্থাও আমার নহে ;

ভদ্র-সমাজের নিকট হইতে ভদ্র ব্যবহার পাইবার আশা আমি অনায়াসেই করিতে পারি। সেই কারণেই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতি আমার প্রতি যে 'সৌজন্য' প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলাম। ইতি *

৬ নং মদন বড়াল লেন, নিবেদক—
কলিকাতা। অমলানন্দ ঘোষাল

* সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্যে আমরা এই পত্রটি প্রকাশ করলুম। জানি না, পত্রলেখকের অভিযোগের মূলে কতখানি সত্য আছে। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষের যদি এর বিরুদ্ধে কিছু বলবার থাকে, তা' হ'লে তা লিখে জানালে আমরা সাদরে তা প্রকাশ করব। আর যদি তা না থাকে, তা' হ'লে এ রকম ধারা অপ্রিয় ঘটনার জন্যে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের কাজের তীব্র নিন্দা করি। ইতি না: স:

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মিনার্ভা থিয়েটারে ২রা আষাঢ়, শনিবার স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "রকম ফের" নামক নূতন গীতিনাট্যের প্রথম অভিনয় রজনী ঘোষিত হইয়াছে। এই গীতিনাট্যের নায়ক 'জালিমের' ভূমিকা অপরেশচন্দ্রের উপর অর্পিত হইয়াছিল। অভিনয়-রাত্রের দুই দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত্রে অপরেশবাবু এবং আরও দুই-এক জন সহসা কর্ম্ম-পরিত্যাগের পত্র প্রেরণ করেন। মহেন্দ্রবাবু ব্যস্ত হইয়া ম্যানেজার গিরিশচন্দ্রের নিকট এই বিপদ-বার্ত্তা জ্ঞাপনপূর্ব্বক সদুপায় নির্দ্দেশের নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গিরিশচন্দ্র পরদিন শুক্রবার থিয়েটারে আসিয়া স্নেহপূর্ণ উপদেশ ও উৎসাহদানে প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নিকট হইতে এক বৎসরের এগ্রিমেণ্ট লিখাইয়া লইলেন। অপরেশচন্দ্রের জালিমের ভূমিকা দানিবাবুকে দেওয়া হইল; কিন্তু দানিবাবু এত অল্প সময়ে প্রস্তুত হইয়া উক্ত ভূমিকা অভিনয় করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এইস্থলে বলা আবশ্যক, দানিবাবুকে যে ভূমিকা প্রদত্ত হইত, তিনি মুখস্থ না করিয়া কেবলমাত্র prompting এর উপর নির্ভর করিয়া তাহা অভিনয় করিতে অভ্যস্থ ছিলেন না। অগত্যা গিরিশচন্দ্র বার্দ্ধক্য ভুলিয়া স্বয়ং উক্ত ভূমিকা গ্রহণ করিলেন এবং গল্পের ভাবমাত্র গ্রহণ করিয়া সদ্য সদ্য রচনায় এরূপ অদ্ভুত অভিনয়-চাতুর্য্য দেখাইলেন যে, দর্শক তো দূরের কথা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া যাইলেন। তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন,—যে-থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র খাড়া আছেন, সে-থিয়েটারকে টলান সহজসাধ্য নহে,—বিশৃঙ্খল সম্প্রদায়ে সহজেই শান্তি স্থাপিত হইল।

কোহিনুরে—"বিশ্বামিত্র"

মিনার্ভা ছাড়িয়া অপরেশচন্দ্র পুনরায় কোহিনুর থিয়েটারে গিয়া যোগ দিলেন। কোহিনুরে সে সময় শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র সান্যাল নামক জনৈক উদ্যমশীল নবীন লেখক 'বশিষ্ঠ' নামক একখানি নূতন পৌরাণিক নাটক লিখিয়া আনিয়াছিলেন। নাটকখানি নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু এবং স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দেখিয়া শুনিয়া আবশ্যকমত সংশোধনাদি করিয়া দিয়াছিলেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের নিমিত্ত লিখিত গিরিশচন্দ্রের নূতন পৌরাণিক নাটক "বিশ্বামিত্রের" পাণ্ডুলিপিখানি যে সময়ে মিনার্ভায় পঠিত হয়, সে সময়ে মনোমোহনবাবু এবং অপরেশবাবু মিনার্ভায় ছিলেন এবং নাটকখানি শুনিয়া গিয়াছিলেন। হরিশবাবুর নাটকে "বশিষ্ঠ"ই নায়ক ছিল, এবং 'বিশ্বামিত্র' পার্শ্বচরিত্র রূপে অঙ্কিত ছিল। অপরেশবাবু 'বিশ্বামিত্র' চরিত্রকে বিশেষরূপে ফুটাইবার নিমিত্ত হরিশবাবুকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ফলতঃ গিরিশচন্দ্রের 'বিশ্বামিত্র' নাটকের সহিত প্রতিযোগিতায় অভিনয় করিবার জন্য ইঁহারা নাটকখানির সৌষ্ঠব সাধনে কোনওরূপ ত্রুটি করেন নাই।

১৯১১ খ্রীঃ, ২৮শে আগষ্ট (১৩১৮ সাল, ৩রা ভাদ্র) তারিখে কোহিনুর থিয়েটারে 'বিশ্বামিত্র' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :—বিশ্বামিত্র—তারকনাথ পালিত, বশিষ্ঠ—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মন্দানিল—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, নারদ—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী, উগ্রাচার্য্য—অটলবিহারী দাস, ত্রিশঙ্কু—প্রবোধচন্দ্র বসু, ইন্দ্র—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস, শুনঃসেফ—হরিমতী (বড়), শতক্রমী—শ্রীমতী কুসুমকুমারী, অক্ষমালা—শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী, অরুন্ধতী—বিনোদিনী (হাঁদী), যোগমায়া—বুঁচী ইত্যাদি। অপরেশচন্দ্র বিশেষ যত্নের সহিত এই নাটকখানির শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে অভিনীত হইয়াছিল এবং ইহার যশঃ-সৌরভে সহর পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র সে সময়ে পীড়িত। কয়েক বৎসর ধরিয়াই তিনি হেমন্তাগমে হাঁপানীতে আক্রান্ত হইতেন; এ নিমিত্ত থিয়েটারে আসিতে পারিতেন না। এদিকে কোহিনুরে 'বিশ্বামিত্র' খুলিয়াছে। মহেন্দ্রবাবু, সহকারী শিক্ষক পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্যের শিক্ষাদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া তখন গিরিশচন্দ্রের বাটীতে প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে আনাইয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলেন। দুর্ব্বলতাবশতঃ গিরিশচন্দ্র অধিকক্ষণ শিখাইতে পারিতেন না। এই সব কারণে প্রায় তিন মাস পরে গিরিশচন্দ্রের 'বিশ্বামিত্র' নাটকের 'তপোবল' নূতন নামকরণ হইয়া মিনার্ভায় ১৯১১ খ্রীঃ, ১৮ই নভেম্বর (১৩১৮ সাল, ২রা অগ্রহায়ণ) তারিখে প্রথমাভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র ইহার অভিনয় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ধীরে ধীরে হাঁপানী হইতে সারিয়া উঠিবার মুখে হঠাৎ জ্বর হওয়ায় পুনরায় তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ১৯১২ খ্রীঃ, ৮ই ফেব্রুয়ারী [১৩১৮ সাল, ২৫শে মাঘ] তারিখে মহাকবি মহানিদ্রায় মগ্ন হন। **'তপোবলে' সমাপ্ত সাধনা!**

'তপোবলের' প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—বিশ্বামিত্র—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), বশিষ্ঠ—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ত্রিশঙ্কু—প্রিয়নাথ ঘোষ, সদানন্দ—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), ব্রহ্মণ্যদেব—শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী, কল্মাষপাদ—শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়, অম্বরীষ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, অম্বরীষের পুরোহিত—অহীন্দ্রনাথ দে, শুনঃসেফ—শশীমুখী, বদরী—তিনকড়ি দাসী, সুনেত্রা—শ্রীমতী তারাসুন্দরী, বেদমাতা—শ্রীমতী নরীসুন্দরী, অরুন্ধতী—শ্রীমতী প্রকাশমণি, রম্ভা—শ্রীমতী চারুশীলা ইত্যাদি। কোহিনুরে 'বিশ্বামিত্র' অভিনীত হইবার তিন মাস পরে মিনার্ভায় 'তপোবল' অভিনীত হওয়ায় যদিও আর মূল বিষয়ের নূতনত্ব রহিল না, তথাপি গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-বিকাশের মনোহারিত্ব ও মাধুর্য্যে—বিশেষতঃ তাঁহার নূতন সৃষ্টি ব্রহ্মণ্যদেব, সদানন্দ এবং বেদমাতা চরিত্রের অপূর্ব্ব ভাব ও রসাস্বাদনে দর্শকগণের পরিপূর্ণ আনন্দলাভের ব্যাঘাত ঘটে নাই।

(ক্রমশঃ)

কালী ফিল্মসের

পাতালপুরী

লেখক ঃ
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রফুল্ল

লেখক ঃ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ
অত্যুজ্জ্বল চিত্রলিপি

আগত-প্রায়
চিত্রাবলী !!

বিদ্যাসুন্দর

গীতিনাট্য

বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন ঃ—
পি, এন, গাঙ্গুলী
সত্ত্বাধিকারী

শনি, রবি ও ছুটীর দিন
বেলা ৩টা, সন্ধ্যা ৬-১৫
ও রাত্রি ৯॥ টায়

অন্যান্য দিন
সন্ধ্যা ৬-১৫
ও রাত্রি ৯॥ টায়

৮৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (শ্যামবাজার) কলিকাতা
টেলিফোন নং—বড়বাজার ১১৩৩

শনিবার ১২ই জানুয়ারী হইতে চতুর্থ সপ্তাহ !!

রাজনটী-বসন্তসেনা

......ভালবাসার জন্য নারী তার সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করিয়া শত্রুর খড়্গের সম্মুখে নিজের বক্ষ পাতিয়া দিল তার প্রেমাস্পদকে বাঁচাইবার জন্য। তারপর? তারপর কি হইল—

রাজনটী-বসন্তসেনা-চিত্রে
তাহা দেখুন !!

সকাল ৯টা হইতে টিকিট বিক্রয় হয়।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
৪৮-শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

১১ই মাঘ
১৩৪১

কলালাপ

বর্ত্তমান সংখ্যায় 'নাচঘরে'র দশম বর্ষ পূর্ণ হ'ল। আস্‌চে হপ্তায় 'নাচঘর' একাদশ বর্ষে পদার্পণ করবে।

*

এই সপ্তাহে "Conservative" নামে যে-ছবিখানি ছাপা হ'ল, তা হচ্ছে আধুনিক বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্কিত মূল ছবির প্রতিলিপি। তাঁর অঙ্কনের ভিতর এমনই একটি নিজস্ব ভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য আছে, যার প্রতি রসিকজনদের দৃষ্টি স্বতঃই আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। প্রথম দর্শনে এই "Conservative" ছবিখানিকে অনেকেই এক দুর্ব্বোধ্য পদার্থ ব'লে বিবেচনা করবেন; কিন্তু কিছুক্ষণ ধ'রে মনোযোগ সহকারে এর প্রতি লক্ষ্য ক'রলেই দেখা যাবে যে, চিত্রকর সাদা-কালোর ভিতর দিয়ে "Conservative"-ধর্ম্মী মনের স্বরূপকে কি বিচিত্র ভাবে ভাষা দিয়েছেন তাঁর অঙ্কনের সাহায্যে! দুই চক্ষুর আকারের পার্থক্যে, ওষ্ঠাধরের বক্রতায়, নাসিকার অস্বাভাবিক গঠনে, কেশের দীর্ঘতায় এবং সমগ্র ভাবে—ঐ মুখখানিতে নূতনের প্রতি সন্দেহ ও অবজ্ঞা এবং সনাতন পুরাতনের জয়পতাকাবাহীরূপে গর্ব্বভাব—দুইই ফুটে উঠেছে অবলীলাক্রমে। এই ছবিখানি সম্পর্কে জনৈক বিশিষ্ট রসিক মতপ্রকাশ করেছেন, "In 'Conservative' Mr. Vola Chatterjee is bold and creative. Here he is unconventional and has demonstrated a new principle of colour-scheme. Besides it is realism of life and really stands for what, we know as clear 'Values'." শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনব অঙ্কন-পদ্ধতি বস্তুকে আশ্রয় ক'রে ভাবকে পরিস্ফুট করবার দিকে লক্ষ্য রাখে। বর্ত্তমানে আর্টের জগতে যে আধুনিকতাবাদীর আন্দোলন (Modernists' Movement) চলছে, যতদূর মনে হয়, তাও সম্ভবতঃ এই ধরণের অঙ্কনেরই পক্ষপাতী।

Conservative

(শিল্পী—শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায়)

*

আজকের দিনে আমরা আর কোন রকম গুরু-গম্ভীর আলোচনা বা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হব না! এই 'নাচঘরে'র সম্পর্কে থেকে এত দিনের ভিতর যাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি, তাঁদের সকলকেই আমরা আজ নমস্কার জানাচ্ছি। যাঁরা আমাদের ভালোবাসেন এবং যাঁরা বাসেন না, আমাদের লেখা যাঁদের আনন্দ দেয় এবং যাঁদের দেয় না, পরিচিত এবং অপরিচিতদের মধ্যে তাঁদের সকলের কাছ থেকেই আজ প্রীতি কামনা করছি। 'নাচঘরে'র কর্ত্তব্যপালন ক'রতে গিয়ে আমাদের হয়ত' বহু সময়েই এমন অনেক ব্যক্তির উপর কঠোর হ'তে হয়েছে, যাঁদের ব্যক্তিগতভাবে আমরা খুবই শ্রদ্ধা করি। আজ এই বর্ষশেষের দিনে তাঁদের কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করছি যে, সমালোচকের

আসনে ব'সে আমাদের বরাবরই লক্ষ্য থাকে আমাদের আলোচ্য বস্তুর প্রতি, সেই বস্তু সম্পর্কিত ব্যক্তির প্রতি নয়। তবে 'নাচঘর' যে-চারুশিল্প নিয়ে আলোচনা করে, তাতে বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির যে অত্যন্ত নিকট-সম্পর্ক, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বাজারের পটোলগুলি আকারে ছোট বা মাছটি দো-রসা কিংবা পচা ব'লে মন্তব্য প্রকাশ করবার সময় দোকানীর আকৃতি-প্রকৃতি বা শিক্ষাদীক্ষার কথা উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শিল্পের হাটে বিভিন্ন জিনিষ সম্বন্ধে ভালোমন্দ বিচারের সময় পসরার সঙ্গে সঙ্গে পসারিও আপনাআপনি আলোচনার ভিতর এসে পড়েন; কারণ শিল্পের সঙ্গে শিল্পী হচ্ছেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত; অভিনয়ের ক্ষেত্রে ত' নট-নটীর দেহ পর্য্যন্ত আলোচনার বিষয়ীভূত! কাজেই আলোচনা-প্রসঙ্গে বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিও যদি কখনও আমাদের বিচারের ভিতর এসে থাকেন, তা' হ'লে বুঝতে হবে—সেখানে ও-ছাড়া আমাদের অন্য পথ ছিল না এবং সেখানেও বস্তুটিই হচ্ছেমুখ্য, ব্যক্তি গৌণ।

*

কিন্তু এ-কথা আমরা অনায়াসেই গর্ব্ব ক'রে বলতে পারি যে, আলোচনাচ্ছলেও কোন ব্যক্তিকে পাঠক-সাধারণের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা ক'রে আমরা কদাচ নিজেরা হীনতা-প্রকাশ করিনি; কোন কারণেই কখনও আমরা আমাদের মর্য্যাদাবোধকে বিসর্জ্জন দিই নি। আজও অবধি কেউই এমন অভিযোগ করবার সুযোগ পান নি যে, আমাদের লেখার ভিতর তিনি কুরুচির পরিচয় পেয়েছেন। সুদীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে 'নাচঘর' কোনদিনই যে নিজেকে ছোট করে নি, এই আত্ম-প্রসাদকে সম্বল ক'রে আমরা 'নাচঘরে'র গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক-পাঠিকা, বন্ধু-শত্রু নির্ব্বিশেষে সকলকেই আমাদের অন্তরের অভিবাদন জ্ঞাপন করছি।

*

আমরা ইতিমধ্যে আর এক দিন নব-নাট্যমন্দিরে "বিজয়া"র অভিনয় দেখে এসেছি। "বিজয়া"র শেষ-দৃশ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে শিশির-কুমার নাটকের সমাপ্তিটিকে আগেকার থেকে অনেকখানি মনোহর করেছেন দেখা গেল। অভিনয় সম্পর্কে বিশেষ কোন মত পরিবর্ত্তনের কারণ দেখছি না। মাত্র "নরেনে"র ভূমিকায় শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অভিনয় ভালো থেকে ভালোতর হয়ে উঠেছে, এ-কথা স্বীকার ক'রতেই হবে।

এবং তাঁর মুখের নিঃশব্দ হাসি সম্বন্ধে আগে আমরা যে অভিযোগ করেছিলুম, এবার তার মধ্যে যথেষ্ট ইতরবিশেষ ঘটায় আমাদের তা প্রত্যাহার ক'রে নিতে হচ্ছে।

*

জগৎবিখ্যাত "Russian Ballet" কল্‌কাতায় আস্‌ছে। ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে নিউ এম্পায়ারে এঁদের নাচের আসর বসবে। এই নৃত্য সম্পর্কে আমাদের মনে পড়ছে অমর নর্ত্তকী অ্যানা পাব্‌লোভার কথা। ১৯২৯ সালের জানুয়ারীতে এই রাশিয়ান্ ব্যালে নিয়ে তিনি এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে শেষবারের জন্যে তাঁর নৃত্যলীলা দেখিয়ে গেছেন। তাঁর 'Dying Swan', 'California Poppy', 'Radha-Krishna' প্রভৃতি নৃত্যকে আমরা কি কোনদিনই ভুলতে পারব? পাব্‌লোভার নাচ দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা এবার রাশিয়ান্ ব্যালের নৃত্য-প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়ে পাব্‌লোভার অভাব অনুভব করবেন না, এ কি কল্পনাতেও আনা যায়? এবারে দলের প্রধান নর্ত্তকীরূপে দেখা দেবেন—নাটাশা বয়কোভিচ্ এবং প্রধান নর্ত্তক হচ্ছেন—আনাতোল বিল্‌জাক্। দেখা যাক, এবারকার Russian Ballet নৃত্যরসিকদের ভিতর কতখানি খুশী বিতরণ ক'রতে পারে!

*

আর একটি সুসংবাদ! ১০ই, ১২ই এবং ১৪ই মার্চ্চ—এই তিন দিনের জন্যে এই নিউ এম্পায়ারেই ইউরোপ-প্রসিদ্ধা গায়িকা গ্যালি-কর্চ্চির (Galli-Curci) কয়েকটি রিসাইট্যাল শুনতে পাওয়া যাবে।

*

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী-প্রসঙ্গে বহু তথ্যপূর্ণ যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'নাচঘরে'র পৃষ্ঠায় প্রকাশ করছিলেন, তা বঙ্গনাট্যশালার ইতিহাস-সংগ্রাহকদের পক্ষে একটি অমূল্য বস্তু হয়ে উঠছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সংখ্যায় 'নাচঘরে'র দশম বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় অবিনাশবাবুকে বাধ্য হয়ে 'অপরেশচন্দ্রে'র শেষাংশকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ক'রে সমাপ্ত ক'রতে হ'ল।

নিবেদন

"নাচঘর" আসছে হপ্তায় ১১শ বছরে পড়বে।—যাঁরা গ্রাহক থাকতে চান বা নতুন গ্রাহক হতে চান, তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে আসছে ১লা ফেব্রুয়ারী, শুক্রবারের মধ্যে মণিঅর্ডারে টাকা পাঠান। কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে যাঁরা পেতে চান, তাঁরা আমাদের পত্র লিখুন।

পরিচালক – নাচঘর

চিত্র-কথা

চিত্র-পরিচয় ঃ (১) **Of Human Bondage** (আর কে-ও রেডিও)

পরিচালক - জন ক্রম্‌ওয়েল

প্রধান ভূমিকায়—লেস্‌লি হাওয়ার্ড,

বেটি ডেভিস্, ফ্রান্সিস্ ডি প্রভৃতি।

কাল শনিবার থেকে আর-কে-ও এলফিন্‌ষ্টোনে দেখানো হবে।

*

সমার্‌সেট্ মাগ্‌হামের সুখ্যাত উপন্যাস 'Of Human Bondage'-এর চিত্র-সংস্করণ। ফিলিপ্ ক্যারি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত মিল্‌ড্রেড্ নামে একটি মেয়েকে। কিন্তু সে-ভালোবাসার যথার্থ মর্য্যাদা দেবার যোগ্যতা ছিল না মিল্‌ড্রেডের; সে ছিল প্রচণ্ড রকম স্বার্থপর, তার প্রকৃতি ছিল নীচ। অপমানিত ভালোবাসার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ফিলিপ্ মিশেছিল আরও দুটি মেয়ের সঙ্গে—নোরা এবং স্যালি। মিল্‌ড্রেডের শত অত্যাচার সত্ত্বেও ফিলিপ্ তাকে না ভালোবেসে থাকতে পারেনা দেখে নোরা ফিলিপের সঙ্গ ত্যাগ করলে; কিন্তু স্যালির সহানুভূতিশীল চিত্ত ফিলিপের মর্ম্মব্যথা বুঝে তাকে আরও বেশী ক'রে ভালোবাসতে লাগল। শেষে যখন স্বৈরিণী মিল্‌ড্রেডের অনাচার-জর্জ্জরিত জীবনের সমাপ্তি ঘ'টল, তখন স্যালির অকপট ভালোবাসাই ফিলিপের অন্তরের ক্ষতস্থানে সুশীতল প্রলেপের কাজ ক'রে ফিলিপকে ধন্য করলে।

*

এই চমৎকার গল্পের নায়ক ফিলিপ্ ক্যারি রূপে লেস্‌লি হাওয়ার্ড অসামান্য অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। স্যালির চরিত্রের মাধুর্য্যটুকু অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ফ্রান্সিস্ ডি, তাঁর সহজ-সুন্দর অভিনয়-ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে। দুষ্টা মিল্‌ড্রেডের সুকঠিন ভূমিকায় বেটি ডেভিস্ সাধ্যমত ভালো অভিনয়ের চেষ্টা করেছেন। স্যালির পিতার ভূমিকাটিও খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। ছবিখানিতে খুব উচ্চাঙ্গের ফোটোগ্রাফীর নমুনা দেখা গেল। কিন্তু এর পরিচালনা সম্বন্ধে অনুরূপ কথা কইতে পারলুম না।

*

(২) **No Greater Glory** (কলম্বিয়া)

পরিচালক—ফ্র্যাঙ্ক্ বোর্জ্জেজ্

প্রধান ভূমিকায়—বালক-অভিনেতা জর্জ্জ ব্রিক্‌ষ্টন,

জিমি বাট্‌লার, জ্যাকি সার্ল প্রভৃতি।

ম্যাডান থিয়েটারে দেখানো হয়ে গেল।

*

"পল্‌ষ্টীট্ বয়েজ্" নামক উপন্যাসের চিত্র-সংস্করণ। বড়ো বড়ো নামজাদা "তারকা" অভিনেতা-অভিনেত্রীর আড়ম্বর নেই; প্রেম, হাসি, যুবতীদলের অর্দ্ধনগ্ন দেহ, নৃত্যলীল, নয়নবিভ্রমকারী দৃশ্যপট—কিছুই নেই ছবিখানিতে। জন তিনেক বৃদ্ধ এবং একটি প্রৌঢ়া জননীর ভূমিকা ছবিখানির ভিতরে থাকলেও মূলতঃ কয়েকজন বালকই এর প্রধান অভিনেতা। কাজেই এই ছবিখানি ম্যাডান থিয়েটারের দর্শকদের মনোহরণ ক'রতে পারে নি; মাত্র চারদিন চালিয়েই কর্ত্তৃপক্ষ ছবিখানিকে বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হয়েছেন দর্শকাভাবে।

*

অত্যন্ত দুঃখের কথা। কারণ, "No Greater Glory"র মতো একখানা উচ্চাঙ্গের ছবি দেখবার সৌভাগ্য আমাদের কচিৎই হয়ে থাকে। বড়ো বড়ো যুদ্ধে প্রাণত্যাগ ক'রে সৈনিক-পুরুষেরা যে যশোলাভের অধিকারী হয়, পল্‌ষ্টীটের বালকদলের অন্তর্গত সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণকায় দুর্ব্বলদেহী বালক 'নেমিসেক্' তার দলের Black-book থেকে অন্যায়ভাবে সন্নিবিষ্ট তার নামটিকে অপসারিত করবার জন্যে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মৃত্যুকে বরণ ক'রে তার থেকে কিছু কম যশের অধিকারী হ'ল না—এই সাধাসিধা গল্পটিকে যে বিচিত্র ভাবে ছবির রূপ দেওয়া হয়েছে, তার তুলনা আমরা অপর কোন ছবিতে পেয়েছি ব'লে মনে ক'রতে পারছি না। গোড়া থেকে সুরু ক'রে শেষ অবধি scence এবং shot-এর অপূর্ব্ব যোগাযোগ ঘটিয়ে যে-ভাবে গল্পটিকে একটি অসামান্য রসবস্তু রূপে দর্শকের চোখের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা হচ্ছে পরিচালন-নৈপুণ্যের এক চূড়ান্ত নিদর্শন। ফ্র্যাঙ্ক্ বোর্জ্জেজের প্রতিভাকে আমরা প্রণাম করছি। ছবির শেষাংশের কারুণ্য দেখে আমাদের চোখ থেকে যে জল বেরিয়েছে, তাকে সস্তা দরের emotionalism এর মূল্য বললে ভুল হবে; তা হচ্ছে উচ্চ শ্রেণীর intellect এর সৃষ্ট এক বিরাট ট্রাজিডির প্রতি যথার্থ সম্মানদান।

*

ছবিটিতে নেমিসেকের ভূমিকায় জর্জ্জ ব্রিক্‌ষ্টন অপূর্ব্ব নাট্যনৈপুণ্য দেখিয়েছে। পল্‌ষ্টীটের বালকদলের দলপতির কথাবার্ত্তা ও অঙ্গভঙ্গীর ভিতর আমরা যে আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদাবোধের পরিচয় পেলুম, তাতে ক'রে আমরাও তাকে একটি বিরাট সেনাবাহিনীর নায়কের প্রাপ্য salute দানে সম্মানিত ক'রতে পারি। এবং আরও বহু বালকের অভিনয়ই আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে। কিন্তু সব থেকে যাঁর অভিনয়ের আমরা তারিফ করি, তিনি হচ্ছেন ছবির অন্তরালের অভিনেতা—পরিচালক ফ্র্যাঙ্ক বোর্জ্জেজ।

*

(৩) **Cleopatra** (প্যারামাউন্ট)

পরিচালক—সিসিল্ বি, ডি, মিলি

নাম-ভূমিকা.—ক্ল্যদেৎ কোল্‌বার্ট্

কাল থেকে "রূপবাণী"তে তৃতীয় হপ্তায় পদার্পণ করবে।

*

যাঁরা ছবির মধ্যে জাঁকজমক, দৃশ্যপটের বাহার, বিচিত্র বেশভূষা, বিরাট দৃশ্যাবলী দেখতে ভালোবাসেন, তাঁরা এই ছবিখানিতে তার সবই পাবেন প্রচুরের চেয়েও বেশী পরিমাণে। কিন্তু চলচ্চিত্রের মধ্যে সাজসজ্জা, দৃশ্যপট বা ঐতিহাসিকতার বেশ একটি সঙ্গত স্থান থাকলেও ঐগুলিই চলচ্চিত্রের সব-কিছু নয়, এই কথাটা আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না। কাজেই বিরাট ঐশ্বর্য্যময়ী ক্লিওপেট্রা আমাদের একটুখানিও খুসী ক'রতে পারে নি; অত-বড় ছবিখানির পরিচালনা ব্যাপারে সিসিল্, মিলি এমন একটুখানি-ও উচ্চ-শ্রেণীর রসবোধ বা নাটকীয়তাজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নি, যা আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ হয়েছে। এবং ব'লতে বাধা নেই, নির্ব্বাক যুগে তাঁর 'Ten Commandments', 'King of Kings' প্রভৃতি ছবি দেখে কতক কতক তৃপ্তি পেলেও সবাক যুগে তাঁর নির্ম্মিত কোন ছবিই আমাদের কাছে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগ্যতাকে প্রমাণিত ক'রতে পারে নি।

*

ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিমিটেডের অন্যতম ডাইরেক্টার এবং রাধা ফিল্ম কোম্পানীর অংশীদার শ্রীযুক্ত এ-এন্-সিংহনিয়া পাটনা, লক্ষ্ণৌ এবং জয়পুরের পরিদর্শন-কার্য্য শেষ ক'রে কল্‌কাতায় ফিরেছেন। ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স জয়পুরে শীঘ্রই যে চিত্রগৃহ খুলবেন, তার কাজ দ্রুতভাবে অগ্রসর হচ্ছে; আশা করা যায়, আস্‌চে বাঙলা বছরের গোড়াতেই সকল দিক দিয়ে আধুনিক রুচিসম্মতভাবে গঠিত এই চিত্রগৃহটির উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন হবে।

*

উর্দ্দু ছবি "উমাক্ এজ্‌রা"র "হারেম দৃশ্যে"র কাজ এখনও চলছে। এই ছবিখানি শেষ হ'লেই রাধা ফিল্ম কোম্পানী একখানি তামিল ছবি তোলবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। শ্রীজ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল" আসচে মাসের মাঝামাঝি সাধারণ্যে প্রদর্শিত হ'তে পারবে ব'লে আশা করা যায়। মহাভারতীয় যুগের একটি ঘটনাসঙ্কুল অধ্যায় অবলম্বনে শ্রীজ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্ত্তী পৌরাণিক চিত্র প্রস্তুত হবে। শোনা যাচ্ছে, এটি অপরেশচন্দ্রের "কর্ণার্জ্জুন"র চিত্রসংস্করণ।

*

কাল থেকে রাধার "দক্ষযজ্ঞ" ক্রাউন টকী হাউসে ষোড়শ সপ্তাহে পদার্পণ করবে। এখনও এই ছবিখানি দেখবার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে যে-রকম আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, আরও কয়েক হপ্তা ধ'রে ছবিখানি ক্রাউনের পর্দ্দায় কায়েমি হয়ে থাকবে।

*

নিউ থিয়েটার্সের নূতন বাঙলা সবাক্ চিত্র "দেবদাস" শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনাধীনে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। আরও একখানি বাঙলা ছবি তোলবার জল্পনা-কল্পনা কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে চল্‌ছে।

*

কালী ফিল্ম্‌সের "পাতালপুরী"র কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। ইতিমধ্যেই "বিদ্যাসুন্দরে"র শূটিং সুরু হয়ে গেছে। বিদ্যাসুন্দরে নায়কের ভূমিকায় আমরা একজন নতুন নটের সন্ধান পাব।

*

শোনা যায়, আমেরিকার চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের জন্যে প্রতি বৎসর যে খরচ হয়, তার অর্দ্ধেক যায় প্রচার-কার্য্যে। ব্যবসায়ের প্রসারের জন্যে প্রচার-কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা কতখানি, তা এই থেকেই বেশ বুঝতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রচার-কার্য্যের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় না। মাত্র রাধা ফিল্ম কোম্পানীকে এই দিকে রীতিমত নজর দিতে দেখা যায়। তাঁদের প্রচার-কর্ত্তা শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যালের যত্ন ও পরিশ্রমে আজ 'রাধা'র নাম ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার ফলে কোম্পানীও যে নিশ্চয়ই লাভবান হচ্ছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি এঁদের অনুসরণ ক'রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীও এদিকে মনোনিবেশ করেছেন। কিন্তু অপরাপর কোম্পানীগুলি এখনও পর্য্যন্ত এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছেন। নিয়মিত ভাবে কোম্পানীর জন্যে ঢাক-পেটানোর আবশ্যকতাকে এঁরা কবে যে উপলব্ধি করবেন, তা কেউই বলতে পারেন না। এঁদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হ'তে হয়ত' এখনও দেরী আছে।

গ্রাহকগণের প্রতি

এই সংখ্যা হচ্ছে আমাদের এই বৎসরের শেষ সংখ্যা। এবং এর পরের সংখ্যা থেকে "নাচঘরে"র ১১শ বর্ষ সুরু হবে। এই নূতন বৎসরে আগেকার মত আপনাদের সহানুভূতি থেকে যেন বঞ্চিত না হই।—

পরিচালক—নাচঘর

পুস্তক-পরিচয়

স্পর্শের প্রভাব (উপন্যাস)—লালগোলার মহারাজ-কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত। কলিকাতা, ৫নং কার্ত্তিক বসু লেন হইতে শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। ২৩৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১৬ পেজী ফর্ম্মা, ডবল ক্রাউন মোটা অ্যান্টিক কাগজে পরিষ্কার ঝরঝরে ভাবে মুদ্রিত। শক্ত পিস্‌বোর্ডে মনোরম বাঁধাই।

'স্পর্শের প্রভাব' উপন্যাসের 'পরিচায়িকা'য় শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "ধীরেন্দ্রনারায়ণ আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করিয়াও অতি-আধুনিকতার স্পর্শদোষ বাঁচাইতে কায়মনে চেষ্টা করিয়াছেন, তাই গল্পের ভাষা, ভাব ও আখ্যান-বস্তু হয়ত অনেকের চোখে গত যুগের বলিয়া ঠেকিবে; কিন্তু বিগত মাত্রকেই যাঁহারা অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করেন না, বরঞ্চ অতীত ও বর্ত্তমানের নিগূঢ় যোগসূত্রটুকু প্রীতি ও অনুরাগের সহিত আজও মনের মধ্যে লালন করিয়া চলেন, তাঁদের এ বইখানি ভালোই লাগিবে।"—এই ক'টি কথায় শরৎচন্দ্র উপন্যাসখানির যে-পরিচয় পাঠকদের কাছে দিয়েছেন, তার থেকে আরও ভালো ক'রে পরিচয় দেওয়া সম্ভব ব'লে আমাদের মনে হয় না। তবু শরৎচন্দ্রের লেখা-কথা তুলে দিয়েই কর্ত্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা না ক'রে আমরা বইখানি সম্বন্ধে দু'চার কথা ব'লতে চাই।

'স্পর্শের প্রভাবে'র ভিতর দিয়ে গ্রন্থকার যে দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে—প্রেম ও স্নেহের দাবীর সংঘাত। কিন্তু এ-প্রেম পরকীয়া নয়, স্বকীয়া। এক দিকে বহু দিনের হারিয়ে-যাওয়া স্বামীর স-প্রেম আহ্বান, অন্য দিকে শ্বশুর-বংশের প্রতি কুলিশকঠোর পিতার দৃঢ় নিষেধাজ্ঞা—মধ্যে বঙ্গনারী 'জ্যোৎস্না' কর্ত্তব্য অন্বেষণে ব্যস্ত। উপন্যাসের ভিতর দিয়ে গ্রন্থকার সুনিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে, রাজেশ্বরের বিদুষী কন্যা জ্যোৎস্না পিতার শত সাবধানতা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত কোন মতেই ভুলতে পারল না যে, সে হিন্দু বাঙালীর ঘরের মেয়ে, স্বামীই তার দেবতা, স্বামীর বড়ো তার কাছে ইহ-জগতে আর কেউ নেই। কিন্তু এ-কথা মনে মনে স্বীকার ক'রে নিয়েও বাহিরে সে স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিতে পারে নি; পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্যে নিজেকে সংযমের বাঁধ দিয়ে বেঁধে সে তুষের আগুনে জ্ব'লে পুড়েছে। স্বামীকে মাত্র সে তখনই বাহিরের দিক থেকে কাছে পেতে ছুটে গেছে, যখন তার পিতা নিজের ভুল বুঝতে পেরে তার স্বামীকে তার সঙ্গে মিলিত ক'রতে চেয়েছেন। তবু সে উত্তেজনার ঝোঁকে এবং মানসিক যন্ত্রণার চাপে শেষ অবধি দশজনের সামনে মুখরা হয়ে উঠতে পারে নি। ইংরাজী সভ্যতার সংস্পর্শদোষ জ্যোৎস্নার গায়ে লাগে নি কোনদিনই; আগাগোড়া সে আদর্শ হিন্দু-রমণী থেকে গেছে; পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের অপরূপ নিদর্শন হচ্ছে এই জ্যোৎস্না।

Continental Literature-পড়া যুগে অসংযত প্রেমের স্বেচ্ছাচারিতায় বাঙলার নভেল-সাহিত্য যখন রীতিমতো গা-ভাসান দিয়েছে, তখন এমন একটি শুদ্ধ সংযত হিন্দু প্রেমধর্ম্মের আদর্শ-সম্বলিত উপন্যাসকে প'ড়তে পেয়ে আমরা যার-পর-নাই আনন্দিত হয়েছি। আমরা গ্রন্থকার ধীরেন্দ্র-নারায়ণকে জানাচ্ছি, তাঁর বাণী-আরাধনা নিষ্ফল হয় নি। উপন্যাসখানির গোড়ার পাঁচ দশ পৃষ্ঠার ভাষা বড্ড বেশী বঙ্কিমী ষ্টাইল-ঘেষা ব'লে গ্রন্থের ভিতরে প্রবেশ ক'রতে আমাদের একটু বেগ পেতে হয়েছিল বটে, কিন্তু যখন চরিত্র ও ঘটনার প্রাচুর্য্য এল, তখন এই ভাষা সম্ভবমত সরল হয়ে আসতে ত্রুটী করে নি, অনায়াসেই বর্ণনার আড়ম্বর থেকে মুক্ত হয়ে ভাবের অনুরূপ বাহনে তা পরিণত হ'তে পেরেছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলছি, এই 'স্পর্শের প্রভাব' উপন্যাসটিই শ্রীযোগেশ-চন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত হয়ে 'পতিব্রতা' নামে রঙ্‌মহল রঙ্গমঞ্চে সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। বেশী কথা বলবার স্থান এখানে নেই; আমরা মাত্র এই কথাটা ব'লতে বাধ্য হচ্ছি যে, উপন্যাসকার যে-আদর্শ নিয়ে জ্যোৎস্নাকে রচনা করেছেন, নাটকের জ্যোৎস্না সে-আদর্শ থেকে দূরে স'রে গিয়েছে। এবং সেই কারণেই সে আলিপুর হাজত-ঘরে এসে স্বামী রণেন্দ্রের সঙ্গে মাত্র মুখ তুলে কথা ক'য়েই ক্ষান্ত হয়-নি, আরও বেশী অগ্রসর হয়ে জোর গলায় ব'লতে পেরেছে— "আমি তোমার কাছে এসেছি,—বাবাকে ছেড়ে, বাবাকে সুধাকে চিরদিনের মত কাঁদিয়ে! আর সেখানে ফিরে যাব না—আমার যাবার পথ বন্ধ।" আরও বহু স্বাধীনতাই নাট্যরূপদাতা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু জ্যোৎস্নাকে আদর্শচ্যুত করা হয়েছে রীতিমত অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এ রকম স্বাধীনতা গ্রহণ না ক'রেও 'স্পর্শের প্রভাবে'র উচ্চতর নাট্যরূপ গঠিত করা যেত ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

'গৃহলক্ষ্মী' অভিনয়ের পর মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত যে সকল নূতন নাটকাদিতে অপরেশচন্দ্র নূতন ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—তাঁহার একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' নাটকে—অর্জ্জুন (২৭শে বৈশাখ, ১৩২০ সাল)
২। ঐ 'রূপের ডালি' ঐ—ওসমান (৪ঠা আশ্বিন, ১৩২০)
৩। প্রমথনাথ চৌধুরীর 'ভাগ্যচক্র' ঐ—কৃষ্ণবল্লভ (২৯শে কার্ত্তিক, ১৩২০)
৪। অমৃতলাল বসুর 'নবযৌবন' ঐ—তিলকচাঁদ (৫ই পৌষ, ১৩২০)
৫। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নিয়তি' ঐ—ঘোষক (৭ই চৈত্র, ১৩২০)
৬। প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের 'ক্লিওপেট্রা' ঐ—আমানেমহট (১৯শে ভাদ্র, ১৩২১)
৭। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোর 'রুমেলা' গীতিনাট্যে—জাফর (৭ই কার্ত্তিক, ১৩২১)
৮। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আহেরিয়া' নাটকে—মূলরাজ (১১ই পৌষ, ১৩২১)

মূলরাজের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইয়া অপরেশচন্দ্র আবালবৃদ্ধবণিতার প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

নাট্যকার অপরেশচন্দ্র

ইংরাজী থিয়েটারে অভিনীত 'কিস্‌মত্' নামক নাটক অবলম্বনে সৌরীন্দ্রমোহনবাবু 'রুমেলা' গীতিনাট্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। অপরেশচন্দ্র উক্ত ইংরাজি নাটক হইতে কয়েকটী দৃশ্য অনুবাদ করিয়া 'রুমেলা'য় সংযোজনপূর্ব্বক ইহার সৌষ্ঠব-সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহার অনুবাদ-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাঁহাকে এইরূপ কোনও ইংরাজি নাটক হইতে বাঙ্গলা নাটক লিখিতে উৎসাহিত করি। তাহারই ফলে ইনি শেরিডানের 'ডুয়েনা' নাটক অবলম্বনে 'রঙ্গিলা' নামক একখানি রঙ্গনাট্য রচনা করেন। ১০ই পৌষ, ১৩২১ সাল বড়দিন উপলক্ষে মিনার্ভায় ইহার প্রথম অভিনয় হয়। রঙ্গনাট্যখানি নাট্যামোদীগণের নিকট বিশেষরূপ আদৃত হইয়াছিল। অপরেশচন্দ্রের ইহাই প্রথম রচনা।

এই সময়ে কলিকাতার 'এম্পায়ার থিয়েটারে' 'সাইন অফ দি ক্রশ' মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছিল। সংবাদ পাওয়া গেল, ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য এই নাটকের বঙ্গানুবাদ হইতেছে। অপরেশচন্দ্রের মনেও এই ইংরাজী নাটকখানি অবলম্বনে একখানি বাঙ্গলা নাটক লিখিবার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হয়। তাঁহার নাট্য ও কর্ম্ম জীবনের প্রধান সহায় এবং সুহৃদ্ কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া বলিলেন,—"ষ্টার থিয়েটার নিশ্চয়ই মূল নাটক পায় নাই। হয় উপন্যাস, নয়তো বায়স্কোপের গল্প লইয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমি এম্পায়ার থিয়েটার হইতে মূল নাটক আনিয়া দিতে পারি।" অপরেশবাবু পরম উৎসাহের সহিত বলিলেন,—"বলেন কি? কই, নিয়ে আসুন না!" মহা উদ্যোগী এবং উদ্যমশীল প্রবোধবাবু এক রাত্রের নিমিত্ত 'এম্পায়ার' হইতে মূল নাটকের সাট আনিয়া দিলেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অপরেশচন্দ্র অনুবাদ করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার পরম সুহৃদ্ এবং নাট্যজীবনের অন্যতম সহচর স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। একরাত্রে অনুবাদ-কার্য্য শেষ হয়। অপরেশচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা দর্শনে সকলে বিস্ময়মুগ্ধ হইল। অবশ্য তাহার পর তিনি এই মূল অনুবাদ অবলম্বন করিয়া নাটকখানি দেশীয় ভাবে পরিবর্ত্তিত এবং পরিস্ফুট করিয়া লইয়াছিলেন। ১৩২১ সাল, ২২শে ফাল্গুন তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে ইহা 'আহুতি' নামে প্রথমাভিনীত হয়। চন্দ্রপীঠ, মহাব্রত, রুদ্রচণ্ড ও আহুতির ভূমিকা যথাক্রমে দানিবাবু, অপরেশবাবু, প্রিয়নাথবাবু এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাটকখানি সংবাদপত্রসমূহে এবং বিদ্বৎজন সমাজে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার দ্বিতীয় রচনা।

মিনার্ভা উপেন্দ্রবাবুর হস্তে

মনোমোহনবাবু কোহিনুর থিয়েটার নিলামে কিনিয়া লইয়া প্রথমে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বায়স্কোপ কোম্পানীকে ভাড়া দিয়াছিলেন। তাহার পর থিয়েটার-বাটী সম্পূর্ণরূপে সুসংস্কৃত করিয়া ১৩২২ সাল, ২২শে শ্রাবণ তারিখে মিনার্ভা হইতে সম্প্রদায় লইয়া গিয়া কোহিনুর থিয়েটারের পরিবর্ত্তে মিনার্ভা থিয়েটার নাম দিয়া 'কালাপাহাড়' নাটক ও 'রূপের ফাঁদ'-গীতিনাট্যের অভিনয় ঘোষণা করেন।

এদিকে মহেন্দ্রবাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র মহেন্দ্রবাবুর নাবালক পুত্র শিশিরবাবুর গার্জ্জেন রূপে মনোমোহনবাবুর নামে মিনার্ভা থিয়েটারের নামের 'গুড-উইল' এবং থিয়েটারের পার্টিসন ও হিসাবপত্রের (account) জন্য হাইকোর্টে নালিশ করেন। মনোমোহনবাবু অবশেষে তাঁহার মিনার্ভার ½ অংশ উপেনবাবুকে ভাড়া দিয়া তাঁহার মামলা মীমাংসা করিয়া লইলেন এবং স্বীয় নামে কোহিনুরের 'মনোমোহন থিয়েটার' নামকরণ করিলেন। ১৩২২ সাল, ১৫ই ভাদ্র, বুধবার হইতে 'মনোমোহন থিয়েটার' নাম দিয়া হ্যাণ্ডবিল বাহির হয়।

উপেন্দ্রবাবু এক্ষণে মিনার্ভা থিয়েটারের সম্পূর্ণ অধিকার পাইয়া দানিবাবুকে থিয়েটারের ম্যানেজার হইবার নিমিত্ত বিশেষরূপ অনুরোধ করিলেন। মহেন্দ্রবাবুর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধানিবন্ধন প্রথমতঃ দানিবাবু সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি মনোমোহন থিয়েটারের ম্যানেজার; মনোমোহনবাবু তাঁহার সহিত বিশেষরূপ সদ্ব্যবহার করিতেছেন। বিনা কারণে হঠাৎ মনোমোহনবাবুকে পরিত্যাগ করিয়া উপেন্দ্রবাবুর সহিত মিলিত হইয়া নূতন দল বসাইবার জন্য নানা উপায়ে চারিদিক হইতে অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে হইবে, উৎকৃষ্ট নাটক না পাইলে থিয়েটার জমান কঠিন,—ইত্যাদি নানা চিন্তা করিয়া দানিবাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি অসম্মতি জানাইয়া উপেন্দ্রবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

অপরেশচন্দ্র মিনার্ভায় ম্যানেজার

১৩২১ সালের শেষভাগে অপরেশচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। এই সময়ে তিনি নানা কারণে মনোমোহনবাবুর মিনার্ভা থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া বাড়ীতেই বসিয়াছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর এই সঙ্কট সময়ে তিনি তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হন। নূতন দল গড়িবার ক্ষমতা অপরেশবাবুর ছিল—'বাণী থিয়েটার' বসাইয়া তিনি নানাস্থানে অভিনয় করিয়াছিলেন,—শিক্ষাদানে তাঁহার পটুতা আছে,—নাটকও লিখিতে পারেন—'রঙ্গিলা' ও 'আহুতি' নাটকে ইতিপূর্ব্বেই তাহার পরিচয় দিয়াছেন, অভিনয়েও তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে,—এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া উপেন্দ্রবাবু অপরেশবাবুকেই 'ম্যানেজার'-পদে বরণ করিলেন। সিকি বখরায় অপরেশচন্দ্র কার্য্যকারী অংশীদার হিসাবে মিনার্ভার অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন।

স্বর্গীয় ডি, এল, রায়ের অগুছানো 'সিংহল বিজয়' নাটকখানি (নাটকখানিকে সুসংস্কৃত করিয়া প্রেস-কপি প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বেই দ্বিজেন্দ্রলাল অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন) সুবিন্যস্ত এবং তাহার শিক্ষাদান করিয়া অপরেশচন্দ্র ১৩২২ সাল, ১৫ইআশ্বিন তারিখে মিনার্ভায় ইহার প্রথম অভিনয় ঘোষণা করেন। ইহাতে ইনি সিংহবাহুর ভূমিকা সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি লর্ড লিটনের সুপ্রসিদ্ধ নাটিকা 'লেডি অফ লয়েন্স' অবলম্বনে 'শুভদৃষ্টি' নামক একখানি সামাজিক নাটক প্রণয়ন করেন। ১৩২২ সাল, ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে মিনার্ভায় ইহার প্রথমাভিনয় হয়। শ্যামলালের ভূমিকা ইনি নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাটকখানি বেশ জমিয়াছিল। ইহার পর ১৩২২ সাল, ১২ই চৈত্র তারিখে ডি, এল, রায়ের সামাজিক নাটক 'বঙ্গনারী' মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হয়। ইহাতে ইনি দেবেন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৩২৩ সাল, ৩১শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই, ১৯১৬ খৃঃ) তারিখে অপরেশচন্দ্রের সুবিখ্যাত নাটক 'রামানুজ' মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটক রচনায় তিনি ক্ষমতাশালী নাট্যকার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'রামানুজ' অভিনয় করিয়া মিনার্ভার যেরূপ সুযশ হইয়াছিল—অর্থাগমও সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরী 'রামানুজে'র এবং অপরেশচন্দ্র মহর্ষি যামুনাচার্য্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯১৭ খ্রীঃ ৮ই সেপ্টেম্বর—২৩শে ভাদ্র ১৩২৪ সাল তারিখে মিনার্ভায় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বঙ্গে রাঠোর' নামক একখানি ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়। অপরেশচন্দ্র ইহাতে 'সাহাবাজ খাঁ'র ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খ্রীঃ ১৭ই আগষ্ট, ৩১শে শ্রাবণ ১৩২৫ সাল তারিখে মিনার্ভায় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের সুবিখ্যাত গীতিনাট্য "কিন্নরী" অভিনীত হয়। কি অভিনয়, কি দৃশ্যপট, কি নৃত্যগীত—সর্ব্ববিষয়ে অতুলনীয় হওয়ায় 'কিন্নরী' মিনার্ভার ভাগ্যলক্ষ্মীরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে মিনার্ভার সহিত তাঁহার এগ্রিমেণ্ট শেষ হওয়ায় এবং নানা কারণে উপেন্দ্রবাবুর সহিত অকৌশল হওয়ায় অপরেশবাবু মিনার্ভা থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন মল্লিক সে-সময়ে ষ্টার লীজ লইয়াছিলেন। অপরেশবাবু তথায় মিনার্ভার ন্যায় কার্য্যকারী অংশীদাররূপে ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন।

ষ্টারে অপরেশচন্দ্র

গিরীন্দ্রবাবুর অধিকৃত ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া অপরেশচন্দ্র প্রথমেই মিনার্ভায় অভিনীত 'কিন্নরী' গীতিনাট্যখানির অভিনয় ঘোষণা করেন। অর্থসমাগমও প্রচুর পরিমাণে হইতে থাকে। উপেন্দ্রবাবু হাইকোর্টে নালিস করিয়া ষ্টারে কিন্নরীর অভিনয় বন্ধ করিয়া দেন। সেই হইতে আইন হয়, স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত এক থিয়েটারের বই অন্য থিয়েটারে অভিনীত হইতে পারিবে না।

১৯১৯ খৃঃ ৮ই মার্চ্চ, ২৪শে ফাল্গুন ১৩২৫ সাল তারিখে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক অনূদিত সেক্সপীয়ারের 'ওথেলো' নাটক ষ্টারে প্রথম অভিনীত হয়। ইহাতে ওথেলো, ইয়াগো ও ডেস্‌ডিমোনার ভূমিকা যথাক্রমে তারকনাথ পালিত, অপরেশচন্দ্র এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।

উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে, ১৩২৬ সাল ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার তারিখে অপরেশচন্দ্রের গীতিনাট্য উর্ব্বশী (মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী' অবলম্বনে রচিত) এবং ৯ই আগষ্ট তারিখে তৎপ্রণীত প্রহসন 'দুমুখো সাপ' (Double-Edged Sword-এর বাঙ্গালা সংস্করণ) ষ্টারে প্রথম অভিনীত হয়। উর্ব্বশী গীতিনাট্যখানি বেশ জমিয়াছিল; কিন্তু কিন্নরীর সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

অপরেশচন্দ্রের 'ষ্টার' লীজ গ্রহণ

গিরিবাবু ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া দিলে অপরেশচন্দ্র ১৩২৭ সালে দশ বৎসরের লিজ লইয়া স্বয়ং ষ্টার থিয়েটার গ্রহণ করেন। এখানে ইঁহার স্বরচিত নিম্নলিখিত নাটকাদি অভিনীত হয়:—

রাখীবন্ধন নাটক প্রথমাভিনয় রজনী—৫ই জুন ১৯২০ খ্রীঃ,
শনিবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ সাল।
(Warrior of Hajo অবলম্বনে রচিত)
ছিন্নহার ঐ ঐ ... ২১শে জুন ১৯২০, ৭ই আষাঢ়, ১৩২৭
(মেরী করেলির Worm Wood অবলম্বনে)
দাসবন্দত্তা ঐ ঐ ... ১৫ই জানুয়ারী ১৯২১, ২রা মাঘ ১৩২৭
(ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা' অবলম্বনে)
অযোধ্যার বেগম নাটক ঐ ৩রা ডিসেম্বর ১৯২১, ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮
অপ্সরা গীতিনাট্য ঐ ... ১৯শে আগষ্ট ১৯২২, ২রা ভাদ্র ১৩২৯
(কিরাতার্জ্জুন অবলম্বনে)
সুদামা ঐ ঐ ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯২২, ৬ই আশ্বিন ১৩২৯

ইহার মধ্যে 'অযোধ্যার বেগম' নাটকখানি সর্ব্বাপেক্ষা জমিয়াছিল এবং অর্থাগমও বিশেষরূপ হইয়াছিল। মিরকাশিম, হাফেজ্ রহমত, বেগম, ছায়া ও জিন্নতের ভূমিকায় যথাক্রমে চুণীলাল দেব, অপরেশবাবু, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, কৃষ্ণভামিনী এবং শ্রীমতী নীহারবালা উৎকৃষ্টরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন। ১৩২৯ সালের ১৩ই আশ্বিন ৺বিজয়া দশমীর দিন (৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২২) কর্ণার্জ্জুন বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল মাত্র।

আর্ট থিয়েটার পরিচালিত ষ্টার থিয়েটার

প্রায় তিন বৎসর ষ্টার থিয়েটার চালাইয়া অপরেশচন্দ্র সেরূপ আর্থিক সুবিধা করিতে পারেন নাই। একমাত্র 'অযোধ্যার বেগম' নাটকাভিনয়ে তিনি কিছু অর্থ পাইয়াছিলেন। শেষটা তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং আর্ট থিয়েটার লিমিটেড কোম্পানীকে ১৩২৯ সালের শেষভাগে থিয়েটার সাব-লীজ দেন। কলিকাতার ক'একটী সম্ভ্রান্ত এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি এই লিমিটেড কোম্পানীর ডাইরেক্টার ছিলেন। এগ্রিমেণ্টের সর্ত্তমত অপরেশচন্দ্রই আর্ট থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। বুদ্ধিমত্তা এবং কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া ইঁহারা শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহমহাশয়কে লিমিটেড কোম্পানীর সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন।

কর্ণার্জ্জুন

সম্পূর্ণরূপে রঙ্গালয়ের সংস্কার-কার্য্য সাধন এবং বেঞ্চ তুলিয়া সর্ব্বত্র ফোল্ডিং চেয়ার ও যথেষ্ট বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করিয়া ১৫ই আষাঢ় (১৩৩০ সাল) তারিখে আর্ট থিয়েটারের উদ্বোধন-রজনী ঘোষিত হয়। এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বাঙ্গলা থিয়েটারে থিয়েটার আরম্ভের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে টিকিট বিক্রয় হইত; এজন্য অত্যধিক ভিড়ে সাধারণ দর্শকগণের অত্যন্ত কষ্ট হইত। ইঁহারা অভিনয়-রজনীর এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে টিকিট বিক্রয় এবং সিট রিজার্ভ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে সর্ব্ব শ্রেণীর দর্শকগণের বিশেষ সুবিধা হওয়ায় তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা ছিল না।

অপরেশচন্দ্রের লিখিত নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক 'কর্ণার্জ্জুন' লইয়া আর্ট থিয়েটার প্রথম খোলা হয়। দর্শকগণ অভিনয় দেখিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বসিবার আসন এবং সর্ব্বত্র যথেষ্ট পরিমাণে আলো ও পাখার ব্যবস্থা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু অভিনয় আরম্ভ হইলে অজন্তা-গুহার খোদিত মূর্ত্তি এবং প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত প্রাচীন যুগের বেশভূষার ন্যায় কৌরব-পাণ্ডবগণের বসন-ভূষণের নূতনত্ব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাহার পর অভিনয়ের অভিনবত্ব, নাটকীয় ঘটনা-সংঘর্ষণ এবং দৃশ্যপটের চমৎকারিত্ব ও তাহার উপর বিবিধ বর্ণের আলোক-সম্পাত দর্শনে—রঙ্গ-গৃহ আনন্দ-

কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—কর্ণ—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শকুনি—নরেশচন্দ্র মিত্র, অর্জ্জুন—অহীন্দ্র চৌধুরী, পরশুরাম—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভীম—ননীগোপাল মল্লিক, দুর্য্যোধন—প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত, ভীষ্ম—সন্তোষকুমার দাস, দ্রোণ—কালীপ্রসন্ন পাইন, শ্রীকৃষ্ণ—ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, দুঃশাসন—তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকর্ণ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মাবতী—কৃষ্ণভামিনী, নিয়তি—নীহারবালা, দ্রৌপদী—নিভাননী, কুন্তী···মনোরমা ইত্যাদি।

একমাত্র 'কর্ণার্জ্জুন' অভিনয় করিয়াই আর্ট থিয়েটারের যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সেই সময়ে মনোমোহন থিয়েটার উঠিয়া যাওয়ায় এবং মিনার্ভা থিয়েটার ভস্মীভূত হওয়ায় আর্ট থিয়েটারই নাট্যামোদীগণের একমাত্র আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল। স্থানাভাবে দীর্ঘ দিন ধরিয়া লোক ফিরিয়া যাওয়া—এরূপ কোনও নাটকের ভাগ্যে ঘটে নাই। অপরেশচন্দ্র বিরচিত যাবতীয় নাটকের মধ্যে কর্ণার্জ্জুনই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এখনও 'কর্ণার্জ্জুনের' অভিনয় ঘোষিত হইলে রঙ্গালয়ে জনতা দৃষ্ট হয়।

ইরাণের রাণী ও বন্দিনী

ইহার পর আর্ট থিয়েটারে অপরেশচন্দ্রের 'ইরাণের রাণী' নামক একখানি নাটক (Dutches of Padua অবলম্বনে রচিত) ১৩৩০ সাল, ১৬ই পৌষ তারিখে এবং 'বন্দিনী' নামক আর একখানি গীতিনাট্য (Aida অবলম্বনে রচিত) বড়দিন উপলক্ষে ১৩৩১ সাল, ১০ই পৌষ তারিখে প্রথম অভিনীত হয়। বড়দিন উপলক্ষে প্রত্যহ 'বন্দিনী' অভিনয়ে প্রচুর অর্থ সমাগম হইলেও ইহা বেশী দিন চলে নাই। কিন্তু 'ইরাণের রাণী' খুব জমিয়াছিল এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার অভিনয় চলিতে থাকে। প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ :—দাউদশা···অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দারা···অহীন্দ্র চৌধুরী, নাদের···প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত, কাজী···দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইসুফ—ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, রাণী···কৃষ্ণভামিনী, নর্ত্তকী···নীহারবালা, গুলরুখ···সুবাসিনী ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ ও চণ্ডীদাস

১৩৩১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে অপরেশচন্দ্রের নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক 'শ্রীকৃষ্ণ' এবং ১০ই পৌষ বড়দিন উপলক্ষে প্রেম ও ভক্তিমূলক নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক 'চণ্ডীদাস' আর্ট থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। উভয় নাটকই দর্শকগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণ' বহুদিন চলে নাই। 'চণ্ডীদাস' নাটক রচনায় অপরেশচন্দ্রের সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় থাকায় ইহার আজও পর্য্যন্ত সমাদরের সহিত অভিনয় হইয়া থাকে। চণ্ডীদাস, রামী, হারাধন ও নকুলের ভূমিকাভিনয়ে যথাক্রমে তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী নীহারবালা, সন্তোষকুমার দাস ও সন্তোষকুমার সিংহ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

মগের মুলুক

ইহার পর অপরেশবাবু 'মগের মুলুক' নামক একখানি নূতন পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। ১৩৩৪ সাল, ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে আর্ট থিয়েটারে ইহার প্রথমাভিনয় হয়। নাটকখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর হইয়াছিল।

শ্রীরামচন্দ্র

১৩৩৪ সালে আর্ট থিয়েটার কোম্পানী মনোমোহন থিয়েটার ভাড়া লইয়া উভয় থিয়েটারই চালাইতে থাকেন। অপরেশচন্দ্র এখানকার অভিনয়ার্থ এক সপ্তাহের মধ্যে 'শ্রীরামচন্দ্র' নামক একখানি পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক লিখিয়া দেন। দ্রুত রচনায় তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ছিল। 'শ্রীরামচন্দ্র' দর্শকমণ্ডলীর নিকট আদৃত হইয়াছিল। ১৬ই আষাঢ় (১৩৩৪ সাল) রথযাত্রার দিন মনোমোহন থিয়েটারে ইহার প্রথমাভিনয় হয়। রাবণের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী অপূর্ব্ব কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

পুষ্পাদিত্য ও ফুল্লরা

১৩৩৪ সাল, ১৬ই পৌষ তারিখে অপরেশচন্দ্রের 'পুষ্পাদিত্য' নামক একখানি গীতিনাট্য এবং ১৩৩৫ সাল, ১০ই কার্ত্তিক তারিখে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর প্রথমাংশের 'কালকেতু' উপাখ্যান অবলম্বনে 'ফুল্লরা' নামক একখানি নাটক আর্ট-থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। দুইখানিই দর্শকগণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। 'ফুল্লরা' অভিনয়ে বিশেষরূপ অর্থ সমাগমও হইয়াছিল—নাটকখানিতে অপরেশচন্দ্রের মুন্সিয়ানার যথেষ্ট পরিচয় আছে। কালকেতু, ভাঁড়ুদত্ত এবং ফুল্লরার ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীমতী নীহারবালা বিশেষ রূপ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন।

মন্ত্রশক্তি ও রজনী

১৩৩৬ সাল, ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে সুবিখ্যাতা ঔপন্যাসিকা এবং বঙ্গবাণীর দুহিতৃপ্রতিম বরণীয়া লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'মন্ত্রশক্তি' অপরেশচন্দ্র কর্ত্তৃক পঞ্চাঙ্ক নাটকাকারে রূপান্তরিত হইয়া আর্ট থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। নাটকখানি উৎকৃষ্টরূপ অভিনীত হইয়া কর্ণার্জ্জুনের ন্যায় জমিয়াছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া স্থানাভাবে দর্শকগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইত। পল্লী-ভৃত্য 'মথুরো' চরিত্র অপরেশবাবুর নূতন সৃষ্টি। মৃগাঙ্ক, অম্বর, মথুরো, বাণী ও অজার অভিনয়ে অহীন্দ্রবাবু, ইন্দ্রভূষণবাবু, তিনকড়িবাবু, কৃষ্ণভামিনী ও সুশীলাসুন্দরী অজস্র প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

অপরেশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসখানিও নিপুণতার সহিত নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আর্ট থিয়েটারে ইহার প্রথম অভিনয় হয়। 'হীরালালের' ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

শকুন্তলা

ইহার পর মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের ভাবানুসরণে অনুবাদ করিয়া অপরেশচন্দ্র পণ্ডিতমণ্ডলী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষরূপ সমাদর লাভ করেন। আর্ট থিয়েটারে ইহা সগৌরবে অভিনীত হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও পোষ্যপুত্র

১৩৩৮ সাল, ২রা আশ্বিন তারিখে অপরেশবাবুর 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নামক পঞ্চাঙ্ক নাটক এবং ২৮শে ফাল্গুন তারিখে শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস নাট্যাকারে অভিনীত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ নাটকে 'চাপাল গোপালে'র ভূমিকায় দানিবাবু অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইলেও নাটকখানি অধিক দিন চলে নাই। কিন্তু 'পোষ্যপুত্র' আপামর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং ইহার অভিনয় দেখিবার জন্য বহুদিন ধরিয়া রঙ্গালয়ে দর্শকগণের স্থান সঙ্কুলান হইত না। দানিবাবু ইহাতে 'শ্যামাকান্তের' ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিনয়-প্রতিভায় শেষ বিজয় নিশান উড়াইয়া যান। ইহাই তাঁহার শেষ অভিনয়।

বিদ্রোহিনী ও মা

ইহার পর 'ফেয়ারি টেল' হইতে গল্প সংগ্রহ করিয়া অপরেশচন্দ্র 'বিদ্রোহিনী' নামক একখানি রঙ্গ গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। ১৩৩৯ সাল, ১৯শে কার্ত্তিক তারিখে আর্ট থিয়েটারে ইহার প্রথমাভিনয় হয়। যথেষ্ট হাস্যরস থাকিলেও নাটকখানি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

এই সময়ে অপরেশচন্দ্র রক্তপিত্তের পীড়ায় আক্রান্ত হন; হাতের ও পায়ের অঙ্গুলে একজিমা দেখা দেয়। ক্রমে তিনি চলিতে অক্ষম হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন! এরূপ অবস্থাতেও তিনি শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "মা" নামক সুবিখ্যাত উপন্যাসটিকে নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করেন। আমি সাধ্যমত তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলাম। ইহাই তাঁহার শেষ রচনা। নানা কারণে এই সময়ে আর্ট থিয়েটার উঠিয়া যায়। ১৩৪০ সাল, ১লা পৌষ তারিখে 'নাট্য নিকেতনে' সগৌরবে ইহার প্রথমাভিনয় হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, রোগশয্যাশায়ী অপরেশচন্দ্র ইহার অভিনয় সচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বহু চিকিৎসাতেও কোন ফল হইল না। ১৩৪১ সাল, ১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, বেলা ১১টা-৫০ মিনিটের সময় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

নাটকাদি রচনা ব্যতীত তিনি 'ভদ্রা' নামে একখানি উপন্যাস এবং 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' নামক তাঁহার নাট্যজীবন সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। ইহা প্রকাশিতও হইয়াছে। 'মুক্তি' নামে একখানি নক্সাও তিনি রচনা করিয়াছিলেন এবং আর্ট থিয়েটারে তাহার অভিনয়ও হইয়াছিল। একাধারে ইনি নট, নাট্যকার এবং নাট্যাচার্য্য ছিলেন। থিয়েটার পরিচালনা করিবার ইহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের সাহচর্য্যে তিনি তাঁহার নাট্য-জীবন গঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারই ভাবধারার অনুসরণে প্রাঞ্জল ভাষায় নাটকাদি লিখিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গ-নাট্যশালার যে ক্ষতি হইল, বর্ত্তমান নাট্যামোদীগণ তাহা উপলব্ধি করিতেছেন। কতদিনে যে তাঁহার স্থান পূরণ হইবে, নটনাথই জানেন। আমরা বাধ্য হইয়া তাঁহার নাট্য-জীবনের শেষার্দ্ধ সংক্ষিপ্তভাবে সমাপ্ত করিলাম।